উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,৬৩৪.৪৮ (+৬৩.৫৭)

নিফটি : ২৫,২১২.০৫ (+১৬.২৫)

**ভিটে সংস্কারে আগ্রহী মোদি সরকার**
ময়মনসিংহে খণ্ডহরে পরিণত হওয়া বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটের সংস্কারে শরিক হতে আগ্রহ প্রকাশ করল মোদি সরকার। ৭

**গান্ধির ছবির দাম পৌনে ২ কোটি**
মহাত্মা গান্ধির বিরলতম প্রতিকৃতি নিলামে বিক্রি হল পৌনে ২ কোটি টাকায়। প্রায় একশো বছর আগে গান্ধির জীবনের বিরল মুহূর্ত ধরা পড়েছিল এক বিদেশি চিত্রশিল্পীর তুলিতে। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ৩৩° | ২৫° | ৩৩° | ২৬° | ৩৩° | ২৬° | ৩৩° | ২৬° |

কোহলিকে অনুসরণ করেই বিপদে গিল ১১

শিলিগুড়ি ৩২ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 17 July 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 60

# বাঙালিই ভোট-অস্ত্র

ছাব্বিশের ভোট-ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী বিধানসভা ভোটে যে বাঙালি হেনস্তা অন্যতম ইস্যু, তা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। বিজেপিও ছেড়ে কথা বলবে না বলে পালটা হুংকার দিচ্ছে। অতএব এই ভোটেও জমবে ‘খেলা’।

## ‘২৬-এ বাংলা, তারপর দিল্লি’

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জুলাই : অস্ত্র ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা। লক্ষ্য দিল্লি। তৃণমূলের রাজনৈতিক রোডম্যাপ স্পষ্ট করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১শে জুলাই কলকাতায় দলের মেগা ইভেন্ট শহিদ স্মরণ সমাবেশের আর এক সপ্তাহও বাকি নেই। তার আগেই বুধবার কলকাতার রাজপথে মিছিল শেষে একইসঙ্গে বার্তা দিলেন বিজেপি ও ‘ইন্ডিয়া’ জোটের অন্য শরিকদের।

ভিনরাজ্যে বাঙালিকে হয়রানি, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা ও বাংলা ভাষাকে অপমানের অভিযোগে বুধবার পথে নেমেছিলেন মমতা। দলের ঐক্যবদ্ধ চেহারা তুলে ধরতে তাঁর পাশে গোটা মিছিলই হেঁটেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃষ্টি সত্ত্বেও ভিড়ে ঠাসা মিছিল শেষে পথসভায় রাজনৈতিক বাতাটি জানিয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী।

‘আমি বাংলা ভাষাতেই কথা বলব, ক্ষমতা থাকলে আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখুন’ বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি বলেন, ‘বিজেপি জেনে রেখো, খেলা হবে। আগামীদিন ভয়ংকর। তোমরা ক্ষমতায় থাকবে কি না, সেটা আগে বিচার করো, তারপর বাঙালিকে মেরো।’ দিন কয়েকের মধ্যে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সভা করবেন দুর্গাপুরে।

তার আগে প্রধানমন্ত্রীকেই নিশানা করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘মোদিজিকে বলছি, সতর্ক করে গেলাম। মারব না, কাটবও না। আমি তোমাদের মতো নই। আমরা তোমাদের ভাষায় কথা বলি না। কিন্তু অত্যাচার বন্ধ না হলে তোমাদের কী করে থামাতে হয়, আমরা জানি। মানুষই সেটা করে দেবে।’

তারপরই ঝুলি থেকে বেরোল রাজনৈতিক লক্ষ্যটা। মমতা বলেন, ‘২৬-এ বাংলা। তারপরের নির্বাচনে দিল্লি দখল করব। এবার ‘ইন্ডিয়া’র সরকার হবে।’ এই মন্তব্যে যেন তিনি বুঝিয়ে দিলেন, দিল্লি দখলের জন্য তিনি ‘ইন্ডিয়া’ জোটের নেতৃত্ব দিতেও রাজি। বারেবারেই ভাষণে শুধু ভিনরাজ্যে বাঙালির হেনস্তা নয়, টেনে এনেছেন কোচবিহারের বাসিন্দাকে অসম সরকারের এনআরসি নোটিশ পাঠানো থেকে শুরু করে রাজবংশীদের বাংলাদেশে পুশব্যাকের প্রসঙ্গ।

তাঁর প্রশ্ন, ‘কোন অধিকারে অসম সরকার এরাজ্যের বাসিন্দাকে নোটিশ পাঠিয়েছে? কেন রাজবংশীদের পুশব্যাক করা হচ্ছে? আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি মানে এই নয় যে, আপনারা বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করবেন। বাংলায় কথা বললে সে রোহিঙ্গা? ওদের কাছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড রয়েছে। তাহলে কেন অত্যাচার?’ দেশে জরুরি অবস্থার জন্য ইন্দিরা গান্ধির সমালোচনা

এরপর দশের পাতায়

বৃষ্টিতে ভিজেই মিছিলে হাঁটলেন মমতা-অভিষেক। -আবির চৌধুরী

আমি বাংলা ভাষাতেই কথা বলব, ক্ষমতা থাকলে আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখুন

বিজেপি জেনে রেখো, খেলা হবে। আগামীদিন ভয়ংকর। তোমরা ক্ষমতায় থাকবে কি না, সেটা আগে বিচার করো, তারপর বাঙালিকে মেরো।

’২৬-এ বাংলা। তারপরের নির্বাচনে দিল্লি দখল করব। এবার ‘ইন্ডিয়া’র সরকার হবে।

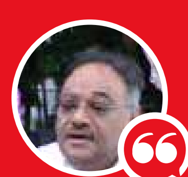

বাঙালির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁর এমন আন্দোলনের জন্য যদি প্রতিটি রাজ্যে প্রাদেশিকতার জন্ম নেয়, তবে তা ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে।

ভিনরাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এরাজ্যে জাল আধার, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট তৈরির কারবার বন্ধের প্রয়োজন।

আনন্দময়ী কালীবাড়িতে পুজো দিচ্ছেন শমীক। শিলিগুড়িতে।

## মমতাই বিপদে ফেলছেন, বোঝাবে পদ্ম

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই : ছাব্বিশের ভোটে বাঙালি আবেগে শান দিতে চাইছে তৃণমূল। ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসক দল। বুধবার কলকাতার রাজপথে মিছিলেও হেঁটেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ঠিক সেদিনই উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঙালি বিতর্কে পালটা মুখ্যমন্ত্রীকেই নিশানা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সেইসঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন, এই ইস্যুতে ‘খেলা হবে’ জোরদার।

শমীকের দাবি, ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিপদে ফেলছেন মমতাই। শিলিগুড়িতে শমীক বলেছেন, ‘বাঙালির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁর এমন আন্দোলনের জন্য যদি প্রতিটি রাজ্যে প্রাদেশিকতার জন্ম নেয়, তবে তা ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করা এরাজ্যের প্রায় ৪০-৫০ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক যদি ফিরে আসেন, তবে রাজ্য তাঁদের কাজ দিতে পারবে তো?’

তাঁর দাবি, তৃণমূল নেত্রীর এহেন আন্দোলনের জেরে ভিনরাজ্যে কাজ করা শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সেই আতঙ্কের কথা তাঁরা টেলিফোন করে জানাচ্ছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের সিংহভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তৃণমূলের আন্দোলনের জেরে তাঁদের বিপদ নিশ্চিত বোঝাতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এমন প্রচারে জোর দেওয়া হচ্ছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। যার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে রাজ্য বিজেপির সভাপতির বক্তব্যে। শমীকের তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত, ‘ভারতীয় মুসলিমদের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই।’

বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত, তাঁদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে পুশব্যাক করা হচ্ছে, এমন অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। সংখ্যালঘু ভোটের একশো শতাংশ সুনিশ্চিত করতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় পদযাত্রা করেছেন, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই পরিস্থিতিতে ‘হাটে হাঁড়ি ভাঙতে’ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পালটা প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। তৃণমূল নেত্রীর আন্দোলন ভারতীয় মুসলিমদের বিপদ ডেকে আনবে, বিজেপি এমন প্রচার চালাবে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের মতো মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে।

বাম জমানায় প্রকাশিত সাচার কমিটির রিপোর্টে স্পষ্ট হয়েছিল, এরাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের করুণ পরিস্থিতি। তার পরবর্তী তৃণমূলের জমানায় পরিস্থিতির যে তেমন কোনও বদল ঘটেনি,

এরপর দশের পাতায়

# মাটিগাড়ার মলে স্পা ক্রোক, প্রশ্ন পরিবেশে

শমিদীপ দত্ত

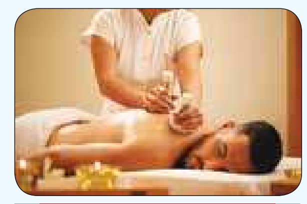

**আড়ালে মধুচক্র**

- ঋণের টাকা শোধ না করায় মাটিগাড়ায় শপিং মলে বন্ধ স্পা
- অথচ ওই মলের একাধিক স্পায়ে মধুচক্র চালানোর অভিযোগ
- এর আগে একাধিক ঘটনা ঘটলেও কড়া পদক্ষেপ করেনি পুলিশ
- স্পায়ের আশপাশে গেলেই অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে

শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই : সকাল থেকেই কার্যত নিষিদ্ধ এলাকা। মাটিগাড়া সংলগ্ন শপিং মলে গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকা স্পা এলাকা এড়িয়ে চলেন মলে আসা পরিবারগুলি। ক্রেতা ধরার জন্য চোখের ইশারা, ডাকাডাকি অনেক সময়ই মাত্রা ছাড়ায় বলে অভিযোগ। স্পাগুলোর একাংশে যে অবৈধ কার্যকলাপ চলে, সেটা সকলেরই জানা রয়েছে। স্পা এলাকার পরিবেশ সেটা আরও স্পষ্ট করে। মাঝেমধ্যে পুলিশের অভিযান হয় ঠিকই, স্পা-এর আড়ালে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তারের ঘটনাও ঘটে। তবে প্রশ্ন, এসব পাকাপাকিভাবে বন্ধ করতে কোনও ব্যবস্থা নেই কেন? প্রশ্ন উঠছে শপিং মল কর্তৃপক্ষের ভূমিকাতেও।

স্পা মালিকদের একাংশ বিভিন্ন ফিন্যান্স কোম্পানি থেকে বিপুল ঋণও নিয়েছেন। বুধবার এরকম একটি স্পা-এর দরজায় আদালতের নির্দেশে তালাও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফিন্যান্স কোম্পানির তরফে আইনজীবী রোশন ঝা ও প্রভাত ঝা’র কথায়, সুশীলা জৈন নামে এক মহিলার অ্যাকাউন্টে চার কোটি টাকার ঋণ নেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন কিস্তি দেওয়ার পর আর লোন শোধ করতে পারেননি তিনি। আদালতের নির্দেশে পুলিশের সহযোগিতায় বুধবার এই সম্পত্তি ক্রোক করা হল।

ওই দুই আইনজীবী জানান, ২০১৮ সালে চার কোটি টাকার লোন নেওয়া হয়েছিল। ২০১৯ সালে ওই অ্যাকাউন্ট ‘নন পারফর্মিং অ্যাসেট’ (এনপিএ) হয়ে যায়। এরপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হয় ফিন্যান্স কোম্পানি। মার্চ মাসে আদালত রায় দেওয়ার পরে সুশীলা জৈন ডেট রিকভারি ট্রাইবিউনাল (ডিআরডি)-এর দ্বারস্থ হন। ডিআরডি তাদের রায়ে কোনও রিলিফ দেয়নি সুশীলাকে। এরপর শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত গত মে মাসে শপিং মলের প্রথম তলায় থাকা এই স্পা ক্রোক করার নির্দেশ দেয়। এদিন মাটিগাড়া থানার পুলিশের সহযোগিতায় এই স্পা ক্রোক করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

**এডিশন স্পেশাল**

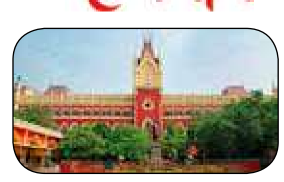

এসএসসি’র বিধিই বহাল

পাঁচের পাতায়

## ধীমানের বিরুদ্ধে মাস পিটিশন ফেরাল থানা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ধীমান বসুর বিরুদ্ধে মাস পিটিশন জমা নিল না শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। থানায় ঘণ্টা দুয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পরেও পুলিশ কিছুতেই মাস পিটিশন গ্রহণ না করায় বাসিন্দারা ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের (পূর্ব) অফিসে গিয়ে সেটি জমা দিয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সুভাষপল্লির বাসিন্দারা। এই মাস পিটিশনেও কাজ না হলে এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা ফেরাতে বাসিন্দারা আরও বড় পদক্ষেপ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে।

সুভাষপল্লিতে ১৭ এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে ধীমানের ওষুধের দোকান রয়েছে। এই দোকানের খুব কাছেই মেয়র গৌতম দেবের বাড়ি। কিছুটা দূরেই থাকেন ৩ নম্বর বরো চেয়ারম্যান মিলি সিনহা। এই দোকানের কাছেই ভারতীয় জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা সদস্য রিচা ঘোষের বাড়ি। ধীমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী শিক্ষিকা রমিলা কৈরালা (ঘোষ) সম্পর্কে রিচা ঘোষের কাকিমা। অভিযোগ, তিন বছর আগে ধীমান এখানে ওষুধের দোকান করেন। সেই সময় থেকেই এলাকার পরিবেশ কার্যত কলুষিত হচ্ছে। রাস্তার ফুটপাথ দখল করে দিনরাত আড্ডা, গলির রাস্তার মুখ আটকে চেয়ার-টেবিল পেতে বসে থাকা, মহিলাদের দিকে অঙ্গভঙ্গি, মদের আসর সব অপকর্মই এখানে চলছে। এই ঘটনায় সুভাষপল্লির এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষই তিতিবিরক্ত। তাঁদের অনেকেই বরো চেয়ারম্যানের কাছে একাধিকবার অভিযোগ করেছেন।

এই ঘটনাগুলির প্রতিবাদে রমিলা গত সোমবার শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেখানে তিনি ধীমান এবং তাঁর শাগরেদদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছেন। কিন্তু তার পরেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি।

এরপর দশের পাতায়

# জাতীয় সড়কে নির্মাণ সরাতে নোটিশ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই : জটিয়াকালী মোড় থেকে ফুলবাড়ি ব্যারেজ পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা ফোর লেন করার জন্য অধিগৃহীত জমি থেকে বাড়িঘর সহ সমস্ত নির্মাণ সরানোর নোটিশ দিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। বুধবার

**জটিয়াকালী-ফুলবাড়ি জমিজট কেটেছে**

নোটিশ দিয়ে নির্মাণ সরানোর জন্য বাসিন্দাদের ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ওই নোটিশের প্রতিলিপি পাঠিয়ে সহযোগিতা চেয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার জলপাইগুড়ি ইউনিট-এর প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন প্রোজেক্ট ডিরেক্টর শৈলেন্দ্র শম্ভু বলেন, ‘অগাস্ট মাস থেকে রাস্তার কাজ শুরু হবে। কাজ শুরু হওয়ার দু’বছরের মধ্যে রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে। ধূপগুড়ি ও ফালাকাটাতেও জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ চলছে। জমির অধিকার পেয়ে গেলে সেখানেও কাজ শুরু হয়ে যাবে।’

সলসলাবাড়ি থেকে ঘোষপুকুর পর্যন্ত ১৫৪ কিলোমিটার ফোর লেনের মহাসড়ক তৈরির কাজ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ অনেক আগে থেকেই করছিল। কিন্তু জটিয়াকালী থেকে ফুলবাড়ি ব্যারেজের মধ্যে জমিজটের কারণে ৮ বছর ধরে ওই পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা ফোর লেন করা যাচ্ছিল না। যার জেরে ওই পাঁচ কিলোমিটার রাস্তায় যানজট, দুর্ঘটনা লেগেই ছিল। জাতীয় সড়কের সামান্য কিছুটা অংশ পার করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছিল। ভাঙা রাস্তায় দুর্ঘটনার জেরে প্রাণহানির ঘটনাও হয়েছিল। যা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের শেষ ছিল না। তবে, জমির সঠিক দাম না পেয়ে ২০১৭ সালে জমিদাতারা জলপাইগুড়ি আদালতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। পালটা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ মামলা করে। কলকাতা হাইকোর্টেও বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ মামলা করেছিল। ২০২৪ সালের ১৬ অগাস্ট আদালত জমিদাতাদের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেইমতো গত জুন থেকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কিছু টাকা দিয়েছে। যে কারণে জমিদাতারা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে আপাতত কোনও বাধা দেবেন না বলে জানিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ। আওয়ামী লিগের প্রতিরোধে কার্যত পালিয়ে বাঁচলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীরা। প্রতিরোধ এতটাই তীব্র ছিল যে, নিজেদের গাড়ি ছেড়ে সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির ভিতরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন হাসনত আবদুল্লা, সার্জিস আলমের মতো এনসিপি নেতারা। দিনভর চলা সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক। খবর সাতের পাতায়

# ... এ তো ঠাকুরের প্রসাদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই : ‘ব্যাস অন্দর সে মন আচ্ছা নেহি লগরাহা হে’- জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ পঞ্চায়েত-এর জগমোহনের মায়ের সেই মন খারাপের ছোঁয়া লেগেছে হুগলির ধনিয়াখালির বাসিন্দা সুদীপ্ত সামন্তর। কর্মসূত্রে কয়েক মাস হল সুদীপ্তর ঠিকানা শিলিগুড়ি শহর। বাকি কাজকর্ম ঠিকঠাক চললেও কিছুতেই মন ভালো হচ্ছে না তাঁর। কারণ, গত কয়েক মাসে তাঁর জিভ চপের স্বাদ পায়নি। তাই সাতপাঁচ না ভেবে ফেসবুকে খাদ্যরসিকদের একটি গ্রুপে শিলিগুড়িতে চপের দোকানের খোঁজ চেয়ে পোস্ট করেছেন তিনি। সেই পোস্ট এখন ভাইরাল।

পাত্র-পাত্রী, শাড়ি-গয়না নয়, সামান্য চপের খোঁজে ফেসবুকে তল্লাশি! চপপ্রেমীদের একাংশ তা দেখে উজ্জীবিত হলেও আর এক অংশ বেজায় খেপেছেন। শহরের অলিগলিতে এত চপের দোকান থাকলেও কেন তার চোখে পড়েনি সেই প্রশ্ন তুলেছেন। সুদীপ্তর পোস্টে শ-তিনেক মানুষ কমেন্ট করেছেন। পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালিরাই হয়তো চপ নিয়ে এরকম বিতর্ক করতে পারেন। সুকুমার রায় থাকলে নিশ্চিত লিখতেন, ‘না : একটা চপ না পেলে আর চলছে না। কয়েক মাস আগে শিলিগুড়িতে এসেছি। এখনও চপ খেতে পারলাম না। একটা চপ পাই কোথায় বলতে পারেন?’

বাঙালির বিস্ময়কর পাকযন্ত্র। নিয়মিত মর্নিং ওয়াক, যোগ করেন দেশবন্ধুপাড়ার অমিতাভ বিশ্বাস। চিকিৎসকের পরামর্শে কোলেস্টেরল কমাতে খাদ্যতালিকায় অনেক কাটছাঁট করেছেন। তবুও চপ, শিঙাড়া দেখলেই নাকি তাঁর খিদে পেয়ে যায়। নিজেকে সামলাতে পারেন না। বুধবার সন্ধ্যায় এনটিএস মোড়ের চপের দোকানে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আরে এগুলো দুর্বল হৃদয়ের খাদ্য নয়।’ ব্যস্ত রাস্তার গলিতে নর্দমার পাশে গনগনে আগুনে ধোঁয়া ওঠা চপ, শিঙাড়া দেখলে বাঙালি তুরি মেরে বিখ্যাত চিকিৎসকের সাবধানবাণী উড়িয়ে বলে উঠতে পারেন, ‘ডাক্তাররা টাকা কামাতে ওইসব অনেক কথাই বলে থাকেন।’ যেমনটা শোনালেন বছর পঁয়ষট্টির বিশু সাহা। হাতি মোড়ের তেলেভাজার দোকানে দাঁড়িয়ে

এরপর দশের পাতায়

## আন্দোলনে নামছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা

**শুভজিৎ দত্ত**

**নাগরাকাটা, ১৬ জুলাই :** হুহু করে কমে যাচ্ছে কাঁচা পাতার দাম। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি অবৈজ্ঞানিকভাবে কাঁচা পাতায় থাকা জলের ওজন কেটে নিয়ে তবেই মূল্য চোকাচ্ছে। লাভ তো দূর অস্ত, উৎপাদন খরচও উঠছে না। এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলে চা অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলাতেই আন্দোলনে নামছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। তাঁদের যৌথ মঞ্চ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বুধবার শিলিগুড়ির উপকন্ঠে বাগডোগরায় আয়োজিত একটি সভার শেষে ওই ঘোষণা করা হয়।

আন্দোলনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে আগামী ৩১ জুলাই শিলিগুড়িতে অবস্থিত টি বোর্ডের উত্তরবঙ্গের জোনাল অফিস অভিযান ও ঘেরাওয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেদিন বিভিন্ন জেলা থেকে পাঁচ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি এতে যোগ দেবেন। ফোরামের সভাপতি রজত রায় কার্জি বলেন, 'ক্ষুদ্র চা চাষিরা অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ কারও হেলদোল নেই। বাধ্য হয়েই আমাদের আন্দোলনের রাস্তা বেছে নিতে হল।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'এরপরও যদি কর্তৃপক্ষের হুঁশ না ফেরে, তবে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।'

এদিন ক্ষুদ্র চা চাষিদের ওই যৌথ মঞ্চটি জানিয়েছে, কেজি প্রতি ১৩-১৪ টাকা দরে কাঁচা পাতার দাম দেওয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিকভাবে কাঁচা পাতায় থাকা জলের পরিমাণ ধরে ওজন কমিয়ে দেওয়া। ফলে চাষির লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাচ্ছে। ক্ষুদ্র চা চাষিরা দাবি তুলেছেন, ১০০ শতাংশ চা নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা করা হোক। তাহলে কী দামে তাঁদের মূল ক্রেতা বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি তৈরি চা (মেড টি) বিক্রি করছে সেটা পরিষ্কার হবে।

# উষ্ণায়ণের গবেষণায় সাইবেরিয়ায় পিবিইউ

**দেবদর্শন চন্দ**

**কোচবিহার, ১৬ জুলাই :** গবেষণার জন্য রাশিয়ার তামস্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সাইবেরিয়ায় গিয়েছিল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের (পিবিইউ) প্রাণীবিদ্যা বিভাগের গবেষকদের একটি দল। তাঁদের গবেষণার বিষয় ছিল জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ নির্ণয়। জুনের ২৫ তারিখ থেকে চলতি মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত সাইবেরিয়ায় অক্তু রিসার্চ স্টেশনে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা চালান তাঁরা। বিজ্ঞানীরা নমুনা সংগ্রহ করেন সেখানকার হিমবাহ, জল, গাছ এবং পতঙ্গের। কোচবিহারে ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে তাঁরা এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন।

রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং চিনের বিজ্ঞানীরা ২০১১ সাল থেকে সাইবেরিয়ায় বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন। এবছর ভারতের তরফে পিবিইউয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক প্রদীপকুমার কর, রচিতা সাহা এবং সুব্রত সাহা সাইবেরিয়ায় গবেষণার জন্য যান। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, কয়েকবছর আগে রাশিয়ার তামস্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী এর আগেও রাশিয়ার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা কোচবিহারে এসেছিলেন। এবছর পিবিইউ থেকে এই তিন বিজ্ঞানী রাশিয়ার আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন। গবেষক প্রদীপকুমার কর বলেন, 'অক্তু অঞ্চলটিতে বেশ কয়েকটি হিমবাহ খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। ফলে সেগুলোর গলনের হার এবং প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ অনেক বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের এই প্রচেষ্টা তাই সকলের কাছেই আশার আলো জাগাচ্ছে বলে মনে করি।'

*সাইবেরিয়ায় অক্তু রিসার্চ স্টেশনে পিবিইউয়ের গবেষকরা। -সংবাদচিত্র*

> অক্তু অঞ্চলটিতে বেশ কয়েকটি হিমবাহ খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। ফলে সেগুলোর গলনের হার এবং প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ অনেক বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।
>
> **প্রদীপকুমার কর**
> গবেষক

বর্তমানে পৃথিবীতে পরিবেশগত সমস্যা সমূহের মধ্যে অন্যতম বিশ্ব উষ্ণায়ন। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীতে জলবায়ু কখনও এক থাকেনি। কখনও খুব বেড়েছে, কখনও একেবারেই কমে গিয়েছে। কিন্তু এখন নির্বিচারে গাছ ধ্বংস করা, বাতানুকূল যন্ত্রের ব্যবহার সহ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের কারণে দ্রুত এই পরিবর্তন ঘটছে। আর তার ফল হাতেনাতে মিলছে।

তবে গবেষণার জন্য সাইবেরিয়ার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল কেন বেছে নেওয়া হল? কোচবিহারের ওই বিজ্ঞানীদের যুক্তি, বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কিত গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংস্থা মিলে এই জায়গাটি চিহ্নিত করেছে। সাইবেরিয়ার এই উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভিদ (ফ্লোরা) এবং প্রাণী (ফনা) জগতের উপর নিবিড় নজরদারি রয়েছে বিজ্ঞানীদের। এছাড়াও অঞ্চলটি হিমালয় ও সাইবেরিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বাস্তুতন্ত্র ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সেখানে খুব ভালোভাবে বোঝা যায়। সাইবেরিয়ার অক্তু অঞ্চলটিতে সার্ক, ভ্যালি, হ্যাঙ্গিং ইত্যাদি নানা ধরনের হিমবাহ অবস্থিত। নানা ধরনের হিমবাহের উপস্থিতির জন্য গবেষকরা হিমবাহগুলির গঠন, গতিবিধি এবং গলনের প্রক্রিয়া ও গতিবেগ নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা করছেন।

## বাসে মাদক পাচার, ধৃত ২

**শুভ্রজ্যোতি রাহা**

**ডালখোলা, ১৬ জুলাই :** উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করল ডালখোলা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় ময়নাগুড়ি এলাকার বাসিন্দা গোলাপি সরকার নামে এক মহিলা ও নিশিগঞ্জের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সেন নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরবেলা ডালখোলা থানার পূর্ণিয়া মোড় ফ্লাইওভারের নীচে ওই বাস থেকে মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বাজেয়াপ্ত হওয়া ব্রাউন সুগার কালিয়াচক থেকে আনা হচ্ছিল। কোচবিহার জেলায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীদের।

গোপন সূত্রের খবর পেয়ে ওইদিন ভোরবেলা শিলিগুড়ি অভিমুখী একটি সরকারি বাসে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ওই সময় বাসে থাকা এক মহিলা ও এক তরুণের অস্বাভাবিক আচরণ দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। ওই দুইজনকে বাস থেকে নামিয়ে তল্লাশি করতেই তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ১০৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য আড়াই লক্ষ টাকা।

কয়েকমাস আগেও মাদক দ্রব্য পাচার করতে গিয়ে ডালখোলা পুলিশের জালে এক মহিলা পাচারকারী আটক হয়। ওই ঘটনার রেশ না কাটতে আবারও মাদক পাচারে মহিলা যোগ। মাদক পাচারে বারবার মহিলা ধরা পড়ায় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশকর্মীদের কাছে।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা বলেন, 'আগাম খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা বাসে করে মাদক পাচার করার চেষ্টা করছিল। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

## মাথাভাঙ্গায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু

**ঘোকসাডাঙ্গা, ১৬ জুলাই :** নিজের জমিতে কাজ করার সময় বুধবার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল একজনের। মৃতের নাম সুভাষ বর্মন (৪০)। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের খোপাডুলিতে। এদিন সকালে জমিতে কাজ করছিলেন সুভাষ। হঠাৎ বৃষ্টি এবং বজ্রপাত শুরু হয়। বাজ পড়ে আহত হলে সুভাষকে ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন তাঁকে। সুভাষের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

### সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৭৭৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৮২৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৩৪০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১১১৯০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১১২০০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

**ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৩৪-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রমিক নং ১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (i) নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ে - রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সংস্কার। (ii) ডাংতালে - ড্রেনেজ ব্যবস্থা সহ খেলার ময়দান উন্নয়ন এবং ডাংতাল ইনডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন ০২টি চেঞ্জিং রুমের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ১,৮৭,৬৮,০৬৩.০৪ টাকা; বায়নার ধন: ২,৪৪,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ট্র্যাকের কাজ**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৫৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ১৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ২৪-এপিএ-২০২৫। কাজের নাম: জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের ১০ টি স্টেশনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত ট্র্যাকের কাজ। টেন্ডার রাশি: ২,০৭,৮২,৪৯৪.৮৮/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৫৪,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**ABRIDGE TENDER NOTICE**

e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of Dining Shed as per NIT No-09/HRP/DD, Dt-08.07.2025. Last date of submission-23.07.2025 upto 15.00 P.M. Date of opening tender-25.07.2025 after 15.00 P.M.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

**e-Tender Notice**
**Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri**

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT No BANARHAT/EO/NIT-003/2025-26. Last date of online bid submission 29/07/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

**ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৩৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রমিক নং ১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (i) ডিইএন/II/রঙিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবি (৮৫ টি) -এ রাস্তার পৃষ্ঠ, নিকাশনের উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (প্রোজেক্ট আইডি. ০৮.০৪.৩০.২৪.৪.৫৩.০০১)। (ii) লেভেল ক্রসিং গেটগুলি বন্ধ করার জন্য ডাইভারশন রাস্তা নির্মাণ (এলএল ১১৯, এলএল ২০১, এলএল ২০৫) (প্রোজেক্ট আইডি. ০৮.০৪.৩০.২৪.৪.৫৩.০০২)। টেন্ডার মূল্য: ৭,৫৯,৮৯,১০৬.০৫ টাকা; বায়নার ধন: ৫,৩০,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৩৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রমিক নং ১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এনবিকিউএস-এর এলসিআরএস থেকে গ্রাহনের দিকে গেট পর্যন্ত সংযোগের কার্যকারিতার জন্য ট্র্যাকের পুনর্বিন্যাস এবং কার্ভ ডিগ্রি সংশোধনের প্রস্তাব। টেন্ডার মূল্য: ৫০,৩৫,৬২২.৬৭ টাকা; বায়নার ধন: ১,০০,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**ফিল্টার প্ল্যান্ট এবং পাম্প হাউসের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৩৫-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখ: ০৯-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: রঙিয়া মণ্ডলের ২৫ টি বিভিন্ন স্টেশনের কলোনি, কার্যালয় এবং রেলওয়ে স্টেশনের জন্যে ফিল্টার প্ল্যান্ট এবং পাম্প হাউসের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার রাশি: ২,৯৩,৮৪,৫০০.৬১/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৯৬,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

টোকা: টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**e-Tender Notice**
**Office of the Block Development Officer Kranti Development Block Kranti ::: Jalpaiguri**

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No WB/013/BDOKNT/25-26, Work Sl 01, e-NIT No WB/014/BDOKNT/25-26, Work Sl 01, e-NIQ No : WB/003/NIQ/BDOKNT/25-26, Work Sl 01, 02 Dated :- 14-07-2025. Last date of submission of bid through online is 23-07-2025 upto 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 16-07-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti ::Jalpaiguri

**UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA**
**Pundibari, Cooch Behar**
**Notice Inviting Tender (NIT)**

Online tenders are being invited from reputed agencies for supplying (a) Ceiling Fan (b) Trinocular Microscope (c). Answer Books and offline tenders & Expression of Interest (EOI) for (d) Disposal of Tree Logs and (e) Sweeping & Cleaning of Hostels. For details please visit **www.wbtenders.gov.in** and **www.ubkv.ac.in**

Sd/-
Registrar (Actg.)

### কর্মখালি

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাশে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য ন্যূনতম H.S. Pass স্থানীয় কর্মঠ যুবক চাই। বেতন ন্যূনতম 12,000/-। M : 7699002805. (C/117516)

জলপাইগুড়ি ও ইসলামপুরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড/সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF+ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M : 8509827671, 8653609553. (C/117516)

জনপ্রিয় FMCG কাজের জন্য কোম্পানির আলিপুরদুয়ার এবং মাথাভাঙ্গা শাখার জন্য 'মার্কেট ডেভেলপমেন্ট অফিসার' পদে ন্যূনতম ২-৩ বছরের মার্কেটিং কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্নাতক ও কম্পিউটার জানা কর্মী প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন। 99324 49301. (C-117113)

### অ্যাফিডেভিট

ইসলামপুর নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা 10/07/25 তারিখে Sanjay Kumar Bhandari ও Sanjay Bhandari একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/117384)

আমি Bijoy Sarkar, পিতা Prasanta Sarkar, ঠিকানা সূর্যশিখা সরণি, রবীন্দ্র সরণি, ওয়ার্ড নং ৩৮, জেলা - জলপাইগুড়ি গত ১০-০৬-২০২৫ তারিখে Executive Magistrate at Siliguri affidavit-এর মাধ্যমে আমার নাম ও পিতার নাম ভোটার তালিকায় ভুলবশত গৌতম সরকার, পিতা অধীর সরকার পুরাতন নামের পরিবর্তে Bijoy Sarkar ও প্রসন্ন সরকার নামে পরিচিত হলাম। (C/117515)

**RECRUITMENT NOTICE**

The Dakshin Dinajpur Zilla Parishad is releasing a Notification regarding engagement of Part-time Contractual Homeopathic Medical Officer (Budget Head) at various Gram Panchayats. Interested candidates are advised to refer to the detailed advertisement available on the following websites : **www.ddinajpur.nic.in** & **www.dakshindinajpurzp.org**

Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

**জল সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৩১-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১০-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, ক্রম নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (i) এডিইএন/নিউ বঙ্গাইগাঁও -এর আওতাধীন ডাংতাল, নিউ বঙ্গাইগাঁও, বঙ্গাইগাঁও, মাজগাঁও আসাম, অভয়াপুরী আসাম এবং যোগীঘোপা (মোট = ২১টি ফিল্টার প্ল্যান্ট/পাম্প হাউস) -এ সমস্ত কলোনি, পরিষেবা ভবন/অফিস ভবন, স্টেশন ইত্যাদিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা (দুই বছরের জন্য)। (ii) এডিইএন/ গোয়ালপাড়া টাউনের আওতাধীন পঞ্চরত্ন, গোয়ালপাড়া টাউন, কৃষ্ণাই, দুধনৈ, আমজোঙ্গা, রংজুলি, ধূপধারা, বোকো, সিংড়া, বামুনিগাঁও, ছয়গাঁও, মির্জা, আজারা, মেন্দিপাথার এবং নলবাড়িতে (মোট = ২৬টি ফিল্টার প্ল্যান্ট/২৪টি পাম্প হাউস, কলোনি এবং ১৫টি স্টেশনের পরিষেবা ভবন) সকল কলোনি, পরিষেবা ভবন/অফিস ভবন, স্টেশন ইত্যাদিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা (দুই বছরের জন্য)। টেন্ডার মূল্য: ৪,২৫,৮০,৮৯০/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৬২,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ০১-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

*এবার পাট জাগ দেওয়ার তোড়জোড়। ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি। বুধবার।*

# বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষের উদ্যোগ উত্তরে

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ১৬ জুলাই :** বর্ষাকালে বাজারে পেঁয়াজের জোগান মেটাতে এবার উদ্যান ও পালন দপ্তর থেকে উত্তরবঙ্গে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ করা হবে। অ্যাগ্রি ফাউন্ড ডার্ক রেড প্রজাতির সেই পেঁয়াজ চাষ এবার পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করতে চলেছে উদ্যান ও পালন দপ্তর। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহেই উত্তরের পাঁচ জেলার চাষিদের মধ্যে বিনামূল্যে ওই প্রজাতির পেঁয়াজ বীজ সরবরাহ করা হবে।

বর্ষায় উত্তরবঙ্গে প্রায় প্রত্যেক বছরই পেঁয়াজের জোগানে ঘাটতি দেখা যায়। নাসিক সহ অন্য রাজ্য থেকে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ উত্তরবঙ্গের বাজারে এলেও পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায়। স্থানীয় এলাকাগুলিতে বর্ষাকালে পেঁয়াজ চাষ হয় না। এবার সেই সংকট মেটাতে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষে উদ্যোগ নিল উদ্যান ও পালন দপ্তর।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষের আগে অগাস্টে জমিতে বীজ বপন করা হবে। তারপর উঁচু জমিতে জমির ওপর পলিথিন শিট দিয়ে ঢেকে বীজ থেকে চারা তৈরি করা হবে। সেপ্টেম্বরে সেই চারাগাছ জমিতে রোপণ করবেন কৃষকরা। উদ্যান ও পালন দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম বললেন, 'চারাগাছ রোপণের মাস তিনেকের মধ্যে পেঁয়াজ পাওয়া যাবে। বর্ষার সময় উত্তরবঙ্গে যে পেঁয়াজের ঘাটতি থাকে, তা অনেকটাই পূরণ হবে। অন্যদিকে, চাষিদের সামনেও বাড়তি রোজগারের পথ খুলে যাবে।'

নাসিকের ন্যাশনাল হর্টিকালচার রিসার্চ ফাউন্ডেশন এই উন্নত লাল রংয়ের পেঁয়াজের প্রজাতির বীজ তৈরি করেছে। দক্ষিণবঙ্গে এই ধরনের উন্নতজাতের পেঁয়াজ চাষে সাফল্য আসার পরেই উত্তরবঙ্গে এবার চাষের উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর।

এক কেজি বীজে এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করা যাবে। বিঘা প্রতি ৪০ কুইন্টাল পেঁয়াজ উৎপাদন করা যাবে। পরীক্ষামূলকভাবে এই চাষে সাফল্য এলে উত্তরবঙ্গজুড়ে এই প্রজাতির পেঁয়াজের চাষ বাড়ানো হবে বলে জানান খুরশিদ। অগাস্টে মালদা জেলায় বণ্টন করা হবে ৩০০ কেজি বীজ, জলপাইগুড়িতে ২০০ কেজি, আলিপুরদুয়ারে ১০০ কেজি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে যথাক্রমে ১১০ কেজি এবং ৫০ কেজি বীজ।

*দক্ষিণবঙ্গের বর্ষাকালীন অ্যাগ্রি ফাউন্ড ডার্ক রেড প্রজাতির পেঁয়াজ চারা আনার উদ্যোগ উত্তরবঙ্গে।*

**নয়া উদ্যোগ**

- বর্ষায় স্থানীয় এলাকাগুলিতে পেঁয়াজ চাষ সেরকম হয় না
- বাইরের রাজ্য থেকে পেঁয়াজ আনলেও তার দাম অনেকটাই বেশি থাকে
- এই সংকট মেটাতে উদ্যান ও পালন দপ্তর অ্যাগ্রি ফাউন্ড ডার্ক রেড প্রজাতির পেঁয়াজ চাষের পরিকল্পনা নিয়েছে

## আজ টিভিতে

সত্যিই কি সোম আর পারোর পথ মিলবে! না মাঝে আসবে কোনও কাঁটা? **দাদামণি** রাত ৮.৩০ **জি বাংলা**

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১২.৩০ ঈশ্বর পরমেশ্বর, বিকেল ৩.২০ আশ্রিতা, সন্ধে ৬.৪০ শাপমোচন, রাত ৯.৩০ সকাল সন্ধ্যা

**জি বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.০০ পুত্রবধূ, বেলা ১১.৩০ অন্যায় অত্যাচার, দুপুর ২.০০ টক্কর, বিকেল ৪.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, রাত ১০.৩০ গীত সংগীত, ১.০০ আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৮.০০ গরীবের সম্মান, দুপুর ১.০০ ফাইটার-মারব নয় মরব, বিকেল ৪.০০ প্রেমের কাহিনী, সন্ধে ৭.০০ মায়ের বন্ধন, রাত ১.০০ প্রত্যাঘাত

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ যার যে প্রিয়

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ সাথী আমার

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ ক্রীতদাস

**কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি :** দুপুর ১২.০০ দৃশ্যম, বিকেল ৩.০০ লাইগার, ৫.০০ যোদ্ধা, রাত ৮.০০ দ্য ফ্যামিলি স্টার, ১০.৩০ ওয়ান ফ্রাইডে নাইট

**জি অ্যাকশন :** বেলা ১১.১৮ সাকার্স কার-টু, দুপুর ১.১৪ স্পাইডার, বিকেল ৩.৫৯ তুফান, সন্ধে ৭.৩০ এনিমি, রাত ১০.৪০ ভূতকালম

**জি সিনেমা :** দুপুর ১.৩২ বিবাহ, বিকেল ৫.০০ পুলিশ পাওয়ার, সন্ধে ৭.৫৫ আরআরআর, রাত ১১.৩৯ বেঙ্গল টাইগার

**অ্যান্ড পিকচার্স :** দুপুর ১২.০৩ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, ২.৫৮ কোয়লা, বিকেল ৫.৩৫ নাচ লাকি নাচ, রাত ৮.০০ রাউডি রক্ষক, ১০.৫৮ সিং ইজ কিং

**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি :** বেলা ১১.৪৮ ফোবিয়া, দুপুর ১.৩৯ নাম শবানা, বিকেল ৪.১২ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, সন্ধে ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ সলাম ভেঙ্কি, ১১.১৯ গুডবাই

**আরআরআর**
সন্ধে ৭.৫৫ **জি সিনেমা**

**ওয়ার্ল্ড অফ দ্য ওয়াইল্ড**
রাত ৮.০০ **ন্যাট জিও ওয়াইল্ড**

ইলিশ খিচুড়ি রান্না শেখাবেন শিউলি সরকার।
**রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
**৯৪৩৪৩১৭৩৯১**

মেষ : বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটাতে ভাইয়ের সাহায্য পাবেন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা আপনার ক্ষতির চেষ্টা করলেও বিফল হবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাত্রার যোগ। মিথুন : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচ বাড়তে পারে। পথে সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্কট : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। জমি কেনাবেচায় একটু সতর্ক থাকুন। সিংহ : কোনও নিকট আত্মীয়ের দ্বারা সুখবর পাবেন। আয়ের বিকল্প পথ খুলে যেতে পারে। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে কোনও কঠিন কাজের দায়িত্ব চাপতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আইনি জটিলতা কেটে যাবে। তুলা : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সাংসারিক সমস্যায় প্রিয় বন্ধুকে পাশে পেতে পারেন। বৃশ্চিক : অচেনা কোনও ব্যক্তির সাহায্য নেবেন না। কর্মপ্রার্থীদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ধনু : সংসারে আর্থিক অনটনে ঋণ করতে হতে পারে। কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তি বাড়বে। মকর : সৃষ্টিশীলমূলক কাজে প্রশংসিত হবেন। বাড়ির কোনও বয়স্কজনের শারীরিক সমস্যায় খরচ বাড়বে। কুম্ভ : পারিপার্শ্বিক চাপে আগে থেকে করা কোনও পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। বিজ্ঞান গবেষণায় সাফল্য পাবেন। মীন : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে চাপ বাড়বে। কোনও গুণীব্যক্তির সংস্পর্শে আনন্দ পাবেন।

### দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩২ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ আষাঢ়, ১৭ জুলাই, ২০২৫, ৩২ আহার, সংবৎ ৭ শ্রাবণ বদি, ২১ মহরম। সূঃ উঃ ৫।১৫, অঃ ৬।২২। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী সন্ধ্যা ৬।১০। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ৩।২৭। অতিগণ্ডযোগ দিবা ১০।১৬। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।১৬ গতে ববকরণ সন্ধ্যা ৬।১০ গতে বালবকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৩।২৭ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।১০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, সন্ধ্যা ৬।১০ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৩।৩ গতে ৬।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৩ গতে ১।৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। সন্ধ্যা ৬।১০ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগ পুজো আরম্ভ। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৫ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
**৯০৬৪৮৪৯০৯৬**
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিলিগুড়িতে নতুন রাজ্য সভাপতিকে ঘিরে বিজেপি কর্মীরা। ছবি : সূত্রধর

# কোন্দল বরদাস্ত নয়, বার্তা শমীকের

সানি সরকার

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** শুধু নবীন-প্রবীণের মেলবন্ধন নয়, দলকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে দলীয় গোষ্ঠীকোন্দলকে মহানন্দা-বালাসনে ছুড়ে ফেলার বার্তা দিলেন বিজেপির নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দলের মধ্যে বিরোধকে তিনি যে প্রশ্রয় দেবেন না এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেবেন, সে কথাও বুধবার বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। নানা কারণে বসে থাকা কর্মীদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরে রেখে মাঠে নামার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি 'সকলের জন্য কাজ' নির্দেশ দিয়েছেন শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকে। তাঁর আমল যে হবে 'ভিন্ন রকম', শমীক তা বুঝিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'পুরোনোদের লড়াইয়ের জন্য দল এই জায়গায়, তাঁদের পরামর্শে নবীনরা পৌঁছে দেবে প্রত্যাশিত ক্ষমতায়।'

কখনও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা, কখনও আবার পুরোনো কর্মী আশিস দে সরকার, দিলীপ বাড়ুইয়ের সঙ্গে কুশল বিনিময়, প্রবীণ নেতাদের বাড়ি পৌঁছে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়া- বুধবার বিকেলে কলকাতা ফিরে যাওয়ার আগে এভাবেই শিলিগুড়িতে ধরা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সুকান্ত মজুমদারের হাত থেকে এরাজ্যে দলের ব্যাটন হাতে নেওয়ার পরই আদি-নব্য লড়াইকে দূরে সরিয়ে রাখার বার্তা দিয়েছিলেন শমীক। তা যে মুখের কথা নয়, বোঝাতে এদিন সকালে জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে তিনি পৌঁছে যান সূর্যনগরে দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি প্রবীণ মাখনলাল সরকারের বাড়িতে। পরবর্তীতে পৌঁছান প্রবীণ নেত্রী ডাঃ গীতা চট্টোপাধ্যায়ের হাকিমপাড়ার বাড়িতে। দুজনের কাছ থেকেই তাঁদের শারীরিক অবস্থার কথা জানতে চান। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ক্রটিবিচ্যুতির খবরাখবরও তাঁকে নিতে দেখা যায়। সঙ্গে থাকা দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা, অনিন্দিতা দাস রায়দের নির্দেশ দেন, সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি, কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রবীণ নেতৃত্বের পরামর্শ নেওয়ার। এদিন তিনি উত্তর ভারতনগরের তুফানি সংঘের পাশাপাশি ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং আনন্দময়ী কালীবাড়িতেও যান।

গোষ্ঠী বিবাদ এবং নানা কারণে দলের কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা বা বসে যাওয়া কর্মীদের যাতে বুধবার দলীয় কার্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়, সেই নির্দেশ মঙ্গলবার রাতে কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছানোর আগে রাজ্য সভাপতি শমীক এখানকার নেতৃত্বকে দিয়েছিলেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। এদিন তাই দীর্ঘদিন পর মাল্লাগুড়ির শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবনে দেখা গিয়েছে নন্দন দাস, সঞ্জীব শিকদার, নকশালবাড়ির দিলীপ বাড়ুই, সাম্য মুখোপাধ্যায়, শ্যামল সরকারদের মতো পুরোনো কর্মীদের। এঁদের মধ্যে কয়েকজন লোকসভা নির্বাচনের আগে হর্ষবর্ধন শ্রিংলার হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। দলের স্বার্থে বিষয়টিকে বর্তমানে 'ক্লোজড চ্যাপ্টার' করে দিয়েছেন শমীক। বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর 'বিরোধী' আনন্দময়ের সঙ্গেও এদিন কথা বলতে দেখা গিয়েছে বঙ্গ বিজেপির সভাপতিকে। বিজেপির সঙ্গে কয়েক দশকের সম্পর্ক শমীকের। ফলে পুরোনো কর্মীদের তিনি নামে চেনেন। মনোরঞ্জন মণ্ডল, মনোরঞ্জন সাহাদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের সময় যা স্পষ্ট হয়ে যায়।

**আদি-নব্য দ্বন্দ্ব**

- আদি-নব্যর দ্বন্দ্ব নয়, প্রবীণদের পরামর্শ নেওয়ার নির্দেশ শমীকের
- গোসা দূরে রেখে বসে যাওয়া কর্মীদের ময়দানে নামার আহ্বান
- গোষ্ঠীকোন্দল বরদাস্ত নয়, স্পষ্ট বার্তা শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলাকে
- শমীকের উপস্থিতিতে দীর্ঘদিন পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবনে জোটবদ্ধ বিজেপি

## 'রিভার রেস্তোরাঁ'র মালিক গ্রেপ্তার

**ওদলাবাড়ি ও মালবাজার, ১৬ জুলাই :** দীর্ঘদিন প্রকাশ্যে রিভার রেস্তোরাঁ চললেও প্রশাসনের নজরে পড়েনি। উত্তরবঙ্গ সংবাদে বুধবার খবর প্রকাশিত হতেই ওদলাবাড়ির কাছে ঘিস নদীতে বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা ওই রেস্তোরাঁয় হানা দেয় পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় রেস্তোরাঁর মালিক আজম প্রধানকে।

তাঁকে মালবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক জানান, তদন্ত শুরু হয়েছে। কিন্তু এতদিন কী করে সকলের চোখের সামনে এমন অবৈধ কর্মকাণ্ড চলল, তার উত্তর মেলেনি। ওদলাবাড়ির কাছে ঘিস নদীতে ওই রেস্তোরাঁটি জাতীয় সড়ক থেকেই চোখে পড়ে। যেখানে জলের মধ্যে চেয়ার-টেবিল পেতে রেস্তোরাঁর খদ্দেরদের বসানোর ব্যবস্থা আছে।

ঘিসের মতো পাহাড়ি নদীতে সবসময়ই হড়পার আশঙ্কা থাকে। তাও বিপজ্জনকভাবে ব্যবসা চলছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদ খোঁজখবর শুরু করার পর মঙ্গলবার আচমকা বন্ধ ছিল রেস্তোরাঁটি।

## তৃণমূলের মিছিল

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** বাংলা বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে চটেরহাটে মিছিল করল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস (সমতল)। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যজুড়ে বুধবার শাসকদল মিছিল করেছে। সেখানে এদিন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ফাঁসিদেওয়া ব্লকের অন্তর্গত চটেরহাটে মিছিল করে। দলীয় কার্যালয় থেকে চটেরহাট বাজার পর্যন্ত মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শংকর মালাকার, জেলা মহিলা সভানেত্রী সুস্মিতা সেনগুপ্ত, জেলা যুব সভাপতি জয়ব্রত মুখুটি প্রমুখ। সঞ্জয় বলেন, 'বিভিন্ন বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের ওপর নির্যাতন চলছে। বাংলা ভাষায় কথা বললে হেনস্তার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমরা গর্জে উঠেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা বিদ্বেষী মনোভাব বন্ধ না হলে আগামীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আরও বড় আন্দোলন করব।'

## ২১শে'র মিছিল

**চোপড়া, ১৬ জুলাই :** তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বুধবার ২১শে জুলাই সমাবেশের প্রস্তুতি এবং ভিনরাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মিছিল ও পথসভা হয়। মিছিলে অংশ নেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। বিধায়কের দাবি, এবার ২১শে জুলাইয়ের ঐতিহাসিক সমাবেশ দেখে বিজেপি ভয় পাবে। তিনি বলেন, 'মোদি সরকার নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নিয়ে নতুন ফর্মুলা আনার চেষ্টা করছে। এসব আসলে এনআরসি করার ফন্দি। আমরা মানব না।' চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে একইদিনে ২১শে জুলাই সমাবেশের প্রচারে হাটমিছিল এবং পথসভা হয়।

# হড়পায় নদীতে আটকে বাস

নীহাররঞ্জন ঘোষ

**মাদারিহাট, ১৬ জুলাই :** আরেকটা মাল নদীর মতো দুর্ঘটনা অল্পের জন্য ঘটল না। রক্ষা পেলেন ৪২ জন বাসযাত্রী। তাঁদের মধ্যে আবার ছিল ২০ জন পড়ুয়াও। হড়পা যে কী ভয়ংকর, তা অবশ্য বুধবার হাড়ে হাড়ে টের পেলেন টোটোপাড়া থেকে মাদারিহাটগামী সেই বেসরকারি বাসের যাত্রীরা।

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ টোটোপাড়া থেকে রওনা দেয় সেই বাস। হান্টাপাড়ার কাছে বাংড়ি নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ চলে আসে হড়পা। বাসটি মাঝনদীতে যাত্রীদের নিয়ে আটকে যায়। সাড়ে ১০টা নাগাদ এমন ঘটনায় বাসের ভেতর থাকা যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করে দেন। তবে শেষ পর্যন্ত যাত্রীরা নিরাপদেই বাস থেকে নেমে পাড়ে ওঠেন।

পাহাড়ি এই নদীতে গভীর জল না থাকলেও খরস্রোতা। ফলে যাত্রীরা বাস থেকে নামার সময় জামাকাপড় হাঁটু পর্যন্ত ভিজে যায় অনেকেরই। তবে, এই ডামাডোলে অনেকখানি সময় পেরিয়ে যায়। ফলে সেই বাসে যেসব পড়ুয়ারা ছিল, তারা আর শেষপর্যন্ত স্কুলে যেতে পারেনি। দুপুর দেড়টা নাগাদ উলটো দিক থেকে একটি গাড়ি এসে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বাসটি উদ্ধার করতেও ঘণ্টা চারেক লেগে যায়।

বাংড়ি নদীতে আটকে যাওয়া বেসরকারি বাস।

এদিন হড়পায় কেবল সেই বাসের যাত্রীরা যে বিপাকে পড়েছিলেন তা নয়। এই ঘটনায় নদীর পাড়ে আটকে যায় কেন্দ্র সরকারের একটি পরিদর্শক টিমও। কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখার কথা ছিল তাদের। গন্তব্য ছিল টোটোপাড়া। মাদারিহাটের বিডিও ও যুগ্ম বিডিও এই পরিদর্শক টিমের সঙ্গে ছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে যান মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার। পরে ক্রেন ও আর্থমুভার নিয়ে দুপুর দেড়টা নাগাদ বাসটি নদী থেকে তুলে যোগাযোগ স্বাভাবিক করা হয়।

সেই বাস প্রতিদিন মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়া দু'বার যাতায়াত করে। সেইমতো এদিনও বাসটি মাদারিহাটের দিকে আসছিল। বাসের চালক জামাল মিয়াঁর কথায়, 'দয়ামারা, হাউড়ি, তিতির মতো এতগুলি নদী পার হয়ে এসেছিলাম। বাংড়ি নদী পার হওয়ার সময় প্রথমে দেখি নদীতে সামান্য জল রয়েছে। ভাবলাম, এর থেকে বেশি জল দিয়ে বহুবার পারাপার করেছি। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই পার হচ্ছিলাম। কিন্তু মাঝনদীতে আসতেই হুড়মুড় করে জল আসতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যেই নদী জলে ভরে যায়।' বালির ভেতর ঢুকে যায় বাসের সবগুলি চাকা। বহু চেষ্টা করেও আর বাস নাড়াতে পারেননি জামাল।

এই বাসেই টোটোপাড়া ও বল্লালগুড়ি থেকে মাদারিহাট উচ্চবিদ্যালয়ে আসছিল প্রিয়া কুজুর, রিয়া কুজুর, রঞ্জনা কার্জি, কৃতন টোটোরা। বাস আটকে যাওয়ায় ভয় পেয়ে প্রথমে চিৎকার শুরু করে। পরে বড়দের সহায়তায় বাস থেকে নামে। নদীতে জল কম থাকায় পাড়ে উঠতে পারে ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে ইউনিফর্ম ভিজে গিয়েছে তাদের।

সেই বাসের যাত্রী মাগধা ওরাওঁ ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানালেন, প্রতি বছর বর্ষা এলেই এই নদীগুলি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। অথচ টোটোপাড়া থেকে বল্লালগুড়ি হয়ে মাদারিহাট যাতায়াতের এই একটি মাত্র রাস্তা। নদীগুলির পারবাঁধ দেওয়া হয়নি ঠিকমতো। হড়পা বা ভারী বৃষ্টি হলেই যোগাযোগ বন্ধ।

এই রুটে একটি সরকারি বাস চলার কথা। পড়ুয়ারা জানাল, বর্ষা শুরু হতে না হতেই সেই সরকারি বাসের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। শীতকাল শুরু হলে তখন আবার পরিষেবা চালু হয়। এখন বেসরকারি বাসটিই যাতায়াতের একমাত্র ভরসা।

**যা ঘটেছে**

- সকাল ১০টা নাগাদ টোটোপাড়া থেকে রওনা দেয় বাস
- হান্টাপাড়ার কাছে বাংড়ি নদী পার হওয়ার সময় চলে আসে হড়পা
- বাসটি মাঝনদীতে যাত্রীদের নিয়ে আটকে যায়
- সাড়ে ১০টা নাগাদ এমন ঘটনায় যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করে দেন
- শেষ পর্যন্ত যাত্রীরা নিরাপদেই বাস থেকে নেমে পাড়ে ওঠেন

# উন্নয়নের নামে লুট, কটাক্ষ সিপিএমের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে সেটিং করে কাজ করছে বিজেপি-তৃণমূল। তাই এলাকায় কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না। উন্নয়নের নামে শুধু টাকা লুট চলছে। বিভিন্ন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত নাগরিকরা, এমনই অভিযোগ তুলে বুধবার গ্রাম পঞ্চায়েতটির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করল সিপিএমের ডাবগ্রাম ২ নম্বর এরিয়া কমিটি।

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে নাগরিক পরিষেবা নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রেও আন্দোলনে নামল সিপিএম। দলীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায় রাস্তায়। বাড়িতে ঢুকে পড়ছে জল। নিকাশিনালা উপচে রাস্তা হচ্ছে জলমগ্ন। ভাঙাচোরা, খানাখন্দে ভরে রয়েছে বিভিন্ন এলাকার রাস্তা। আবর্জনা ফেলার জায়গা না থাকায় গোটা এলাকাই হয়ে উঠেছে কার্যত ডাম্পিং গ্রাউন্ড।

বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে সিপিএম নেতা দিলীপ বলেন, 'তৃণমূলকে হারিয়ে বিজেপি ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় এসেছিল, মানুষকে অনেক স্বপ্ন দেখিয়ে। তবে এখন তৃণমূলের সঙ্গেই সেটিং করে জমির কারবার, দুর্নীতি চালাচ্ছে ক্ষমতাসীনরা। আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ বন্ধ। জলের প্রকল্প হয়নি। ট্রেড লাইসেন্সে দুর্নীতি হচ্ছে। ভাতা বন্ধ রয়েছে। ঠিকাদারির কাজের ক্ষেত্রে চলছে স্বজনপোষণ।' কমল বলেন, 'এই প্রধান দীর্ঘদিন ধরেই সেটিংয়ের মধ্যে দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনা করছেন। তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা থাকার পরেও রাস্তা, নিকাশিনালার কোনও কাজ হচ্ছে না। ওঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে টেন্ডার করাচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে প্রধান এবং বিরোধী দলনেতা সেটিংতত্ত্বে চলছেন।'

যদিও ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার রাস্তা ভাঙার ক্ষেত্রে তৃণমূলপন্থী ঠিকাদারদেরই দায়ী করেছেন। বলেন, 'আমরা প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে ওপেন টেন্ডার করছি। তৃণমূলের ঠিকাদারদের তৈরি রাস্তা ভাঙছে। এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই। নানা দপ্তরে জানিয়েছি বিষয়টি। ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়নি। তবুও এখন বাড়ি বাড়ি থেকে প্লাস্টিক ওঠানোর ব্যবস্থা করেছি। সিপিএম যা বলছে, তার সমস্তটাই ভুল। এখানে যথেষ্ট কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে।' বিরোধী দলনেতা মজেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য, 'রাম মানেই বাম, আর বাম মানেই রাম। ওঁদের কোনও কাজ নেই, তাই এসব বলে বেড়াচ্ছেন।'

> তৃণমূলকে হারিয়ে বিজেপি ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় এসেছিল, মানুষকে অনেক স্বপ্ন দেখিয়ে। তবে এখন তৃণমূলের সঙ্গেই সেটিং করে জমির কারবার, দুর্নীতি চালাচ্ছে ক্ষমতাসীনরা।
>
> **দিলীপ সিং,** *সিপিএম নেতা*

*যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল...*

*বুধবার শিলিগুড়ির পানিট্যাংকি মোড়ে। ছবি : সুশান্ত পাল*

## বিজ্ঞান মাস

**চোপড়া, ১৬ জুলাই :** পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উদ্যোগে বুধবার চোপড়ার একাধিক স্কুলে বৃক্ষরোপণ হয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। মঞ্চের জেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি যোগেশ বর্মন বলেন, '২০ অগাস্ট পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ বিজ্ঞানমনস্কতার মাস পালন করবে।'

## ক্রেতা সুরক্ষা

**চোপড়া, ১৬ জুলাই :** বুধবার চোপড়ার কমলাপাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবিরে ক্রেতাদের অধিকার, পণ্য যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান ও নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর এবং নবদিশা এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শিবিরটি হয়।

# প্রাণের স্পন্দন বাউনিভিটা প্রাথমিক স্কুলে

খোকন সাহা

**বাগডোগরা, ১৬ জুলাই :** যদি জন্মেছ তো, একটা দাগ রেখে যাও..., বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজি তাঁর কতটা প্রাণের জানা নেই। তবে অবসরের আগে কর্মজীবনের শেষ ঠিকানায় চিহ্ন রেখে দিতে চাইছেন বাউনিভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কাকলি চক্রবর্তী।

এবছরের শেষে কর্মজীবনের থেকে ছুটি নেবেন কাকলি। অবসরের আগে স্কুলের জন্য কিছু করে রেখে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই ভাবনা থেকেই গ্রামের অতি সাধারণ পরিবারের পড়ুয়াদের স্কুলটিকে সাজিয়ে তুলছেন। ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংস্কারের কাজ করেছেন। পরিকল্পনায় রয়েছে আরও অনেক কিছু। যা বদলে দিচ্ছে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বাউনিভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবিটা। বুধবার এখানে পৌঁছে সেই ছবি নজরে পড়ল। বৃষ্টির সময়েও ছাদ থেকে আর আগের মতো জল চুইয়ে পড়ছে না। দেওয়ালগুলি নেই আর স্যাঁতসেঁতে। মিড-ডে মিলের ঘরটিরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। কীভাবে এমন পরিবর্তন, প্রশ্ন করতেই কাকলি দিদিমণিকে দেখিয়ে দিলেন গ্রামের এক প্রৌঢ়।

প্রধান শিক্ষিকা কাকলিদেবীকে সংস্কার নিয়ে প্রশ্ন করতেই বললেন, 'মেদিনীপুরের একটি স্কুলে টানা ২৬ বছর শিক্ষকতা করার পর এখানে চার বছর আগে আসি। প্রথমদিনই স্কুলটির পরিস্থিতি দেখে ঠিক করে নিই ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। বিদ্যালয়ের পরিবেশকেও পঠনপাঠনের উপযোগী করে তোলার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু এখানে পড়ুয়ার সংখ্যা কম থাকায় সরকারি বরাদ্দ তেমন নয়। তাই নিজের উদ্যোগে কাজ শুরু করি। সন্তানের মতো পড়ুয়াদের জন্য কিছু করে যেতে পারার থেকে মানসিক শান্তি আর কিছু হতে পারে না।'

স্কুলের সামনে প্রধান শিক্ষিকা।

শুধু স্কুল ভবন নয়, সামনে ফুলের বাগান তৈরি, বাগানের চারিদিকে রেলিং দেওয়া হয়েছে। শৌচাগার সংস্কার করে জলের পাম্পসেট বসানো হয়েছে। স্কুল ভবন রং করে মনীষীদের ছবি লাগানোর পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁর। বলছেন, 'আগামী মাসে স্বাধীনতা দিবসে ছাত্রীদের সাদা স্কার্ট এবং ছাত্রদের সাদা প্যান্ট দেওয়া হবে। অবসরের দিন ছাত্রছাত্রীদের ফুল সোয়েটার দেওয়ার ইচ্ছে আছে।' কিছু কাজের তদারকি করছিলেন পার্শ্বশিক্ষিকা সুরবালা বর্মন। তিনি বললেন, 'নিজের বেতনের টাকায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য করছেন। আমাদের খুব ভালো লাগছে। এই ভালো কাজ থেকে যাবে চিরদিন।' কাকলির কাজে মুগ্ধ নকশালবাড়ি সার্কেলের এসআই চিরঞ্জিত ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'শিক্ষার মান উন্নয়নে তিনি সদর্থক ভূমিকা পালন করছেন। প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় নিয়েও শিক্ষা দেন পড়ুয়াদের। বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা যখন বাড়ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সরকারি স্কুলের জন্য তিনি যা করছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে। পড়ুয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করা, এই অবদান চিরদিন মনে থাকবে।'

প্রধান শিক্ষিকার অবসরের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই মন খারাপ হচ্ছে স্কুলটির। কাকলিকে ছাড়তে নারাজ পড়ুয়া থেকে সহ শিক্ষকরা।

**স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট**

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/১০/২০২৫-২৬ তারিখঃ ১১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে:

**ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২০১/ওটি/৯৩/২০২৫-২৬**
**বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-০৭-২০২৫**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** পরিশিষ্ট অনুসারে সংলগ্ন ফিটিংস সহিত ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেল খণ্ডের স্টক রেইল এবং জেডইউ-১-৬০ রেইল খণ্ডের যুক্তকৃত থিক ওয়েব গ্রেড-৮৮০ শ্রেণীর এ টাং রেল থাকা আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৮৮২২ (এএলটি: ০৩) অনুসারে থিক ওয়েব সুইচ এক্সপানসন জয়েন্টের (টিডব্লিউএসইজে) প্রস্তুতকরণ এবং যোগান। টোকাঃ টাং রেলের জন্যে জেডইউ-১-৬০ র এক প্রতিসম রেইল, ভেণ্ডরের দ্বারা টেন্ডার প্র-পত্রে ঠিকার নির্ধারিত বিশেষ শর্তাবলি অনুসারে নিজের ব্যয় দ্বারা যোগান দিতে হবে। ভেণ্ডরের দ্বারা দাখিল করা মানানসই ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির বিপরীতে রেইলের নির্মাণের জন্যে রেলওয়ে দ্বারা বিনামূল্যে রেইল যোগান ধরা হবে। এই পিও, রেলওয়ে বোর্ডের পত্র সংখ্যা. ২০২১/ট্র্যাক-১/৪/স্পেসিফিকেশন/টি-৬০ তারিখঃ ২৭-০৪-২০২২ অনুসারে জারি করা হয়েছে। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: হ্যাঁ, পর্যায়সমূহঃ ১] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৮২, থিক ওয়েব সুইচেস, থিক ওয়েব এসইজে এবং এণ্ড ফোরজিং, সাব আইটেমঃ থিক ওয়েব এসইজে, আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬০৯ সেট। পি.এল. সংখ্যা. ৬০০৬০২৪৪।

**ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২০০/ওটি/৯৪/২০২৫-২৬**
**বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-০৭-২০২৫**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জেড ইউ-১-৬০ থিক ওয়েব গ্রেড ৮৮০ শ্রেণী-এ টাং রেইল এবং ইউআইসি ৬০ কেজি প্রতি মিটার গ্রেড- ৮৮০ সহিত আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৬১৫৫ (অনন্তিম পরিবর্তন সহিত) অনুসারে ১০১২৫ মিলিমিটার কার্ভড সুইচ এর প্রস্তুতকরণ এবং যোগান, ইলাস্টিক ফাস্টেনার এবং স্প্রিং চালিত সেটিং ডিভাইস (অনন্তিম পরিবর্তন সহিত আরডিএসও-টি-৬২১৬) সহ এ অথবা বি শ্রেণীর স্টক রেইল। ১২ তে ১ এর জন্যে সমগ্র ফিটিংস সহিত সম্পূর্ণ, পিএসসি স্লীপারের উপরে অর্থাৎ সাব এসেমব্লী নং.-টি-৬১৫৫ অনুসারে সুইচ পোর্শানের জন্যে সমগ্র ফিটিংস এর ফ্যান শেপড লে আউটের জন্যে বিজি ৬০ কেজি টার্ণ আউট (অনন্তিম পরিবর্তন সহিত), আরডিএসও স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রয়িং নং.-টি-৬১৫৪ অনুসারে (অনন্তিম পরিবর্তন সহিত) হবে, স্ট্যাণ্ডার্ড ফিশ প্লেটস, ফিশ বোল্টস এবং নাটস, ইলাস্টিক রেইল ক্লিপস এবং ইনসুলেটিং লাইনার্স ছাড়া (নব ঠিকার এএলটি সংযোজনে সূচীবদ্ধ করা আরডিএসও ড্রয়িং অনুসারে ফিটিংসের আনুমানিক তালিকা)। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী পরিবর্তনে আরডিএসও দ্বারা জারি করা ফিটিংসের সূচীতে যেকোনো সংযোজন/নবীকরণের জন্যে ফার্ম কে যোগান দিতে হবে, ইহার জন্যে কোনোধরণের অতিরিক্ত পরিশোধ করা হবে না। স্পেসিফিকেশন নং. টি-১০/২০২৫, সংশোধনী নং. ডিসেম্বর ২০১৬ এর ১ অথবা যদি আছে টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত অনন্তিম পরিবর্তন সহিত) [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: হ্যাঁ, পর্যায়সমূহঃ ১] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৮২, থিক ওয়েব সুইচেস, থিক ওয়েব এসইজে এবং এণ্ড ফোরজিং, সাব আইটেমঃ থিক ওয়েব সুইচেস। আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান)। ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৩৩ সেট, পিএল. সংখ্যা. ৬০০৬০২৬৮।

**ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২৫৯/ওটি/৯৫/২০২৫-২৬**
**বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৫**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** অনন্তিম পরিবর্তন সহিত আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরটি-৮৭৪৮ (এএলটি-১) অনুরূপে ৬০ কেজি মেটাল লাইনারের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান। অনন্তিম পরিবর্তন সহিত স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএস-টি-৫৬-২০২০। অনন্তিম পরিবর্তন সহিত স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএস-টি-৫৬-২০২০। অনন্তিম পরিবর্তন এই শব্দটি যেখানেই ব্যবহৃত হবে টেন্ডার খোলার সঠিক তারিখ পর্যন্ত হওয়া পরিবর্তনের অর্থ বহন করবে। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩০০০০০০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০০১০২৪১।

**ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ৬০/২৫/৫১৩৭/ওটি/৯৬/২০২৫-২৬**
**বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৮-২০২৫**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** (১) ওয়ারান্টির সময়সীমার প্রথম এবং দ্বিতীয় বৎসরের সময়ে মেশিন সম্পূর্ণ কার্যক্ষম করে তোলা এবং প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় যেকোনো অন্যান্য সরঞ্জাম, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সহিত সিএনসি ভার্টিক্যাল টার্ণিং লাথের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/ডব্লিউটিএইচ/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬৫৯০১৮৮১০০৩০। (২) দফা ১৭ অনুসারে ওয়ারান্টির পরে ছয় বৎসরের জন্যে বিস্তৃত এএমসির ব্যয়, [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে মাস], এএমসির সময়সীমাঃ ৬ বৎসর, রেহাই দরঃ ২ বৎসরের পরে ১০% প্রারম্ভ [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০], আইটেম টাইপ-এএমসি, পিএল. সংখ্যা. ৬৫৯০১৮৮১। (৩) অনুচ্ছেদ IV র দফা ৪.৩ তে নির্ধারিত করা অনুসারে ব্যক্তিগত আইটেমের বিভাজন সহিত বৈকল্পিক সরঞ্জাম [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (বৈকল্পিক স্পেয়ার্স), পরিমাণঃ এসএসই/ডব্লিউটিএইচ/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ০১ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬৫৯০১৮৮২।

**ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/০৫৯৫/ওটি/৯৭/২০২৫-২৬**
**বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৮-২০২৫**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কোচিং স্টকের জন্যে কম্পোজিট ব্রেক ব্লক "কে" টাইপ (নন এসবেস্টস আধারিত)। ড্রয়িং নং. এসকে-৯৮০৬৬, এএলটি-৬ অথবা অনন্তিম। মেটারিয়াল স্পেসিফিকেশনঃ সি-৯৮০৯ (আরইভি-৪) অথবা অনন্তিম [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ১৮ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেমঃ ২৩০০২১১, কোচিং স্টকের জন্যে "কে" টাইপ কম্পোজিট ব্রেক ব্লকস, সাব আইটেমঃ ভারতীয় রেলওয়ের বোগি মাউন্টেড ব্রেক সিস্টেম সহিত কোচসমূহের জন্যে নন-এসবেস্টস আধারিত "কে" টাইপ হাই ফ্রিকশন কম্পোজিট ব্রেক ব্লকস। আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭৬৮৭ টি। (২) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৩৭৩ টি। (৩) পরিমাণঃ কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ১৪৭৮০ টি। (৪) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২৯৫৫ টি (৫) ডেমু, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২৩৯৩৮ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩০৩১৬১২১।

**ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/০৫৬৫/ওটি/৯৮/২০২৫-২৬**
**বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৮-২০২৫**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ইউআইসি টাইপ রাবার ভেস্টিবুল, ড্রয়িং-আরডিএসও ড্রয়িং নং.-এসকে-৯১০৫৬, আইটেম ২ থেকে ১৪ এবং ২৫, এএলটি-৩ অথবা অনন্তিম এবং এসকে-৯১০৫৭, আইটেম-৮ এএলটি-২ অথবা অনন্তিম, এমএটি স্পেসিফিকেশন-আরডিএসও স্পেসিফিকেশন-আরডিএসও/২০০৭/সিজি-০৫ আরইভি-০১ সহিত অথবা অনন্তিম সহিত। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৬০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেমঃ ২৪০০০২৩, প্যাসেঞ্জার কোচের মধ্যে আন্তঃ সংযোগের জন্যে ইউআইসি টাইপ ইলাস্টোমার ফ্ল্যাঞ্জ কনেকশন। সাব আইটেমঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন সিজি-০৫ আরইভি০১ অনুসারে প্যাসেঞ্জার কোচের মধ্যে আন্তঃসংযোগের জন্যে ইউআইসি টাইপ ইলাস্টোমার ফ্ল্যাঞ্জ কনেকশন। আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৮৯ সেট। (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৮৩ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৩০২৫৪১১৫।

**ক্রমিক সংখ্যা. ৭ টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/৫০২৯সি/ওটি/৯৯/২০২৫-২৬**
**বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৮-২০২৫**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** পরিশিষ্ট অনুসারে ৪৫০ টি এলএইচবি কোচের জন্যে এয়ার ব্রেক নবীকরণ আইটেমের যোগান এবং ফিটম্যান্ট। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/সি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৪২৯০৮৬১৪০০৪৩।

**ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেন্ডার সংখ্যা. ৪০/২৫/৫২৮১/ওটি/১০০/২০২৫-২৬**
**বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৯-০৭-২০২৫**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এক সাধারণ এমএস চ্যানেল বেচ ফ্রেমের উপরে ছড়া ৭৫০ কেভিএ/৬০০ কেডব্লিউ এলিয়েনেটর সহিত এডিএমের সঙ্গে সিপিসিবি-iv+ অথবা অনন্তিম সহিত সমস্ত সহযোগী সিস্টেম এবং সরঞ্জামের সাথে এবং সম্পূর্ণভাবে যথোচিতভাবে সংযুক্ত করে এবং ইঞ্জিনের গতিবেগ ১৫০০ আরপিএম থাকা ৭৫০ কেভিএ ৩ ফেজ সাইলেন্ট ডিজি সেট, মাইক্রোপ্রসেসর আধারিত কন্ট্রোলারের সঙ্গে ইঞ্জিন কন্ট্রোল প্যানেল, ফ্লু ট্যাঙ্ক, এক্সটার্নেল চার্জারের সাথে ব্যাটারি টার্মিন্যাল ক্যাবল, ডিজি সেট এবং কন্ট্রোল প্যানেলের মধ্যে কন্ট্রোল ক্যাবল, একোষ্টিক এনক্লোজার সিপিডব্লিউডিসিবির অনন্তিম মানদণ্ড অনুসারে ক্ল্যাডিং সহিত সাইলেন্সার বেল্লোস আদির যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং। লিউব অইলের প্রথম পূর্তি, সিপিডব্লিউডির অনন্তিম স্পেসিফিকেশন অনুসারে অবস্থানে ইআইসির নির্দেশ অনুসারে কুল্যান্ট এবং আবশ্যকীয় সঠিক আর্থিং সহিত ডিজি সেট এবং ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেলের মধ্যে কন্ট্রোল এবং পাওয়ার ক্যাবলের যোগান, স্থাপন এবং টার্মিনেশন। মেকঃ কমিশনিংয়ের তারিখ থেকে ২৪ (চৌব্বিশ) মাসের ওয়ারান্টি সময়সীমা সহিত বিক্রি ট্র্যাক রেকর্ড এসআইটিসি ব্যয়ের পরে সামগ্রী সহিত কিউমিন্স/কির্লোস্কার/পারকিন্স/জ্যাকসনস অথবা একই ধরণের প্রসিদ্ধ ব্র্যাণ্ড। আইটেম নং. ২ অনুসারে ওয়ারান্টি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে ১০ বৎসরের সিএএমসি অনুসরণ করা হবে। পরিদর্শনঃ আরআইটিইএস। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পাওয়ার/মালিগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২ টি। পিএল. সংখ্যা. ৪৭০২০৪১৯০০১৪।

**নোটঃ** টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

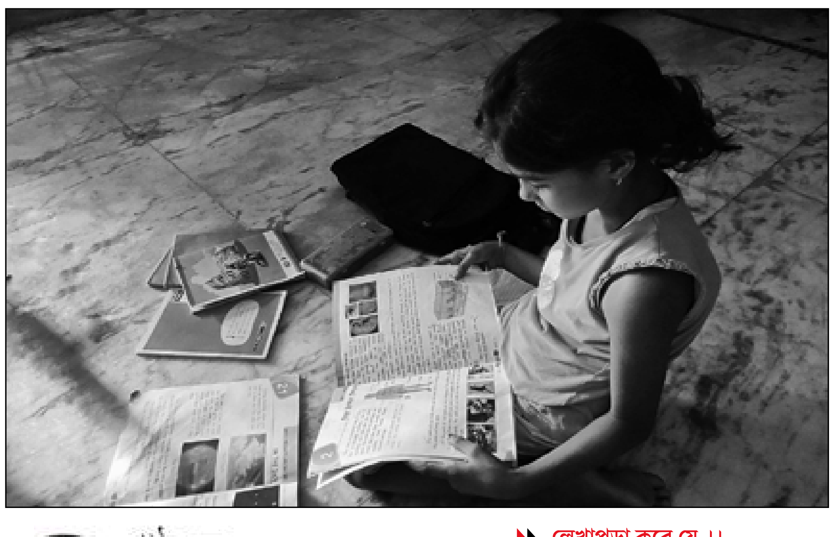

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

লেখাপড়া করে যে ।।
*ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।*

## দার্জিলিংয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি বাড়ি, বন্ধ রাস্তা, যান চলাচলে বিঘ্ন

# টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস

**রণজিৎ ঘোষ**

**দার্জিলিং, ১৬ জুলাই :** বৃষ্টি শুরু হতেই পাহাড়ে বিপর্যয় শুরু। একদিকে বসতি এলাকায় ধস নেমে বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত, অন্যদিকে ধসের জেরে কালিম্পং এবং সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাহত যান চলাচল। বুধবার সকালে প্রথমে মেল্লিতে এবং দুপুরে শ্বেতিঝোরায় রাস্তায় ধস নামে। এর জেরে ঘণ্টাখানেক যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকে।

টানা বৃষ্টিতে দার্জিলিং শহর সহ বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দার্জিলিং পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে ধস নেমে ১০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনও হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও পরিবারগুলির সমস্ত জিনিসপত্র এমনকি খাদ্যসামগ্রীও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাচ্ছেন। এখানেই গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ)

*ধসে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। দার্জিলিংয়ে। বুধবার।*

কয়েকটি কর্মী বাংলো ছিল। সেগুলিরও সামান্য ক্ষতি হয়েছে। দার্জিলিং মহকুমা প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রিপল সহ অন্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা বলেছেন, 'দু'দিন টানা বৃষ্টি হয়েছে। এর জেরে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু রাস্তায় ধস নেমেছিল। বৃষ্টি কমতেই সেগুলি ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে যানবাহন ও মানুষের যাতায়াতের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, বুধবার ভোরে রংলি রংলিয়ট ব্লকের তাগদায় পুরোনো ডাকঘর এলাকায় বিশাল পাইন গাছ উপড়ে একটি বাড়ির উপর পড়ে। এতে রুদ্র ছেত্রী নামে এক ব্যক্তির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে, রুদ্র এবং তাঁর পরিবার সুরক্ষিত রয়েছেন। ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, ওই পরিবারের সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁদের শুকনো খাবারের পাশাপাশি সমস্ত রকম সরকারি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বন দপ্তরের তরফেও যাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় সেই চেষ্টা চলছে।

এদিন সকাল ৯টা নাগাদ মেল্লিতে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে বড় বড় বোল্ডার পড়ে রাস্তার একাংশ বন্ধ হয়ে যায়। দ্রুত সেগুলি সরিয়ে রাস্তা দিয়ে স্বাভাবিক যান চলাচলের ব্যবস্থা করে প্রশাসন। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ রম্ভি সংলগ্ন শ্বেতিঝোরায় ধস নেমে পুরো জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের কর্মীরা আর্থমুভার নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে রাস্তা থেকে মাটি এবং পাথর সরানোর কাজে হাত দেন। এক ঘণ্টার চেষ্টায় পুরো রাস্তা পরিষ্কার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।

### দুর্যোগ

- মঙ্গলবার দার্জিলিং পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে ধস নেমে ১০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে
- কোনও হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও পরিবারগুলির সমস্ত জিনিসপত্র এমনকি খাদ্যসামগ্রীও নষ্ট
- এদিন সকাল ৯টা নাগাদ মেল্লিতে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে বড় বড় বোল্ডার পড়ে রাস্তার একাংশ বন্ধ হয়
- দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ রম্ভি সংলগ্ন শ্বেতিঝোরায় ধস নেমে পুরো জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে যায়

## পাচারের পরিকল্পনা নাকি কমিশনের লোভ

# চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** চাকরি দেওয়ার নাম করে ফের প্রতারণার অভিযোগ। শিলিগুড়িতে চাকরির টোপ দেখিয়ে নাগাল্যান্ডের দুই তরুণকে বারোঘরিয়ায় নিয়ে আসে চারজন। তারপর তাঁদের মাসতিনেক আটকে রাখা হয় সেখানকার একটি ঘরে। বুধবার সন্ধ্যায় কোনওরকমে পালিয়ে থানার দ্বারস্থ হলে চার প্রতারককে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতরা নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতারিত দুই তরুণের পরিবার আর্থিক দিক দিয়ে অনেকটাই দুর্বল। কাজের খোঁজের সূত্র ধরে অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় দুজনের। অভিযোগ, নাগাল্যান্ড থেকে দুই তরুণকে চাকরি দেওয়ার নাম করে মাটিগাড়া থানা এলাকার বারোঘরিয়ায় নিয়ে আসা হয়। তারপর তাঁদের এলাকারই একটি মাঠের মধ্যে থাকা ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়।

মাসতিনেক ধরে সেখানেই থাকছিলেন দুই তরুণ। দুই তরুণের অভিযোগ, যখনই চাকরির কথা বলা হত, তখনই ওই চার অভিযুক্ত অপেক্ষা করতে বলত। ধীরে ধীরে দুই তরুণ বুঝতে পারেন, তাঁরা কোনও প্রতারণাচক্রের ফাঁদে পা দিয়েছেন। এরপরই এদিন কোনওভাবে ঘর থেকে বেরোনোর সুযোগ পান দুজনে। থানার খোঁজ করতে করতে মাটিগাড়া থানায় এসে পৌঁছান। এরপর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাটিগাড়া থানা এলাকায় একটি অফিসেরও নাম পেয়েছে পুলিশ।

ওই অফিসের মালিকের খোঁজখবর পুলিশের তরফে ইতিমধ্যেই শুরু করে দেওয়া হয়েছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে।

গোটা ঘটনায় পুলিশের মধ্যে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ প্রতারিত দুই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে, জনপ্রতি ২০ হাজার টাকা দিয়ে তাঁরা ওই অভিযুক্ত চারজনের হাত ধরে বারোঘরিয়া এসেছিলেন। পুলিশকে ওই দুই তরুণ এও জানিয়েছেন, দুইবেলা তাঁদের ঠিকঠাক খেতে দেওয়া হত। সেক্ষেত্রে যত টাকা নেওয়া হয়েছিল, তিন মাস আটকে রেখে দু'বেলা ভরপেট খাওয়াতে গিয়ে অর্ধেকেরও বেশি টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার কথা। তাহলে কি দুই তরুণকে অন্য কোথাও পাচার বা অন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল অভিযুক্তদের? নাকি গোটাটাই একটা চেন সিস্টেম? অর্থাৎ চাকরির কথা বলে যে যতজনকে নিয়ে আসতে পারবেন, সেই হিসেবে কমিশন আয় করতে পারবেন। গোটা বিষয়টা নিয়েই তদন্ত করছে পুলিশ।

### যা অভিযোগ

শিলিগুড়িতে চাকরি দেওয়ার নাম করে নাগাল্যান্ডের দুই তরুণকে নিয়ে আসা হয় বারোঘরিয়ায়

সেখানে তিন মাস ধরে তাঁদের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল

বুধবার কোনওরকমে পালিয়ে থানায় গেলে পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করে

আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে আগামী মাসে। সেই ঘটনার পর তোলপাড় পড়েছিল রাজ্যে। কিন্তু আজও ধর্ষণের মতো অপরাধে লাগাম টানা যায়নি। এরই মধ্যে কামাখ্যাগুড়িতে এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে, ধর্ষণের দায়ে এক টোটোচালককে কারাদণ্ড দিল আদালত।

# ৭ হাজারের জন্য যৌন হেনস্তা

**পিকাই দেবনাথ**

**কামাখ্যাগুড়ি, ১৬ জুলাই :** প্রতিবেশী এক নাবালিকার বিরুদ্ধে টাকা চুরির অভিযোগ তুলে তাকে মারধর ও যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল কামাখ্যাগুড়িতে। এই ঘটনায় স্থানীয় ফাঁড়িতে দু'পক্ষই অভিযোগ করেছে। প্রথমে সেই টাকা চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরে নাবালিকার পরিবার অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ তদন্ত করছে।

কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মঙ্গলবার রাতে সেই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দা দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে সেই নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়ির দরজা বন্ধ করে বেধড়ক পেটানো ও যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ওই দুই ভাইয়ের দাবি, তাঁদের বাড়ি থেকে ১২ দিন আগে ৭ হাজার টাকা খোয়া যায়।

এরপর তাঁদের পরিবার ওই নাবালিকাকে চুরির দায়ে সন্দেহ করে। সেই পরিবার আবার কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তারা লোক ডেকে ঝাড়ফুঁক করে নাকি বুঝতে পারে ওই নাবালিকাই টাকা চুরি করেছে। যদিও সেই নাবালিকা প্রথম থেকেই অস্বীকার করে আসছিল। অভিযোগ, তারপরও ওই দুই তরুণ মিলে নাবালিকাকে ক্রমাগত চোর বলে অপবাদ দিয়েছেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ অভিযুক্ত তরুণরা ওই নাবালিকাকে তার বাড়ি থেকে জোরজবরদস্তি তুলে নিয়ে যান। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দুই ভাই প্রথমে প্রধান দরজা বন্ধ করে দেন। তারপর নাবালিকাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে গাছের ডাল দিয়ে বেধড়ক পেটান। পাশাপাশি যৌন হেনস্তাও করেন বলে নাবালিকার বাড়ির লোকের দাবি। ওসি প্রদীপ মণ্ডল বলেন, 'বুধবার সকালেই ওই ঘটনায় একটি চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। বিকেলে নাবালিকাকে মারধর ও যৌন হেনস্তার কথা জানিয়ে আরও একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

# ধর্ষণের দায়ে ২৫ বছর কারাদণ্ড

**সৌরভ দেব**

**জলপাইগুড়ি, ১৬ জুলাই :** নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে এক টোটোচালককে ২৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বুধবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর ওই সাজা শুনিয়েছেন। ঘটনার পাঁচ মাসের মাথায় আদালত ওই সাজা ঘোষণা করল। চলতি বছরের জানুয়ারিতে জলপাইগুড়ি মহিলা থানা এলাকার একটি ঘটনা। সেই সময় নাবালিকার বয়স ছিল ১৩ বছর।

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ছাত্রীর স্কুল ব্যাগ থেকে প্রেগন্যান্সি কিট উদ্ধারকে কেন্দ্র করে। ছাত্রীর মা একদিন দেখতে পান মেয়ের ব্যাগে একটি প্রেগন্যান্সি কিট। কোথা থেকে এল ওই কিট? সেটা দিয়ে মেয়ে কী করবে? মায়ের এই সমস্ত প্রশ্নের মুখে পড়ে মেয়ে স্বীকার করে নেয় প্রতিবেশী টোটোচালক তাকে ধর্ষণ করেছে। মেয়েটি তার মাকে আরও জানায়, অভিযুক্ত টোটোচালক তারই এক বান্ধবীর হাত দিয়ে ওই প্রেগন্যান্সি কিট পাঠিয়েছিল। কীভাবে ঘটল এই ঘটনা? পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নাবালিকা ও অভিযুক্ত টোটোচালক একে অপরের প্রতিবেশী। যে কারণে ওই টোটোতে মাঝেমধ্যেই স্কুলে যেত নাবালিকা। জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখ স্কুলে যাওয়ার পথে ওই টোটোচালক তাকে স্কুল না নিয়ে শহরের তিস্তা উদ্যানের রাস্তায় নিয়ে যায়। মেয়েটিকে সেখানে ওই টোটোচালক একটি চকোলেট খেতে দেয়। সেই চকোলেট খাওয়ার পরে মেয়েটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তারপর তাঁকে তিস্তার স্পার এলাকার একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। সন্দেহ এড়াতে বিকেলে আবার ঠিক স্কুল ছুটির সময় নাবালিকাকে নিজের টোটোতে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল ওই টোটোচালক। ধর্ষণের ঘটনা যাতে কোনও অবস্থাতেই জানাজানি না হয় তার জন্য নাবালিকা এবং তার মাকে প্রাণে মেরে ফেলার পর্যন্ত হুমকি দিয়েছিল ওই টোটোচালক। ওই ধর্ষণের ঘটনার প্রায় ২০ দিনের মাথায় মেয়ের ব্যাগ থেকে প্রেগন্যান্সি কিট উদ্ধারের পর বিষয়টি নজরে আসে মায়ের। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখ মহিলা থানায় টোটোচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই ওইদিন রাতেই মহিলা থানার পুলিশ অভিযুক্ত টোটোচালককে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে পকসো ধারায় মামলা দায়ের করে পুলিশ। অভিযোগ দায়ের হওয়ার ছয়দিনের মাথাতেই পুলিশ ঘটনার তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে চার্জশিট পেশ করে। এর পরেই শুরু হয়ে আদালতের শুনানি পর্ব।

মামলার সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, 'নাবালিকার মা এবং চিকিৎসক সহ ১০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। পুলিশের তরফে চার্জশিট পেশ করার পাঁচ মাসের মাথায় বিচারক অভিযুক্তকে ২৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।' জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'তদন্তকারী অফিসার অভিযোগ দায়ের হওয়ার মাত্র ছয়দিনের মাথায় তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চার্জশিট পেশ করেছেন। তদন্তকারী অফিসার যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে তদন্ত করেছেন। পুলিশের তরফে তাঁকে সংবর্ধিত করা হবে।' আদালতের পর্যবেক্ষণে অভিযুক্ত টোটোচালক এবং নাবালিকা একে অপরের প্রতিবেশী হওয়ায় তার ওপর মেয়েটির পরিবারের যথেষ্টই বিশ্বাস ছিল। আর সেই বিশ্বাসের জায়গার সুযোগ নিয়ে অপরাধ করেছে টোটোচালক। শুধু তাই নয়, অপরাধ ধামাচাপা দিতে টোটোচালক তাকে হুমকি দিয়ে আসছিল। যার ফলে নাবালিকা মানসিক অবসাদের মধ্যে চলে গিয়েছিল।

*আদালতে তোলা হচ্ছে অভিযুক্তকে।*

### ছয়দিনে চার্জশিট

- ছাত্রীর স্কুল ব্যাগ থেকে প্রেগন্যান্সি কিট উদ্ধার হয়েছিল
- মেয়েটি স্বীকার করে নেয় প্রতিবেশী টোটোচালক তাকে ধর্ষণ করেছে
- তদন্তকারী অফিসার মাত্র ছয়দিনের মাথায় তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চার্জশিট পেশ করেছেন
- মামলায় নাবালিকার মা এবং চিকিৎসক সহ ১০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে

# পরকীয়ায় আসক্ত বাবা, কুপিয়ে খুন ছেলের

**সাগর বাগচী**

**ফাঁসিদেওয়া, ১৬ জুলাই :** অন্য মহিলার সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন বাবা। যা মেনে নিতে পারেননি ছেলে। এনিয়ে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত। এই ক্ষোভে বাবাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া লিচুবাগান এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। মৃতের নাম ভুজেল মুর্মু (৫৪)। এদিন দুপুরে বাড়ির উঠোন থেকে ভুজেলের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর ছেলে প্রতাপ মুর্মু (২৭)-কে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়ার থানা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুজেল গয়াগঙ্গা চা বাগানে কর্মরত ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। তিন ছেলেমেয়েরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন, ভুজেল পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছেন। বাবার অবৈধ সম্পর্ককে মেনে নিতে পারেননি ভুজেলের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। এই নিয়ে বাড়িতে ঝামেলা হত। ঝামেলা মেটাতে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উপস্থিতিতে সালিশি সভা বসেছিল। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি।

পরিবার সূত্রের খবর, পরকীয়া নিয়ে আপত্তি তুলে এদিন ভুজেলের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন প্রতাপ। বচসা চলাকালীন প্রতাপ ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর বাবার গলা এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কোপাতে থাকেন। প্রচুর রক্তক্ষরণের জেরে বাড়ির উঠোনেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে। ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ বলেন, 'যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছিল, সেটি আমরা উদ্ধারের চেষ্টা করছি। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনায় আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না সেটিও দেখা হচ্ছে।'

# বৃক্ষরোপণ

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের অঙ্গ হিসেবে স্কুল প্রাঙ্গণ, আশিঘর, ঘোগোমালি, তেলিপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করল ঘোগোমালি উচ্চবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বুধবার বন দপ্তরের সহযোগিতায় মোট ৫০টি গাছ লাগানো হল এলাকাগুলিতে। বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি পরিবেশমূলক বিষয়ে একটি বিতর্কমূলক আলোচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিষয়ের নাম ছিল 'সভ্যতা চাইনি, চেয়েছি বৈষয়িক সুখ, উন্নয়ন হয়েছে তাই প্রকৃতি বিনাশের অভিমুখ।' এই প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন প্রায় ১৩টি স্কুলের ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতায় স্কুল অনুযায়ী চ্যাম্পিয়ন হয় নেতাজি উচ্চবিদ্যালয় এবং স্বতন্ত্রভাবে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পক্ষে প্রথম স্থান দখল করে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের জয়স্কু দাস। বিপক্ষে যৌথভাবে প্রথম স্থান দখল করে পাঠভবন স্কুলের পম্পা পোদ্দার এবং নেতাজি উচ্চবিদ্যালয়ের সৃজা ভৌমিক। এদিন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপ সাহা বলেন, 'শুধু বৃক্ষরোপণ নয়, গাছগুলোকে বাঁচাতে সেগুলোকে লোহার খাঁচা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এখন গাছ লাগানোর খুবই প্রয়োজন।'

# পালাতে গিয়ে হোমে তিন কিশোরী

## গ্রেপ্তার এক কিশোরও

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** পরিকল্পনা ছিল কলকাতায় পালানোর। তবে সেই পরিকল্পনায় জল ঢালল পুলিশ। উলটে তিন নাবালিকার ঠাঁই হল হোমে। তিন নাবালিকার মধ্যে দুই নাবালিকা সম্পর্কে বোন ও দিদি। আরেক নাবালিকা তাদের প্রতিবেশী। এদিকে, গোটা পরিকল্পনা করার অভিযোগে ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক কিশোরকেও। তার বয়স ১৮-এর নীচে রয়েছে কি না, সেটাও নথি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ঘটনার সূত্রপাত হয় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। হঠাৎ করেই রাজগঞ্জ থানা এলাকার তিন নাবালিকা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। পরিবারের লোকেরা তল্লাশি করার পরেও কোনও খোঁজ না পেয়ে রাজগঞ্জ থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন। এরপর এদিন সকালে এক নাবালিকার ফোন ট্র্যাক করে পুলিশ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকার সূত্র পায়। এরপর ডিএসপি অনুপম মজুমদারের নেতৃত্বে পুলিশের সহযোগিতায় এনজেপি স্টেশনে অভিযান চালানো হয়। দুপুরের দিকে হঠাৎ করেই দেখা যায়, টোটোয় করে ওই তিন নাবালিকা এক কিশোরের সঙ্গে স্টেশনে ঢুকছে। এরপরই চারজনকে আটক করে পুলিশ।

ডিএসপি অনুপম মজুমদার বলেন, 'ছেলেটি শিলিগুড়ির। ওই ছেলেটির সঙ্গে তিনজনের মধ্যে এক নাবালিকার সম্পর্ক রয়েছে। সেই সূত্র ধরেই কলকাতায় যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। এরপর বাকি দুই নাবালিকাও সেই পরিকল্পনায় যুক্ত হয়ে যায়।' ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ।

এক নাবালক সহ তিন নাবালিকা ধরা পড়ার ঘটনায় ইতিমধ্যেই ওই নাবালকের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা রুজু করেছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। রাজগঞ্জ থানা সূত্রে খবর, ওই নাবালকের সঙ্গে এক নাবালিকার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্ক থেকেই কলকাতায় পালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সঙ্গী ছিল এলাকার আরও দুই নাবালিকাও। প্রত্যেকেই রাজগঞ্জ থানা এলাকারই বাসিন্দা।

### পরিকল্পনায় জল

- মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই রাজগঞ্জ থানা এলাকার তিন নাবালিকা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়
- পরিবারের লোকেরা তল্লাশি করার পরেও কোনও খোঁজ না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন
- এদিন এক নাবালিকার ফোন ট্র্যাক করে পুলিশ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকার সূত্র পায়
- অবশেষে তিন নাবালিকার ঠাঁই হল হোমে

# সোনার দোকানে লুট, ধৃত আরও ১

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** হিলকার্ট রোডের সোনার দোকানে লুট কাণ্ডে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। ধৃত ওই দুষ্কৃতীর নাম ইমরান রাজা। তাঁকে বিহারের পাটনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হচ্ছে।

তদন্তকারী জানিয়েছেন, ধৃত ইমরান ঘটনার দিন যাবতীয় পরিকল্পনা কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঘটনার দিন দোকানে প্রথম যে কজন দুষ্কৃতী ঢুকেছিল তাদের মধ্যে ইমরান ছিল একজন। এমনকি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত দুষ্কৃতীদের ছবি ভাইরাল হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল। ফলে তদন্তে আরও একধাপ এগোল পুলিশ। ইতিমধ্যেই অন্যতম মূল মাথাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

# মাটি খুঁড়ে উদ্ধার কাইথি লিপির নথি

**দীপঙ্কর মিত্র**

**রায়গঞ্জ, ১৬ জুলাই :** মঙ্গলবার সকালে আলতাপুরের বেলদহি গ্রামের বাসিন্দা বিলাসু সিংহ নিজের বাড়িতে মাটি কাটতে গিয়ে বাঁশের এক চুঙ্গি উদ্ধার করেন। তার ভেতরে পাওয়া গিয়েছে প্রাচীন কাইথি লিপিতে লেখা জমির দস্তাবেজ। বিহারের পুরোনো জমি সম্পর্কিত এবং অন্য সরকারি নথিপত্র কাইথি লিপিতে লেখা হত। বর্তমানে এই লিপি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

বিলুপ্তপ্রায় লিপি উদ্ধার হওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন গ্রেটার কোচবিহার কমিটির উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত মোহনলাল সিংহ। তিনি বলেন, 'টুঙ্গিদিঘির বিভিন্ন এলাকা আগে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই এখানকার পুরোনো জমি সংক্রান্ত এবং অন্য সরকারি নথিপত্র কাইথি লিপিতে লেখা। সেই সময় সাধারণ মানুষ এই লিপি ব্যবহার করতেন। কিন্তু এখন খুব কম লোকই পড়তে পারেন এই লিপি। আজ যে সমস্ত লিখিত নথিপত্র বাঁশের চুঙ্গিতে মিলেছে সেগুলো যে দলিল, বোঝা গিয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা রাজবংশী সংগ্রহশালা তৈরি করলে সেখানে এই দলিল সংরক্ষণ করা হবে।'

বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক ডঃ বৃন্দাবন ঘোষ জানান, 'কাইথি একটি পুরোনো লিপি যা ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবহার হত। ভোজপুরি, মৈথিলি সহ একাধিক ইন্দো-আর্য ভাষা লেখা হত কাইথি লিপিতে। আইন, প্রশাসন, দলিল, খতিয়ান ও ব্যক্তিগত নথির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সূর্যাপুর পরগনায় আগে জমির দলিল, খাজনার রসিদ কাইথি লিপিতেই লেখা হত। ইসলামপুর মহকুমায় বহু বাড়িতে, বিশেষত দলিল লেখক এবং জোতদারদের বাড়িতে এখনও এই লিপি পাওয়া যায়। কর্ণজোড়া মিউজিয়ামে এই লিপিতে লেখা বিভিন্ন দস্তাবেজ আছে। এর সংরক্ষণ প্রয়োজন।'

হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অফ উত্তর দিনাজপুর সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ সিং জানান, বিভিন্ন নথিপত্র দেখে জানা যায়, ১৮৮০ নাগাদ ব্রিটিশ শাসনে কাইথি লিপি বিহারের আইন-আদালতের কাজে স্বীকৃত ছিল। বিহারের কাটিহার, পূর্ণিয়া, কিশনগঞ্জ জেলার পাশাপাশি ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে কাইথি লিপির দলিল দস্তাবেজ এখনও মেলে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার রাজবংশী সামাজিক সংগঠনগুলির সমন্বয় কমিটি বেসরকারিভাবে টুঙ্গিদিঘিতে রাজবংশী সংস্কৃতির মিউজিয়াম তৈরির যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে গ্রেটার কোচবিহার, রাজবংশী গাভুর সংঘ, বিশ্ব রাজবংশী উন্নয়ন মঞ্চ সহ আরও বেশ কয়েকটি সংগঠন যুক্ত আছে।

সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক মোহনলাল সিংহ বলেন, 'রাজবংশী ভাষার কবি সাহিত্যিকদের বিভিন্ন বইপত্র, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, প্রাচীনকালে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস, মূর্তি, ছবি এই সংগ্রহশালায় স্থান পাবে। গত সপ্তাহে সমন্বয় কমিটির সদস্যরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী বছরের শুরুতে মিউজিয়ামের কাজ শুরু হবে।'

*বাঁশের চুঙ্গিতে পাওয়া গিয়েছে নথি।*

### বিলুপ্তপ্রায়

- চুঙ্গির ভেতরে পাওয়া গিয়েছে প্রাচীন কাইথি লিপিতে লেখা জমির দস্তাবেজ
- বিহারের কাটিহার, পূর্ণিয়া, কিশনগঞ্জে জমি সম্পর্কিত নথিপত্র কাইথি লিপিতে লেখা হত। বর্তমানে এই লিপি বিলুপ্তপ্রায়
- ভোজপুরি, মৈথিলি সহ একাধিক ইন্দো-আর্য ভাষা লেখা হত কাইথি লিপিতে

## বন্যা পরিস্থিতি

টানা বৃষ্টি ও ডিভিসির জল ছাড়ার কারণে রাজ্যের চার জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে বিশেষ টিম তৈরি করল নবান্ন। খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম।

## ধৃত বেড়ে ছয়

ভাঙড়ে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনার পর থেকে তার খোঁজে তল্লাশি চলছিল। এই নিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬। তদন্ত চলছে।

## ছাড়পত্র

১৫ বছর পর মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগে ছাড়পত্র দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন বিচারপতি পার্থসারথী সেন এই রায় দিয়েছেন। ২১ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হবে।

## নিখোঁজ তরুণ

কলকাতায় চিকিৎসা করতে এসে হুগলির ব্যান্ডেল থেকে নিখোঁজ হলেন এক বাংলাদেশি তরুণ। তিনি কয়েকদিন ব্যান্ডেলে ছিলেন। তাঁর খোঁজে তদন্ত চালাচ্ছে চুঁচুড়া থানার পুলিশ।

### সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারেন মামলাকারীরা

# এসএসসি'র বিধিই বহাল

রিমি শীল

**নিয়োগে মান্যতা**

- ৩০ মে'র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির একাংশকে মান্যতা
- বয়সসীমায় ছাড়, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় বহাল এসএসসির সিদ্ধান্ত
- বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ করে মামলা খারিজ
- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ না করে মামলা খারিজ করল ডিভিশন বেঞ্চ

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** ২০২৫ সালের নিয়োগ বিধি মেনেই হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া। ৩০ মে স্কুল সার্ভিস কমিশনের জারি করা নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির একাংশকে মান্যতা দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে অস্বস্তিতে পড়লেন চাকরিহারা ও বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতায় অতিরিক্ত ১০ নম্বর, বয়সে ছাড়, ন্যূনতম যোগ্যতা নিয়ে এসএসসির বিজ্ঞপ্তিকে কার্যত বহাল রেখেছে বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দের ডিভিশন বেঞ্চ। শুধুমাত্র চিহ্নিত দাগিদের পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়েছে। তা বাদ দিয়ে এসএসসির নিয়োগ বিধিতে হস্তক্ষেপ করেনি ডিভিশন বেঞ্চ। একক বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রাখা হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চের মতে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ নয়। নতুন বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া চারটি মামলাই খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে স্বস্তি পেল রাজ্য ও কমিশন। তবে এখনই হাল ছাড়ছেন না চাকরিহারারা। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন তাঁরা।

মামলাকারীদের আবেদন ছিল, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিধি ওই সালের মতো করতে হবে। নম্বর বিভাজন, বয়স সীমায় ছাড় সহ একাধিক বিষয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। একক বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছিল, অযোগ্যরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। এছাড়া বিজ্ঞপ্তির বাকি কোনও অংশে হস্তক্ষেপ করা হয়নি। তারপরই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়ে অযোগ্যদের হয়ে সওয়াল করে রাজ্য ও কমিশন। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ হয়ে যায়। ওই রায় চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ ও চাকরিহারারা। এদিন রায় দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আবেদনকারীদের একাংশ ওয়েট লিস্টেড ক্যান্ডিডেট। তাঁরা নিয়োগপত্রও পাননি। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের নিয়োগ বিধি চ্যালেঞ্জ করার এক্তিয়ার রয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বয়ঃসীমায়, বিশেষভাবে সক্ষম ও যোগ্যদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা এই শ্রেণিতে পড়েন না।

শুধুমাত্র অংশগ্রহণের কারণে এই অধিকার অর্জন করতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী কোথাও উল্লেখ করা নেই যে, ভবিষ্যতে শূন্যপদের সঙ্গে অতিরিক্ত পদ যুক্ত করা যাবে না। রাজ্য বা কমিশন নতুন নিয়ম বা বিধি বানাতে পারবে না। ৫০ শতাংশের যোগ্যতা নির্ধারণ সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত। সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত বিচারবিভাগীয় তদন্তের আওতায় পড়ে। যদি নীতি বৈষম্যমূলক, অযৌক্তিক হয় তাহলে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে। ২০২৫ সালের নিয়োগ বিধি চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। কতজন নিয়োগ করা হবে তা নির্ধারণ করেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের নীতি নির্ধারণের স্বচ্ছতা নির্ধারণ করা সাংবিধানিক আদালতের কাজ নয়, যদি না জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। একটি নির্দিষ্ট পদের জন্য বয়সসীমা নির্ধারণ বা তাতে ছাড় দেওয়া রাজ্যের নীতিগত বিষয়। ২০২৫ সালের বিধি যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রেও রাজ্যের পক্ষেই মত রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্বার্থ আগে বিবেচ্য। শিক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সবচেয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'জট খোলার জন্য পদক্ষেপ করেছিল এসএসসি। তার মান্যতা দিয়েছে হাইকোর্ট। রাম-বাম জট বাড়ানোর জন্য চাকরিপ্রার্থীদের রাজনৈতিক উপাদানে পরিণত করেছে।' বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের কটাক্ষ, 'হাইকোর্টের রায় সবাইকে মানতেই হবে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।'

দেশজুড়ে বাংলাভাষীদের হেনস্তার প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গী অভিষেক ও অন্য নেতারা। বুধবার।

## সঙ্গে থাকলেও দিনভর চুপ অভিষেক

নয়নিকা নিয়োগী

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** বৃষ্টি একে থামছেই না। তার ওপর বুধবার সকাল থেকেই তুমুল ধারাপাত। জল থই থই রাস্তা। নীল পোশাকের একদল লোক ঝাঁটা হাতে ধর্মতলায় প্রাণপণ চেষ্টা করছেন জল সরাতে। পুরসভা কর্মীদের রাস্তা সাফাইয়ের কাজ শেষ হতে না হতে হুড়মুড়িয়ে এলেন পুলিশ কর্মীরা। হাতের ওয়াকিটকি ধরা কানের কাছে। 'তাড়াতাড়ি করুন। সিএম তো এসে পড়লেন!'

তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন, তাঁর কর্মসূচি থাকলে বৃষ্টি হবেই। এটা তাঁর কাছে আশীর্বাদ। তাই বুধবারও বৃষ্টির তোয়াক্কা না করেই মুখ্যমন্ত্রী রাজপথে হাঁটলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে। কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করলেন। গলায় একটাই সুর, 'বাংলা ভাষা বলা কি অপরাধ? বিজেপি তুমি জবাব দাও।' কথা ছিল মিছিল শুরু হবে, ঠিক দুপুর দুটোয়। কিন্তু মিনিট পনেরো আগেই শুরু হল মিছিল। সঙ্গী হল ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও। ভিজছেন মমতা, অভিষেক থেকে শুরু করে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ সব নেতানেত্রীই। তাই কর্মী-সমর্থকরাও আর কেউ ছাতা খুলে উঠতে পারলেন না।

মঙ্গলবার রাত থেকেই কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত প্রস্তুতি ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্ধারিত রুটে দফায় দফায় জমা জল পরিষ্কার চলে। তবুও জল এড়াতে মুখ্যমন্ত্রীকে শাড়ি সামলাতে হচ্ছিল জল বাঁচাতে। এরই ফাঁকে রাস্তার পাশের বাঁশের ব্যারিকেড টপকে ভিজে রাস্তাতেই শুয়ে পড়ে মমতার পা ছুঁলেন এক 'ভক্ত'। তড়িঘড়ি ফিরহাদ এগিয়ে এলেও থমকে গেলেন অভিষেক। ডায়মন্ড হারবার লোকসভার সাংসদের ছবিটা এদিন যেন কিছুটা ম্রিয়মাণ। সারা মিছিল পেরিয়ে কাকভেজা অভিষেক এদিন 'স্পিকটি নট'।

মঞ্চে উঠে মমতার তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা, 'রোদে পোড়া, জলে ভেজা তৃণমূলের অভ্যাস আছে'। তবে কর্মীদের শরীর নিয়েও যে 'দিদি' চিন্তা করেন তা বুঝিয়ে দিতেই তাঁর ভাষণে মমতার টোটকা: 'বাড়ি ফিরে উষ্ণ জলে স্নান করে নেবেন। আর হ্যাঁ, সঙ্গে খাবেন একটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ। আর আদা-চা খুব জরুরি।'

কলেজ স্কোয়ারের মঞ্চে লাগানো ছিল শুধুই মমতার ছবি লাগানো ব্যানার। ডোরিনা ক্রসিংয়ের সভামঞ্চ আবার পুরোটাই ছবিহীন। সবার আলোচনা, দিদির ছবি না থাকা কি কোনও বার্তা বহন করছে? এটা তো দেখা যায় না। এরই মধ্যে কেউ আবার প্রশ্ন করলেন, বঙ্গ বিজেপির নয়া সভাপতিও দপ্তরে সব নেতার ছবি সরিয়ে দিয়েছেন। এটা কি তারই হাওয়া?

## ওয়াটার পার্কে জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যু তরুণের

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** বুধবার নিক্কো পার্ক ঘুরতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল এক তরুণের। নিক্কো পার্কের ভিতর ওয়াটার পার্কে স্নান করতে নেমে আচমকা সংজ্ঞা হারান রাহুল দাস নামক ওই তরুণ। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। কী কারণে মৃত্যু, তা এখনও অস্পষ্ট। ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিক্কো পার্ক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সকাল ১১টা নাগাদ নিক্কো পার্কে ঘুরতে আসেন উলটোডাঙার বাসিন্দা বছর আঠারোর রাহুল। 'নায়াগ্রা ফল' নামক ওয়াটার পার্কে ৭ জন বন্ধু মিলে নামার পরেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন তিনি। নিক্কো পার্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ রায় সিংহানিয়া জানান, ওই তরুণকে নায়াগ্রা ফল থেকে বন্ধুরা নামাচ্ছে দেখতে পেয়ে পার্ক চত্বরে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন কর্তৃপক্ষ। নায়াগ্রার ফার্স্ট ফ্লোরে 'শাওয়ার' নেওয়ার সময়ই এই দূর্ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে পার্কের কোনও গাফিলতি নেই বলেই জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

# ভোটার তালিকা নিয়ে তর্জা মমতা-শুভেন্দুর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও অরূপ দত্ত

> বাংলায় আমরা হতে দেব না। বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও আমরা ছাড়ব না। বাংলায় ক্ষমতায় আসবে তৃণমূলই। হাজার চক্রান্ত করেও বিজেপি জিততে পারবে না।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

> রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাঁচাতেই পথে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটার তালিকা থেকে যাতে রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাম কাটানো যায় সেটাই তাঁর লক্ষ্য
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** পরিকল্পিতভাবে বিজেপি বিরোধীদের নাম বাদ দিতে ভোটার তালিকা সংস্কারের কাজে হাত দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার ধর্মতলার সভা থেকে এইভাবেই নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন মমতা। যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, ভোটার তালিকা থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাম যাতে বাদ না যায় তা নিশ্চিত করতেই কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, ভোটব্যাংকের স্বার্থে রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে দিতে চাইছে এই সরকার। সীমান্তবর্তী নটি জেলায় জনসংখ্যা ও ভোটার বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

বুধবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলে অংশ নেওয়ার পর ধর্মতলার সভা থেকে কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম মূল তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে বলে ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছে কমিশন। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দিল্লি, মহারাষ্ট্রের ভোটে এইভাবেই জিতেছে বিজেপি। এখন বিহার ও পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে এই ছক শুরু করেছে। কিন্তু বাংলায় আমরা হতে দেব না। বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও আমরা ছাড়ব না। বাংলায় ক্ষমতায় আসবে তৃণমূলই। হাজার চক্রান্ত করেও বিজেপি জিততে পারবে না।' মমতার মিছিলের দিনেই ভোটার তালিকা কমিশনের ওপর পালটা চাপ তৈরি করতে কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে যান শুভেন্দু। সেখানে ভোটার তালিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাঁচাতেই পথে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটার তালিকা থেকে যাতে রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাম কাটানো যায় সেটাই তাঁর লক্ষ্য।' মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিতে কমিশন যাতে ভোটার তালিকা সংশোধনের ব্যাপারে পিছু না হটে, তাই মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে বিহারের মতোই এরাজ্যেও ভোটার তালিকা বিশেষ সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন শুভেন্দু।

সংবাদ মাধ্যম বলছে, বিহারে প্রায় ৩০-৩৫ লক্ষ নাম বাদ যাচ্ছে মূল ভোটার তালিকা থেকে। সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'মিডিয়ার খবর যদি সত্যি হয় তাহলে এরাজ্যে অন্তত ৯০ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিমের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচন কমিশন নিয়ে আমি কিছু বলব না। কমিশনকে আমি সম্মান করি। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার একসময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। তাঁকে কীভাবে ভরসা করব?'

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা হয়েছে তাতে আদালত সংশোধনের কাজের স্থগিতাদেশ না দিলেও পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে ২৮ জুলাই।

### ১০০ দিনের কাজের বকেয়া

## খালি হাতে ফিরল রাজ্য

নবনীতা মণ্ডল

**নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৬ জুলাই :** ১০০ দিনের কাজের বকেয়া আদায়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিলেও কোনও আশ্বাস পেল না রাজ্য। টানা তিনদিন ধরে চলা এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে কার্যত নিরুত্তর থেকেছে কেন্দ্র। ফলে একরাশ হতাশা নিয়ে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত সচিব পি. উল্লানাথন। বুধবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের কাছে রাজ্যের দাবিগুলি জোরালোভাবে তোলেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন অর্থসচিব প্রভাত মিশ্রও।

রাজ্যের তরফে বকেয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত হিসেব এবং প্রাসঙ্গিক নথিপত্র তুলে ধরা হয় কেন্দ্রের আধিকারিকদের সামনে। তারপরও নিরাশার সুরই ঝরে পড়েছে কেন্দ্রের তরফে। আগেভাগে আশ্বাস দেওয়া হলেও আজকের মূল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না কেন্দ্রের পঞ্চায়েত সচিব।

সূত্রের খবর, বৈঠকে রাজ্যের তরফে ১০০ দিনের বকেয়া অর্থ অবিলম্বে মেটানো এবং রাজ্যে পুনরায় ১০০ দিনের কাজ চালু করার দাবি পুনরায় করা হয়। উল্লেখ করা হয় কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের কথাও। কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করতে সরাসরি অনুরোধ জানানো হয় রাজ্যের তরফে। কিন্তু কেন্দ্র স্পষ্ট করে কোনও আশ্বাস দেয়নি। কীভাবে বা কবে এই বকেয়া মেটানো হবে, তা নিয়ে কোনও দিশা মেলেনি। রাজ্য প্রশাসনের একাংশের মতে, 'পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশাজনক। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ১০০ দিনের প্রকল্প পুনরায় চালুর বিষয়ে রাজ্য প্রস্তুত। কিন্তু কেন্দ্র টাকা না দিলে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।'

### 'জুন মাসেই কেন'

# বাংলাদেশি খোঁজা কি পূর্বপরিকল্পিত, প্রশ্ন হাইকোর্টের

রিমি শীল

> সারা দেশে একই সময়ে কীভাবে বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হল? জুন মাসকেই কেন বেছে নেওয়া হল?
>
> **বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্র**

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** বিভিন্ন রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনায় এবার প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বাংলা বললেই বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করে আটকের অভিযোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসক দল। হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় বুধবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে, 'সারা দেশে একই সময়ে কীভাবে বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হল? জুন মাসকেই কেন বেছে নেওয়া হল?' বিষয়টি পূর্বপরিকল্পিত কি না তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছে আদালত।

দিল্লি, ওড়িশায় পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে আটক করার অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁদের পরিবার। দেশজুড়ে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করে রাজ্য। এই প্রেক্ষিতে ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রের উদ্দেশে মন্তব্য করে, 'হঠাৎ করে কেন বাংলাদেশি শনাক্তকরণের কাজ শুরু হল? পুলিশ অভিযানে গেলে বিভিন্ন জায়গায় একই সময়ে তল্লাশি চালাতে পারে। কিন্তু তার নেপথ্যে তো কারণ থাকবে? নাকি পূর্বপরিকল্পিতভাবে এটা করা হচ্ছে? বিষয়টি স্পষ্ট করা হোক। না হলে ভুল বার্তা যাবে, ভুল পদক্ষেপ করা হবে।'

তবে কেন্দ্রের ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী জানান, পহেলগাম ঘটনার পর সন্দেহজনক গতিবিধি দেখলে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। সারা দেশে এরকম ১৬৫ জনকে আটক করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৫ জনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁদের পাঠানো হয়েছে, তাঁরা স্বীকার করেছিলেন, তাঁরা বাংলাদেশি। কাশ্মীরেও এমন হয়েছে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানি নাগরিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বাংলা বলেন এমন সবাইকে আটক করা হয়নি।

রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহকে কেন বেছে নেওয়া হল? বাংলা বললেই তো হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে। তাহলে তো ত্রিবেদী, দ্বিবেদী, রাইরা এখানে থাকবেন, চক্রবর্তীরা নয়। মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোক কুমার চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, একই বিষয়ে দিল্লি হাইকোর্টে আগেই মামলা দায়ের হয়েছে। তাই মামলা হাইকোর্ট শুনতে পারে না। সেখানেও একই নামে মামলা হয়েছে। আদালতকে ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে। তবে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রকে আদালতে হলফনামা জানানোর নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

## শিল্পপতিদের সহায়তা চায় রাজ্য সরকার

স্বরূপ বিশ্বাস

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** ভাঁড়ারে টান। আবার সরকারি দপ্তরগুলির খরচ-খরচায় বিশেষ মনিটরিংয়ের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্ন সূত্রের খবর, উন্নয়ন সহ বিভিন্ন খাতে খরচ-খরচার মাসিক তথ্য নিয়মিতভাবে সরকারি পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে কি না তার ওপর নজরদারি রাখতে অর্থ দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথা হয়েছে। এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রের খবর, একুশে জুলাইয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী সব দপ্তরের মন্ত্রী, সচিব ও শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে নবান্ন সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। প্রশাসনিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী আবার জেলা সফরে বেরোবেন। জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি দলের জনসভা করতে পারেন তিনি। এসবের আগে কেন্দ্রীয়ভাবে দপ্তরগুলির সঙ্গে বসে নিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সামাজিক প্রকল্পগুলির খরচ সামলাতে শিল্পপতিদের সহায়তা নেওয়ার কথাও চলছে। অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর, ২০২৬-এ ভোট যুদ্ধে পুরোপুরিভাবে নামার আগে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, জয় জোহার, কৃষক ভাতা সহ বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রকল্পের আর্থিক জোগান নিয়ে নিশ্চিত হতে চান মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের আগে চমক দিতে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের দেয় টাকার পরিমাণ আরও বাড়াতে চান। শুধু অর্থের পরিমাণ বাড়ানো নয়, এই প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনাও মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় রয়েছে। তাঁর নির্দেশে এই সংক্রান্ত 'ওয়ার্মআপ'ও শুরু করেছে অর্থ দপ্তর। সামাজিক প্রকল্পের খরচ সামলাতে বেসরকারি শিল্পপতি ও শিল্প সংস্থার কাছেও আর্থিক সহায়তা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

## নিমতলা বিসর্জন ঘাটের সংস্কার

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** কুমোরটুলির পর এবার নিমতলা বিসর্জন ঘাট। কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে রাজধানী শহরের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী ঘাটগুলির সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগেই কুমোরটুলি ঘাটের সংস্কারের কাজ তুলে দেওয়া হয়েছে আদানিদের হাতে। বুধবার নিমতলা বিসর্জন ঘাটের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ তুলে দেওয়া হল পিএস গ্রুপের হাতে। এদিন বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রামন, ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি ও পিএস গ্রুপের তরফে সৌরভ দুগার ও অরুণ সাঞ্চেতি উপস্থিত ছিলেন।

## ফের আটক ৬

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** এবার আপ শাসিত পঞ্জাবের লুধিয়ানায় ৬ শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে জেলবন্দি করে রাখার অভিযোগ উঠল। সপ্তাহ তিনেক আগে মালদার চাঁচল ১ ব্লকের বেলপুকুর এলাকার ওই ৬ জন পঞ্জাবের লুধিয়ানায় গিয়েছিলেন। পঞ্জাব প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে নবান্ন।

# তৃণমূলের পর পদ্ম বিধায়কদের মিছিল

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার তারই প্রমাণ মিলল শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপি পরিষদীয় দলের কমিশন অভিযানে। লক্ষ্য একটাই, প্রচারের ফায়দা যাতে মমতা একা না নিতে পারেন।

ভিনরাজ্যে বাঙালিদের বাংলাদেশি বলে হেনস্তা, ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে অবিজেপি ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে বুধবার কলকাতার রাজপথে মিছিল করেন মমতা ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিনে প্রায় একই সময়ে বিধানসভা থেকে কলকাতায় কমিশনের দপ্তর পর্যন্ত মিছিল করার পরিকল্পনা নেন শুভেন্দু। পর্যবেক্ষকদের মতে, ধারে ও ভারে তৃণমূলের এই কর্মসূচি সংবাদমাধ্যমের বাড়তি নজর কাড়তে চলেছে, তা বুঝেই শুভেন্দুর এই কৌশল। মমতার মিছিলকে টেক্কা দিতে এদিন ৫০ জন

বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিজেপি বিধায়ককে নিয়ে মিছিলের ভার বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন শুভেন্দু। সূত্রের খবর, মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য বিজেপি বিধায়কদের খবর পাঠানো হয়েছিল মঙ্গলবার। কর্মসূচির কথা গোপন রাখতে দলীয় মিডিয়া গ্রুপেও এব্যাপারে কোনও উল্লেখ ছিল না।

এদিন ধর্মতলায় ডোরিনা ক্রসিংয়ের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছোনোর পরেই বিধানসভা থেকে শুভেন্দুর নেতৃত্বে মিছিল শুরু হয়। যদিও গোটা বিষয়টিকে কাকতালীয় বলে দাবি করেছে বিজেপি। তবে এদিনই ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে শুভেন্দুর মন্তব্যকে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

একুশে জুলাইয়ের দিনেই শিলিগুড়িতে বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানের কর্মসূচিতে অনুমতি দেয়নি পুলিশ। অনুমতি আদায় করতে আদালতে গিয়েছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩২ আষাঢ় ১৪৩২

# যত দোষ সবই কি নন্দ ঘোষ?

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্টে অভিযোগের তির পাইলটদের দিকেই তাক করা। আড়ালে কিন্তু বহু প্রশ্ন।

**চিরঞ্জীব রায়**

মাত্র দুটি বাক্যের এক সংলাপ ও একটি সুইচ। এসবের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে স্মরণাতীতকালে ভারতে সবথেকে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত এবং ধোঁয়াশা। ১২ জুন, ২০২৫। দুপুর ১টা বেজে ৩৮ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড। আহমেদাবাদের মাটি ছাড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমান, এআই-১৭১ ড্রিমলাইনার। ৩৮ মিনিট ৫২ সেকেন্ড, এক নম্বর ইঞ্জিনের ফুয়েল কন্ট্রোল অর্থাৎ জ্বালানি নিয়ন্ত্রণের সুইচ 'কাটঅফ' হল। তার ঠিক চার সেকেন্ড পরে দ্বিতীয় ইঞ্জিনের ক্ষেত্রেও একই কাণ্ড। ১টা বেজে ৩৯ মিনিট ৫ সেকেন্ডে অতি জরুরি বিপদসংকেত 'মে ডে কল' দিলেন পাইলট। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল জবাবও দিল। কিন্তু পাইলট নীরব। ড্রিমলাইনার ততক্ষণে মাটিতে আছড়ে পড়েছে। চিরতরে নীরব হলেন ২৬০ মানুষ।

আন্তর্জাতিক সময়সীমার নিয়মটা অন্তত মেনে ঠিক এক মাস পরে, গত শনিবার এআই-১৭১ নিয়ে পনেরো পাতার 'প্রাথমিক' তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। তাতে দুর্ঘটনার ক্রমপর্যায় বিবৃত হলেও কারণ নিয়ে স্পষ্টতার অভাব। ইঞ্জিন কখন এবং কেন গতি হারাল, কোথায় গলদ ছিল, তার জন্য কে বা কী দায়ী। এই অতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার বদলে রিপোর্টে অতি সুচারুভাবে পাইলটের ভুলের দিকে দৃষ্টি ঘোরানো হয়েছে। যদিও সেকথাও প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়নি। স্বভাবতই, রিপোর্টের সারবত্তা নিয়েই ধোঁয়াশা রয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই, রিপোর্টটি প্রাথমিক এবং প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে চূড়ান্ত রায় দেওয়া যায় না। কিন্তু সত্যের ওপর আলোকপাতের শুরুটা তো হবে। সবাই সেদিকেই তাকিয়ে।

ওড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দুটি ইঞ্জিনেই জ্বালানি যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এর দুটি সম্ভাবনা সবাই আন্দাজ করতে পারে। পাইলট দুটি ইঞ্জিনের দুটি সুইচ-ই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বা, সুইচেই গণ্ডগোল ছিল। হাতের সামনে সত্য মজুত না থাকলে সম্ভাবনাই আঁকড়ে ধরতে হয়। কিন্তু মানুষ সুইচ নামে একটা যন্ত্রের চেয়েও বিচারবুদ্ধিহীন? বিমান যখন মাত্রই কয়েকশো ফুট উচ্চতায় উড়েছে এবং প্রতি মুহূর্তে গতি বদলাচ্ছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জ্বালানির সুইচ বন্ধ করা মানে আত্মহত্যা করা, এটা কি পাইলটরা জানতেন না?

সুমিত সাভারওয়াল। বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার সহ নানা বিমান ওড়ানোর ক্ষেত্রে কয়েক হাজার ঘণ্টার অভিজ্ঞতা। ছিলেন একজন স্বীকৃত প্রশিক্ষক এবং পরামর্শদাতা। নিজের কাজ নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী পাইলট ওড়ার আগে বাড়িতে ফোন করে বাবাকে বলেছিলেন, 'লন্ডনে নেমে ফোন করব'। তাই জ্বালানির সুইচ বন্ধ করে আত্মহত্যার থিওরিটা যে মানানসই হচ্ছে না।

কিন্তু এএআইবি-র রিপোর্টে ইঙ্গিত তেমন সম্ভাবনার দিকেই। এবং এখানেই তদন্ত ব্যুরো দুই পাইলটের দুটি বাক্যকে শিখণ্ডী খাড়া করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ককপিট ভয়েস রেকর্ডিংয়ে এক পাইলটকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'জ্বালানির সাপ্লাই বন্ধ করলেন কেন?' অন্য পাইলট জবাব দিচ্ছেন, 'আমি করিনি'। সুমিত সাভারওয়াল এবং তাঁর সহকারী পাইলট ক্লাইভ কুন্দর, কে প্রশ্নটি করেছিলেন আর জবাব কে দিয়েছিলেন, সে উল্লেখ রিপোর্টে নেই। এর আগে বা পরে কোনও কথা হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলে কী কথা হয়েছিল, সে নিয়েও উচ্চবাচ্য নেই। সংক্ষিপ্ত সংলাপের কোনও ব্যাখ্যা নেই। কেবল আলতো করে তুলে দেওয়া দুটি বাক্য, যাতে সন্দেহাতীতভাবে সেই দুটি মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, যাঁরা আর কোনওদিন আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি কথাও বলতে পারবেন না।

অথচ, পাইলটের দোষে নয়, বিমান বিকল হয়ে দুর্ঘটনার নজির ভারতে মোটেই বিরল নয়। দেশের প্রথম সারির একটি সংবাদপত্র তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) প্রয়োগ করে বেসামরিক বিমান চলাচল দপ্তর (ডিজিসিআই) থেকে যে বাস্তবচিত্র পেয়েছে, তা রীতিমতো আতঙ্কজনক। ২০২০ থেকে এখনও পর্যন্ত, অর্থাৎ পাঁচ বছরে উড়ন্ত অবস্থায় ৬৫টি বিমানের ইঞ্জিন শাটডাউন হয়ে যায়। গত ১৭ মাসে বিমানের ককপিট থেকে 'মে ডে' কল যায় ১১টি। এই ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চালকরাই পরিস্থিতি সামলে নিয়েছেন। ১২ জুন অভিশপ্ত বিমানটির ঘটনাক্রম এই সার্বিক ছবি থেকে আলাদা ছিল না। কেবল, এক্ষেত্রে সমস্যা সামলানো যায়নি। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, নানা প্রযুক্তিগত কারণে একটা বিমান এআই ১৭১-এর মতো মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হতে পারে। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস-এর সভাপতি ক্যাপ্টেন সিএস রণধাওয়ার মতে, জ্বালানির ফিল্টার বুজে গেলে, জ্বালানি কম থাকলে, টারবাইন ঠিকমতো কাজ না করলে, উড়ান থমকে যেতে পারে। ইঞ্জিনে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি না গেলে, জ্বালানিতে জল বা অন্য কিছু মিশে গেলেও সমস্যা হতে পারে। এই সমস্ত সম্ভাব্য কারণগুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে কি না রিপোর্ট সে ব্যাপারে নিশ্চুপ। উপরন্তু, রিপোর্টে বিমান পরিবহণ বা প্রস্তুতকারক সংস্থার ভূমিকার কোনওরকম উল্লেখই করা হয়নি।

১২ জুনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, বিমান ওড়ার পরেই র‍্যাম এয়ার টারবাইন (আরএটি) কাজ শুরু করে দিয়েছে। এর কাজ হল, দুটি ইঞ্জিনই বিকল হলে বিমানটিকে প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণের মতো শক্তি জোগানো। এখন ধাঁধাটা এই নিয়ে যে, দুটি ইঞ্জিন থেমে যাওয়ার পরেই আরএটি কাজ শুরু করে। কিন্তু সিসিটিভির ফুটেজে এআই-১৭১ কয়েকতলা উচ্চতায় ওড়ার পরেই এয়ার টারবাইনটিকে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ, রিপোর্টে যে সময় উল্লিখিত হয়েছে, ইঞ্জিন তার আগেই থেমে গিয়েছিল। তাহলে গণ্ডগোলটা কোথায়, সিসিটিভির ছবিতে, নাকি এএআইবি-র রিপোর্টে দেওয়া টাইমলাইনে?

ধোঁয়াশা আরও আছে। কোনও বিপদ ঘটলেই বিমানের 'ইমার্জেন্সি লোকেটর বিকন' সংকেত দিতে থাকে। এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তাহলে কি ইমার্জেন্সি বিকন খারাপ ছিল? সেই মুহূর্তে কাজ করছিল না? রিপোর্টে এরও কোনও উত্তর নেই। অন্যান্য বিমানের ক্ষেত্রে অবিলম্বে এই ত্রুটিগুলির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার কোনও সুপারিশও নেই। এইভাবেই এএআইবি-র রিপোর্ট যত প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, প্রশ্ন তুলে দিয়েছে তার থেকে বেশি।

প্রাথমিক হলেও, একটা নিটোল রিপোর্টের উদ্দেশ্য দোষারোপ করার ঘাড় খোঁজা নয়, বরং সেই সাংঘাতিক গলদগুলো খুঁজে বের করা যাতে এমন ত্রুটির পুনরাবৃত্তি না হয় এবং অন্যান্য বিমানের উড়ান বিপন্মুক্ত হয়। রিপোর্টে তেমন কোনও বুদ্ধিমত্তার আভাস নেই। জ্বালানি নিয়ন্ত্রণের সুইচ নিয়ে সমস্যা আছে জেনেও রিপোর্ট জরুরিভিত্তিতে সমস্ত বোয়িংয়ের সুইচ পরীক্ষার সুপারিশ করেনি। ইমার্জেন্সি লোকেটর বিকন পরীক্ষার পরামর্শও দেয়নি।

এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন সোমবার দাবি করেছেন, প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী বিমানে কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ বা রক্ষণাবেক্ষণের গাফিলতি ছিল না। জ্বালানির মান, পাইলটদের শারীরিক অবস্থা, কোথাও কোনও ত্রুটি পাওয়া যায়নি। তাঁর কথায়, 'দুর্ঘটনার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাই কোনও সুপারিশও করা হয়নি।' এটা নিছকই একটা প্রাথমিক রিপোর্ট, তদন্ত এখনও পুরোই বাকি, তাই তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ক্যাম্পবেল কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডুর বক্তব্যই প্রতিফলিত করেছেন। মন্ত্রীও বলেছেন, এএআইবি-র এই রিপোর্ট একটা জটিল তদন্তের শুরুমাত্র। কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় আসেনি।

বহু সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া না করা হলেও, রিপোর্ট স্পষ্ট করে বলছে, ওড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দুটি ইঞ্জিনেরই জ্বালানি নিয়ন্ত্রণের সুইচ একের পর এক 'রান' থেকে 'কাটঅফ'-এ চলে যায়, অর্থাৎ ইঞ্জিনে জ্বালানি সরবরাহ থেমে যায়। সুইচ আপনাআপনি কাটঅফ-এ গেল, না পাইলট কয়েকশো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আত্মহত্যার পাগলামিতে সেটা করলেন সে নিয়ে রিপোর্ট নীরব। যদিও জ্বালানি সুইচের রান থেকে নিজে থেকেই কাটঅফ-এ যাওয়ার উদাহরণ অতীতে অনেক আছে। আর এর পরেই রিপোর্ট দুই পাইলটের কথোপকথন তুলে ধরায় সন্দেহের তিরটা তাঁদের দিকেই ঘুরছে। যার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন বিমানচালকদের সংগঠন থেকে বিশেষজ্ঞরা।

আসলে, তদন্তের উদ্দেশ্য কেবল একটি দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ে সীমাবদ্ধ হতে পারে না। কীভাবে একটি তদন্ত নিরপেক্ষ এবং সুচারুভাবে সম্পন্ন করে সমস্যা ও তার সমাধানে আলোকপাত করা যায় সেটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। লক্ষ্য হওয়া উচিত, উড়ান-সংক্রান্ত নিরাপত্তার ওপর দেশ এমনকি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের আস্থা অটল রাখার ব্যবস্থা করা। এএআইবি-র প্রাথমিক রিপোর্টে সেই দায়িত্বটা ঠিক করে পালিত হয়েছে তো? সংশয়টা সেখানেই।

*(লেখক প্রাবন্ধিক)*

*দুঃসহ স্মৃতি।। আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাগ্রস্ত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান।*

# জাত্যভিমানের রাজনীতি

বিধানসভা ভোটের মুখে ফের বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাত্যভিমান নিয়ে সরগরম পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি। ওড়িশা, দিল্লি, মহারাষ্ট্র সহ বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বেশ কিছুদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠছে। দিল্লিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক কলোনির বিদ্যুৎ, পানীয় জলের সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা বলে হয়রানি করার অভিযোগ উঠছে।

এজন্য বিজেপির সমালোচনায় সোচ্চার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে বাংলাবিরোধী বলে রাজনীতির সুর বেঁধেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। এবারও সেই পরিকল্পনা স্পষ্ট। বাঙালি জাত্যভিমানকে সামনে রেখে মমতার এই প্রচারের পালটা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মনের নাগাল পেতে সংঘ পরিবার এবং বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বাঙালিয়ানা অস্ত্রে শান দিচ্ছে।

শমীক ভট্টাচার্যের মতো আদ্যোপান্ত বাঙালি মুখকে দলের রাজ্য সভাপতি করার নেপথ্যে সেই পরিকল্পনা স্পষ্ট। পাশাপাশি অসীম ঘোষের মতো পুরোনো নেতাকে হরিয়ানার রাজ্যপাল করার নেপথ্যেও বিজেপির সেই বাঙালি তাসের খেলা। বোঝাই যাচ্ছে, তৃণমূল এবং বিজেপি, দুই শিবিরই বাংলা ও বাঙালিকে এবারের ভোটে হাতিয়ার করতে চলেছে।

বাঙালি আবেগকে পুঁজি করে অতীতে এরাজ্যে সেভাবে কখনও রাজনীতির রুটি সেঁকা হয়নি। বরং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মেনে দেশের বাকি প্রান্তের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারাও ভারতীয় পরিচয় নিয়েই স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করেছেন। অসমে বাঙালি খেদাওয়ের মতো আন্দোলন অতীতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কেউ বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি- এই অতি সরলীকৃত ধারণা অতীতে ডালপালা মেলেনি।

এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। বিহারে যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা হচ্ছে, তা আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এতে বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলমানদের বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা বলে তৃণমূলের অভিযোগ। বাংলা ও বাঙালি আবেগ উসকে তৃণমূল নেত্রীর পথে নামার সিদ্ধান্ত বিজেপি তো বটেই, সব রাজনৈতিক দলকে চিন্তায় ফেলেছে।

মমতা বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে জানিয়েছেন, তিনি আরও বেশি করে বাংলায় কথা বলবেন। তাতে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দিলেও তিনি পিছপা হবেন না। শিঙাড়া, জিলিপি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অ্যাডভাইজারিকে হাতিয়ার করে বাঙালি বিদ্বেষের বিরোধিতায় সুর তীব্র করেছেন মমতা। তবে সমস্যা অন্যত্র।

পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গসমাজের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া নতুন প্রজন্মের অনেকে বাংলা ঠিকমতো পড়তে ও লিখতে জানে না। বাঙালি ছেলেমেয়েদের অনেকের কাছে বাংলা প্রথম ভাষা, এমনকি দ্বিতীয় ভাষাও নয়। মাতৃভাষা না জানার জন্য তাদের সংকোচও নেই। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ভাষা বাংলা হলেও বহু সরকারি কাজকর্মে বাংলা ভাষার ঠিকমতো ব্যবহার হয় না। সরকারি নথিতেও অনেক সময় বাংলা থাকে না।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ওপার বাংলার বাঙালিরা একদা উর্দু আগ্রাসন ঠেকাতে মাতৃভাষার জন্য শহিদ হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারত কিংবা মহারাষ্ট্রের বাসিন্দারাও নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর। হিন্দি আগ্রাসনের প্রতিবাদে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র প্রায় একই সারিতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান মোটেই আশাপ্রদ নয়। বাঙালিরা অন্যদের ভাষা, সংস্কৃতি দ্রুত আপন করে নিতে পারে বটে, কিন্তু তার অর্থ নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীনতা নয়।

বহুক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই বাংলায় কথা বলা নিয়ে বিরোধ খবরের শিরোনাম হয়। বহু বাঙালি নাগরিককে নিজের রাজ্যেই শুনতে হয় বাংলায় কথা বলতে হলে বাংলাদেশে যেতে হবে। বাঙালি অস্মিতা রক্ষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করছেন ঠিকই। কিন্তু ভিত নড়বড়ে রেখে মজবুত বহুতল গড়া যে দুঃসাধ্য, সেটা মাথায় রাখা উচিত।

## অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল। **-স্বামী বিবেকানন্দ**

## আজ

**১৯০৬**

নাট্যব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম আজকের দিনে।

**১৯৯২**

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেত্রী কানন দেবী।

## আলোচিত

আজকের যুদ্ধ গতকালের অস্ত্র দিয়ে জিততে পারব না। আজকের যুদ্ধ লড়তে আগামীকালের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। পুরোনো সিস্টেম দিয়ে কাজ হবে না। ড্রোন কৌশলগত ভারসাম্য বদলে দিচ্ছে। প্রতিদিন আমরা সেই বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছি।

**- অনিল চৌহান**
*(চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, ভারত)*

## ভাইরাল/১

আপনে গলি মে কুত্তা ভি শের...। একটি চিতাবাঘ রাস্তা পেরোচ্ছিল। একদল কুকুর তাড়া করলে সে এক গলিতে ঢুকে যায়। পরে চিতাবাঘের মেজাজ দেখে কুকুররা প্রাণপণে দৌড় লাগায়। একটি কুকুরের সেই সৌভাগ্য হয়নি।

## ভাইরাল/২

তিন শিশুকে ড্রোনের সাহায্যে উদ্ধার করলেন ভিয়েতনামের এক কৃষক। বন্যায় শিশুরা একটি দ্বীপে আটকে পড়ে। কৃষক ড্রোনে দড়ি বেঁধে তাদের কাছে পাঠান। দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে একটি করে বাচ্চা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যায়।

জনমন
জনমত

## বাসস্ট্যান্ড সরালে সমস্যা বাড়বে

সম্প্রতি রায়গঞ্জ শহরে রেলস্টেশন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে যে জায়গায় পাবলিক বাসস্ট্যান্ডটি বর্তমানে আছে, সেখান থেকে বাসস্ট্যান্ডটি সরিয়ে নিয়ে শহরের শেষ প্রান্তে শিলিগুড়ি মোড়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এত দূরে বাসস্ট্যান্ডটি সরিয়ে নেওয়ার পর সাধারণ মানুষকে যে বেশি টাকা টোটোভাড়া দিতে হবে, যাতায়াতে বেশি সময় ব্যয় হবে তা বলাই বাহুল্য।

বাসস্ট্যান্ডটি সরিয়ে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার একমাত্র কারণ, বাসস্ট্যান্ডের আশপাশে টোটো এবং মানুষের ভিড় ইদানীং খুব বেড়েছে। লোকজনের চলাফেরা করতে এবং যানবাহন চলাচলে খুব অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু দিন-দিন ভিড় এত বেশি হওয়ার প্রধান কারণ দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

জনগণনা অনুযায়ী, ২০০১ সালে রায়গঞ্জ পুর এলাকার লোকসংখ্যা ছিল ১,৬৫,২২২। ২০২৪ সালে পুর এলাকার লোকসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৫৯,০০০। অর্থাৎ ২৩ বছরে শুধু পুর এলাকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ৯৪ হাজার।

এহেন দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে দেড়-দুই দশক পর শিলিগুড়ি মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ডটি যে আবার অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। তাই বাসস্ট্যান্ড বারবার সরানো কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই স্থায়ী সমাধান।

**ভীমনারায়ণ মিত্র**
**দেবীনগর, রায়গঞ্জ।**

## আগ্রহ কমছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে

সম্প্রতি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের ইউজি ভর্তিতে মোট ৫০ হাজার আসনের মধ্যে মাত্র ২০ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। আশঙ্কা, এক-পঞ্চমাংশ আসনেও ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হবে না। রাজ্যজুড়ে একই চিত্র। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শুনসান। ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা বুঝে গিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে কী ঘটে চলেছে। তারা কলেজে আসতেই চাইছে না।

দেখা যাবে, আর কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিলসমাধি ঘটছে। গবেষণা, শিক্ষাদীক্ষা সবই শেষ। তাছাড়া কসবা ল' কলেজ, সোনারপুর কলেজ, সুন্দরবন কলেজ, বেলঘরিয়ার ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজে নারী নির্যাতনের যেসব খবর আসছে, তাতে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কলেজগুলোর পচন শুরুই হয়েছে ভিতর থেকে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম নলেজ সোসাইটির কথা বলে গিয়েছেন। পড়াশোনা জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই নলেজ সোসাইটির সামনে এগিয়ে চলেছি।

**শান্তনু বসু, চাঁচল, মালদা।**

# প্রেমের ফাঁদ ও চেনা সামাজিক সংকট

নাবালিকাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদের বিপদে ফেলতে একটি চক্র সক্রিয়। সমস্যা মেটানোর কিন্তু উপায় আছে।

**সাহানুর হক**

সম্প্রতি কোচবিহার জেলার একটি ঘটনা। খবরের কাগজে পড়লাম, নাজিরহাটের এক নাবালিকাকে প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। প্রতিবাদে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চলল। এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এমন খবর এই প্রথম নয়। প্রতিদিন এমন অনেক খবরের দেখা মেলে বহু সংবাদমাধ্যমে। বর্তমান সমাজে নাবালিকাদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ক্রমেই এক বিপজ্জনক সামাজিক সংকটে পরিণত হচ্ছে দিন-দিন। একদিকে যেখানে প্রযুক্তির অগ্রগতি, সামাজিক মাধ্যমের বিস্তার এবং 'লাভ ম্যারেজ'-এর আধুনিক চিন্তাধারা তৈরি হয়েছে সমাজে, সেখানে অন্যদিকে এক শ্রেণির অপরাধী ও প্রবঞ্চক সুযোগ নিচ্ছে কিশোরীদের আবেগকে ব্যবহার করে।

নাবালিকারা সাধারণত কৈশোরে প্রবেশ করার সময় আবেগতাড়িত হয়, এবং এই সময়ে তাদের মানসিক পরিপক্কতা স্বভাবতই পুরোপুরি গড়ে ওঠে না। তাই তারা প্রেমকে দেখতে শুরু করে স্বপ্ন, নিরাপত্তা এবং মুক্তির পথ হিসেবে। এই আবেগকে কেন্দ্র করেই অনেক সময় কিছু পুরুষ প্রেমের ছলে তাদের ফাঁদে জড়ায়। মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে এই প্রেমের ফাঁদ দ্রুত তৈরি হয়, যা অভিভাবকরা অনেক সময় টেরই পান না।

এই পালিয়ে যাওয়া কেবল একটি ভালোবাসার গল্প তো নয়, বরং এর পেছনে অনেক সময় লুকিয়ে থাকে মানব পাচার, বাল্যবিবাহ, যৌন নিপীড়ন ও ভবিষ্যৎ ধ্বংসের মতো বিপজ্জনক পরিণতি। উত্তর হোক কিংবা দক্ষিণ, সবখানেই গ্রামাঞ্চল এবং আধা-শহুরে অঞ্চলে আজও অনেক জায়গায় দেখা যায়, নাবালিকারা প্রেমের প্রলোভনে ঘর ছাড়ে এবং পরে তারা নিপীড়িত হয় পাচারকারীদের হাতে। বিশেষ করে বর্তমান সমাজে এই ঘটনার হার ক্রমবর্ধমান, যার ফলে একদিকে পরিবারগুলো যেমন ভেঙে পড়ছে, তেমনি মেয়েদের জীবনে নেমে আসছে চরম দুর্দশাও।

প্রশ্ন ওঠে, কেন এই প্রবণতা? উত্তর খোঁজার সময় সমাজের দায় এড়ানো প্রায় অসম্ভব। অভিভাবকদের সঙ্গে মেয়েদের দূরত্ব, পরিবারে ভালোবাসার অভাব, শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য এবং সমাজে নারীর প্রতি অসম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি, এই সবকিছুই যেন এই সমস্যাকে আরও গভীর করে তুলছে। সেইসঙ্গে মিডিয়ার 'গ্ল্যামারাইজড লাভ স্টোরি' বা সিরিয়াল/ওটিটি-র প্রভাবও এই কল্পনার প্রেমকে অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব মনে করায়।

তবে যে কোনও সমাধানের জন্য কেবল আইন নয়, দরকার সামাজিক সচেতনতা, পারিবারিক বন্ধন মজবুত করা এবং মেয়েদের মানসিক ও যৌন শিক্ষার সুযোগকে বাড়িয়ে তোলা। স্কুল পর্যায়ে 'লাইফ স্কিল' শিক্ষা, ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা এবং 'গুড টাচ-ব্যাড টাচ' বিষয়ক আলোচনা প্রাথমিক স্তরেই জরুরি হয়ে পড়ে তখন। সুতরাং পালিয়ে যাওয়ার পর আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল সামাজিক বোকামি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তার থেকে বরং এই ভুল হওয়ার আগেই মেয়েদের নিজস্ব মত প্রকাশ ও স্বাধীনতার অধিকার দিতে হবে, যাতে তারা আবেগে নয়, যুক্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে শেখে সবসময়ই। বর্তমানের 'বিজি শিডিউল' সমাজের চাই এদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের বন্ধু হয়ে ওঠা, শুধুমাত্র 'নিয়ন্ত্রণ' নয়, বিশ্বাস, সাহচর্য ও সঠিক দিকনির্দেশের মাধ্যমে- তবেই এই প্রবণতাকে রোধ করা সম্ভবপর হবে। এইভাবেই প্রেমের ফাঁদে পড়ে নাবালিকাদের ঘর ছাড়ার প্রবণতা রুখে দেওয়া যেতে পারে সমাজ থেকে, যদি আমরা সকলে মিলে পরিবার, সমাজ এবং প্রশাসনিক স্তরে একসঙ্গে পদক্ষেপ করি।

*(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা)*

এআই।

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

## শব্দরঙ্গ ■ ৪১৯৪

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | | | |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | | ★ | ৫ | | ৬ | |
| ৭ | ৮ | ★ | ★ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ৯ | ★ | ★ | ১০ | ১১ |
| ১২ | | | | ★ | ১৩ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ১৫ | | | | ★ | ১৬ | | |

**পাশাপাশি** : ১। তলেতলে দুষ্টু, মিটমিটে ৩। মুখেমুখে প্রচারিত কথা, গুজব ৪। বড় ও গভীর পুকুর, দিঘি ৫। উজ্জ্বলতার প্রকাশ ৭। মাকড়সার ঝুল, কলঙ্ক ১০। তন্তুবায় রজক প্রভৃতি শিল্পকার ১২। রাতের মধ্যে ১৪। হলুদ বর্ণের মৌলিক পদার্থ ১৫। ক্রমাগত মাতালের মতো আচরণ, দাপাদাপি, দুরন্তপনা ১৬। রত্ন-এর কোমল ও কথ্যরূপ।

**উপর-নীচ** : ১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ২। পতাকা ৩। জয়ঢাক, প্রাচীন রণবাদ্য ৬। বেলফুল, বেলি ৮। বালি ৯। মনের ভাব, অভিপ্রায় বা চেষ্টা ১১। খেলার তাসের রং ১৩। কুমিরের আকৃতিবিশিষ্ট জলজন্তু।

**সমাধান ■ ৪১৯৩**

**পাশাপাশি** : ২। মার্গশির ৫। ধিক্কার ৬। মানমন্দির ৮। জাঠা ৯। কার ১১। মানানসই ১৩। দারক ১৪। গদাধর।

**উপর-নীচ** : ১। অধিরথ ২। মার ৩। শিঞ্জন ৪। ফাঁপর ৬। মাঠা ৭। মন্দির ৮। জাহান ৯। কাই ১০। দিবাকর ১১। মাকড় ১২। সওদা ১৩। দার।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মৃত ছাত্রীর ন্যায়বিচারের দাবিতে বিজেডির বিক্ষোভ ঠেকাতে জলকামানের ব্যবহার। বুধবার ভুবনেশ্বরে।

# ‘খুকি নও, আমি কী চাই বোঝো না’

**ভুবনেশ্বর, ১৬ জুলাই :** ওডিশার ফকির মোহন কলেজের নির্যাতিতা অগ্নিদগ্ধ ছাত্রীর মৃত্যুর পরই অভিযুক্ত অধ্যাপক সমীররঞ্জন সাহু এবং কলেজের অধ্যক্ষ দিলীপ কুমার ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যদিও অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ মানতে চায়নি কলেজের ইন্টারনাল কমপ্লেন্ট কমিটি (আইসিসি)। শুধুমাত্র অভিযুক্তকে অপসারণের সুপারিশ দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছে আইসিসি। সোমবার রাতে ভুবনেশ্বর এইমসে নির্যাতিতা মারা যান।

আইসিসির সদস্য মিনতি শেঠি বলেছেন, ‘সামান্য ভুল হলেই অভিযুক্ত অধ্যাপক প্রায়ই পড়ুয়াদের ক্লাসের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। দেরি করে আসার জন্য নিহত ছাত্রীটিকেও একবার ওই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ৩০ জুন সিমেস্টার পরীক্ষায় বসার অনুমতিও দেওয়া হয়নি তাঁকে। এর পরদিনই ওই ছাত্রীটি মানসিক ও শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ তুলেছিলেন।’ তিনি এও জানান, ‘অভিযুক্ত অধ্যাপক একবার ছাত্রীটিকে বলেছিলেন, তুমি কচি খুকি নও যে আমি কী চাই তা বুঝতে পারছ না। কিন্তু আমরা এই অভিযোগ প্রমাণ করতে পারিনি। এই ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করা অত্যন্ত কঠিন।’ আইসিসির সদস্য জয়শ্রী মিশ্র বলেছেন, ‘কলেজের ইন্টিগ্রেটেড বিএড বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অভিযুক্ত অধ্যাপক। তাঁর কঠোর পদক্ষেপের কারণে বহু পড়ুয়া নেতিবাচক উত্তর

## ছাত্রীর মৃত্যুতে উত্তাল ওডিশা

দিয়েছেন। তার ভিত্তিতেই ওই অধ্যাপককে অপসারণের সুপারিশ করা হয়েছে।’ কলেজের আইসিসির রিপোর্টে খুশি নন নিহত ছাত্রীর বাবা। রিপোর্টটিকে সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট বলে জানিয়েছেন তিনি।

এই অবস্থায় বুধবার ওডিশার রাস্তায় অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি এবং নিহত ছাত্রীর ন্যায়বিচারের দাবিতে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। বিধানসভার বাইরে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এর জেরে সচিবালয় সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনের বাইরে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। এদিন প্রতিবাদ মিছিল বের করেছিল যুব কংগ্রেসও। নিহত ছাত্রীর বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। পরে এক্সে তিনি লেখেন, ওডিশার বালেশ্বরে ন্যায়বিচারের লড়াইয়ে নেমে নিহত বাহাদুর ছাত্রীর বাবার সঙ্গে কথা বললাম। ওঁর কথায় নিজ কন্যার যন্ত্রণা, স্বপ্ন এবং সংঘর্ষ অনুভব করলাম। ওঁকে আমি আশ্বাস দিয়েছি, কংগ্রেস প্রতিটি পদক্ষেপে ওঁর পাশে থাকবে। যা হয়েছে সেটা অমানবিক এবং লজ্জাজনক শুধু নয়, গোটা সমাজকে আহত করেছে। নির্যাতিতার পরিবার যাতে ন্যায়বিচার পায় আমরা তা সুনিশ্চিত করব।’ বৃহস্পতিবার ওডিশা বনধের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস সহ একাধিক বিরোধী দল। অন্যদিকে নিহত ছাত্রীর ন্যায়বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছে বিজেডিও। তারা বালেশ্বর বনধের ডাকও দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি, শিক্ষামন্ত্রী সূর্যবংশী সুরযের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে তারা। এদিন বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের গোলা ফাটায়, জল কামান ব্যবহার করে।

## নিমিশার ফাঁসিই চায় ইয়েমেনি পরিবার

**সানা, ১৬ জুলাই :** ইয়েমেনে বন্দি ভারতীয় নার্স নিমিশা প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর আপাতত পিছিয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ইয়েমেনি প্রশাসন তা পিছিয়ে দেওয়ায় সাময়িক স্বস্তি মিলেছে।

ভারত এখনও কেরলীয় তরুণীকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বটে। তবে প্রিয়ার প্রাণরক্ষা করার একমাত্র পথ হল নিহত ইয়েমেনি নাগরিক তালাল আবদো মাহদির পরিবারের কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া।

এদিকে সংশ্লিষ্ট ইয়েমেনি পরিবার কোনও আপস-মীমাংসা মানতে নারাজ। নিহত মাহদির ভাই আবদেলফাত্তাহ মাহদি বলেছেন, ‘আমরা পরিষ্কার বলেছি, কোনও সমঝোতা নয়। আমরা প্রতিশোধ চাই। আর কিছু নয়।’ তাঁর অভিযোগ পরিবার শুধু নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকারই নয়, দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর আইনি লড়াইয়েও পিষ্ট হয়েছে।

যদিও রবিবার রাতে পরিস্থিতি নতুন এক মোড় নেয়। নিমিশার পরিবারের সদস্য ও সমর্থকরা শেষ মুহূর্তে নিহতের ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। নিমিশার আইনজীবী সুবাশ চন্দ্রনের মতে, ‘রাতভর কথা হয়েছে। সকালে ফাঁসি স্থগিত হয়। এতে কিছুটা সময় পাওয়া গিয়েছে পরিবারের মন গলানোর।’

ভারতীয় গ্র্যান্ড মুফতি এবং কেরলের শীর্ষস্থানীয় ইসলামি পণ্ডিত কান্তাপুরম এপি আবুবকর মুসালিয়ারও ইয়েমেনি শাসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে খবর। আরও আশার কথা, নতুন মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দিন এখনও ঘোষণা হয়নি।

## জেলেনস্কিকে উসকে ভোল বদল ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ১৬ জুলাই :** নিজের স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে ডিগবাজি খেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়ায় জোরকদমে হামলা চালাতে ইউক্রেনকে ইন্ধন দিয়ে একদিনের মধ্যে নিজের অবস্থান বদলালেন। মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে সংবাদমাধ্যমের কাছে সুর নরম করে ট্রাম্প বলেছেন, ‘রাশিয়াকে আক্রমণ করা ইউক্রেনের উচিত নয়।’ হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় ট্রাম্প তাঁকে ‘হত্যাকাণ্ড চালাতে উৎসাহ দেননি’। প্রেসসচিব ক্যারোলিন লেভিট বলেছেন, ‘রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।’ হোয়াইট হাউস একথা বললেও মস্কোর অভিযোগ, ইউক্রেনে বিপুল পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে আমেরিকা। সোমবার ট্রাম্প নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সহ কিভে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র পাঠাবে আমেরিকা। অস্ত্র সরবরাহের বিল মেটাবেন ইউরোপীয়রা।

ট্রাম্পের হঠাৎ ভোল বদলানোর বিষয়টি চমকে দেওয়ার মতো। জেলেনস্কিকে ৪ জুলাই ফোন করে ট্রাম্প প্রশ্ন করেছিলেন, ‘ঠিকঠাক অস্ত্র পেলে আপনি রাশিয়ার ভিতরে ঢুকে হামলা চালাতে পারবেন?’ উত্তরে জেলেনস্কি বলেছিলেন, ‘পারব। আপনি অস্ত্র দিন।’

# বাংলাদেশ ফের তপ্ত, গুলিতে নিহত ৪

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ১৬ জুলাই :** ইউনূস সরকারের মদতে ক্ষমতা প্রদর্শন করতে গিয়ে কার্যত পালিয়ে বাঁচলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীরা। তাঁদের নিরাপত্তা দিতে হিমসিম খেতে হল সেনা-পুলিশকে। বুধবার বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে আওয়ামী লিগের প্রতিরোধ এতটাই তীব্র ছিল যে নিজেদের গাড়ি ছেড়ে সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির ভিতরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন হাসনত আবদুল্লা, সার্জিস আলমের মতো এনসিপি নেতারা। দিনভর চলা সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক।

এনসিপির ‘মার্চ টু গোপালগঞ্জ’-কে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে তার আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এদিন সকালে পুলিশের কড়া পাহারায় ঢাকা থেকে এনসিপি নেতাদের বিরাট কনভয় গোপালগঞ্জে ঢোকার চেষ্টা করে। আগে থেকেই শহরের রাস্তা অবরোধ করে রেখে ছিলেন আওয়ামী লিগের শত শত কর্মী-সমর্থক। কার্যত গোটা গোপালগঞ্জ পথে নামে। বঙ্গবন্ধু এবং শেখ হাসিনার সমর্থনে স্লোগান দেওয়া বিশাল জনতাকে সরিয়ে সভাস্থল পর্যন্ত পৌঁছোতে বেগ পেতে হয় এনসিপি নেতাদের। তাঁরা সভায় পৌঁছোনোর আগেই সেখানে ঢুকে দর্শকদের জন্য পাতা চেয়ার এবং মঞ্চ তছনছ করে দেয় ছাত্রলিগের হাজারের বেশি কর্মী। পরে অবশ্য পৌর পার্কের ওই জায়গাতেই সভা করেন সার্জিস, হাসনতরা। সভা শেষ হতে না হতে আওয়ামী লিগ, ছাত্রলিগ ও যুবলিগের কর্মীরা সভাস্থল ঘিরে ফেলেন। তাঁদের ঠেকাতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ও গুলি ছুড়তে থাকে সেনা-পুলিশ। এর পর পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।

দফায় দফায় হামলা, সংঘর্ষ, অগ্নি সংযোগ ও গুলির শব্দে গোপালগঞ্জ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশের গাড়ি, একাধিক মোটরবাইক ভাঙচুর ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লিগ-ছাত্রলিগের দফায় দফায় ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলে। সন্ধ্যার পরেও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

আওয়ামি লিগের হামলার পর পালান এনসিপি’র নেতারা। গোপালগঞ্জে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শহরে কার্ফিউ বলবৎ থাকবে। এদিনের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন গোপালগঞ্জ জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ১০ জন গুরুতর আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

## ময়মনসিংহে ভিটে সংস্কারে আগ্রহী ভারত

**নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৬ জুলাই :** ময়মনসিংহে খণ্ডহরে পরিণত হওয়া বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটের সংস্কারে শরিক হতে আগ্রহ প্রকাশ করল মোদি সরকার। মঙ্গলবার জানা গিয়েছিল, সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটেটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। খবরটি জানাজানি হতেই একরাশ ক্ষোভ প্রকাশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ঘটনায় ঢাকাকে সাউথব্লকের তরফে বার্তা, ‘আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, ময়মনসিংহে বরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক এবং সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটে যা তাঁর দাদু তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নামে ছিল সেটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের হাতে থাকা ওই সম্পত্তিটি বর্তমানে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে।’ ওই

### উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি রক্ষার চেষ্টা

ঐতিহাসিক বাড়িটির সংস্কার ও পুনরুদ্ধারের আবেদন জানিয়ে সবরকম সহযোগিতার বার্তাও দিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রক বলেছে, ‘ওই বাড়িটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু বাড়িটি সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রতীক, তাই ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে বাড়িটি মেরামত ও সংস্কার করে সাহিত্যের জাদুঘর ও ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে রক্ষা করাই উচিত। এই ব্যাপারে ভারত সরকার সমস্ত প্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত।’

এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় মুখ খুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘এটি বাঙালির আবেগ ও বিবেকের ওপর আঘাত এবং শিল্প-সংস্কৃতিতে পরিবারের অতুলনীয় অবদানের প্রতি অবজ্ঞা। আমি বাংলাদেশ সরকারকে এই কঠোর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার ও এই সাংস্কৃতিক নিদর্শনটি রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ করার আহ্বান জানাচ্ছি।’

# হিমন্তকে জেলে ভরার হুঁশিয়ারি

**গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই :** অসমের মাটিতে দাঁড়িয়ে অসমেরই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে জেলে ভরার হুঁশিয়ারি দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বুধবার কামরূপে কংগ্রেসের একটি জনসভায় তিনি বলেন, ‘আমি না বুঝে কোনও কথা বলি না। আমি যা বলি সেটাই হয়। আমি আপনাদের বলছি, কিছু সময়ের মধ্যে এই মিডিয়াই আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে জেলে যেতে দেখাবে। জেল যাওয়া থেকে ওঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কেউই বাঁচাতে পারবেন না।’ রাহুলের তোপ, ‘অসমের মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে অসমের রাজা মনে করেন। কিন্তু টিভিতে ওঁকে যদি ভালো করে দেখা যায় তাহলে দেখবেন ওঁর মধ্যে ভয় আছে। কারণ উনি জানেন, কংগ্রেসের বব্বর শেররা একদিন না একদিন ওঁকে ধরে জেলের ভিতর ঢুকিয়ে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানেন উনি এবং ওঁর পরিবার যে দুর্নীতি করেছেন একদিন অসমের জনতাকে তার হিসেব দিতে হবে।’ অসমে ২০২৬-এ কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে বলে দাবি করেন রাহুল।

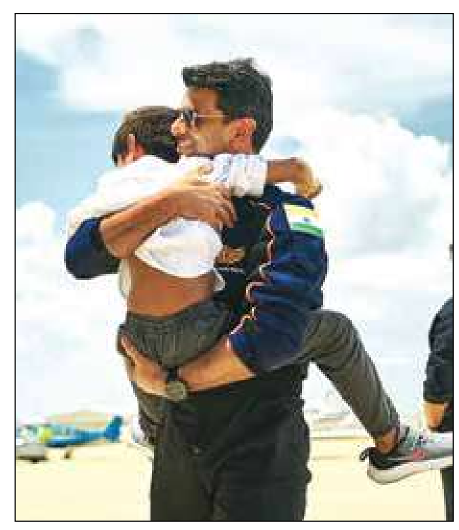

**তেরে মেরে মিলন কী ইয়ে র‍্যায়না :** *আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ১৮ দিন কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন ভারতীয় নভশ্চর গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। বুধবার (১৬ জুলাই) হিউস্টনে নিভৃতবাসে থাকাকালীন স্ত্রী কামনা শুক্লা ও ছয় বছরের পুত্র কাশের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। দেখামাত্রই তিনি এক মুখ হাসি নিয়ে জড়িয়ে ধরেন স্ত্রীকে। তারপরই কোলে তুলে নেন কাশ-কে। কামনা জানিয়েছেন, এতদিন পর স্বামীর ঘরে ফেরাই এখন সবচেয়ে বড় উৎসব। তাঁর কথায়, ‘ওর পছন্দের খাবার রেঁধেছি। জানি, মহাকাশে গিয়ে ও ঘরের খাবার খুবই মিস করেছে।’*

# বাসে প্রসব, শিশুকে ছুড়ে ফেললেন মা

**পুনে, ১৬ জুলাই :** চলন্ত বাসে সন্তান প্রসবের পর তাকে প্লাস্টিকে মুড়ে জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে মহারাষ্ট্রের পার্বণী এলাকায়। ওই মহিলা ও তাঁর পুরুষসঙ্গীকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ ১৯ বছরের এক গর্ভবতী তরুণী চলন্ত বাসে সন্তান প্রসবের পর সদ্যোজাত শিশুকে জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলে তার মৃত্যু হয়। পাথরি-সেলু রোডের এই ঘটনায় স্থানীয় মানুষ ও প্রশাসন রীতিমতো হতবাক। বাসে পুনে থেকে পার্বণী যাচ্ছিলেন ঋতিকা ধীরে নামে ওই তরুণী ও তাঁর সঙ্গী আলতাফ শেখ। তিনি নিজেকে ঋতিকার স্বামী বলে দাবি করলেও বিয়ের প্রমাণপত্র কিছু দেখাতে পারেননি পুলিশকে। যাত্রাপথে ঋতিকার প্রসব বেদনা ওঠে এবং বাসেই একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আলতাফের সহায়তায় শিশুটিকে কাপড়ে মুড়ে চলন্ত বাসের জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেন ঋতিকা। বাসচালক জানলার বাইরে কিছু পড়তে দেখে তা জানান সহকারী কন্ডাক্টরকে। বাস থামিয়ে তিনি আলতাফের কাছে জানতে চান, জানলা দিয়ে কী ফেলা হয়েছে? আলতাফ বলেন, তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। তিনি বমি করেছেন। সেটাই ফেলা হয়েছে।

তবে স্থানীয় এক বাসিন্দা চোখের সামনে ঘটনাটি দেখতে পেয়ে সন্দেহ হওয়ায় কাছে গিয়ে শিশুটিকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবর দেন পুলিশকে। খবর পেয়ে টহলদার পুলিশ বাসটিকে ধাওয়া করে আটক করে দম্পতিকে। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করেন যে, আর্থিক অসুবিধার কারণে শিশুটিকে লালনপালন করা সম্ভব নয় বুঝেই এই কাজ করেছেন।

# অষ্টমের বইয়ে ‘মোগল বর্বরতা’

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই :** এনসিইআরটি অষ্টম শ্রেণির সমাজ বিজ্ঞানের বইয়ে বেশ কিছু বদল এনেছে। বইয়ে গুরুত্ব পেয়েছে সুলতানি এবং মোগল আমলের ‘নৃশংসতা’ এবং ‘অসহিষ্ণুতা’। একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সতর্কীকরণ। যেখানে বলা হয়েছে, ‘অতীতের ঘটনাগুলির জন্য এখন কাউকে দায়ী করা যায় না।’

সতর্কীকরণ সহ সুলতানি-মোগল যুগের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ নিয়ে শিক্ষাবিদ মহলে আলোচনা চলছে। বইয়ে মোগল সম্রাট বাবরকে ‘নৃশংস বিজয়ী’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে লেখা, বাবর বিজিত শহরগুলির বাসিন্দাদের হত্যা করতেন। আকবরের শাসনকালকে বর্বরতা এবং সহনশীলতার মিশ্রণ বলা হয়েছে। একাধিক মন্দির ও গুরদোয়ারা ধ্বংসের জন্য দায়ী করা হয়েছে ঔরঙ্গজেবকে। বইয়ের ‘রিশেপিং ইন্ডিয়াস পলিটিক্যাল ম্যাপ’ অধ্যায়ে দিল্লিতে মুসলিম শাসনের উত্থান-পতনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। দিল্লিতে মুসলিম শাসকদের উত্থান-পতন, বিজয় নগর সাম্রাজ্য, মারাঠা এবং শিখদের উত্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে হিন্দু ও শিখদের ধর্মস্থানগুলি আক্রান্ত হওয়ার বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে।

এনসিইআরটির বক্তব্য, বহু ঘটনা ভারতীয় ইতিহাসে ছাপ রেখে গিয়েছে। এগুলি অন্তর্ভুক্ত করে ইতিহাসের কিছু অন্ধকার যুগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বইয়ে যে ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি ভারসাম্যযুক্ত এবং পুরোপুরি প্রমাণ ভিত্তিক। সংস্থাটি আরও বলেছে, ‘ইতিহাসের কিছু অন্ধকার যুগের বিবরণ ছাড়াও, একটি অধ্যায়ে সতর্কতামূলক নোট যুক্ত করা হয়েছে।

# গান্ধির ছবি বিক্রি পৌনে ২ কোটি টাকায়

**লন্ডন, ১৬ জুলাই :** মহাত্মা গান্ধির বিরলতম প্রতিকৃতি নিলামে বিক্রি হল পৌনে ২ কোটি টাকায়।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির জীবনের বিরল মুহূর্ত ধরা পড়েছিল এক বিদেশি চিত্রশিল্পীর তুলিতে। সেই বিরল তেলরঙের ছবিটি ১৫ জুলাই লন্ডনের বনহামস নিলামে ভারতীয় মুদ্রায় ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার বেশি (১ লক্ষ ৫২ হাজার ৮০০ পাউন্ড) দামে বিক্রি হয়েছে।

এই ছবি এঁকেছিলেন ব্রিটিশ শিল্পী ক্লেয়ার লিটন, ১৯৩১ সালে। গান্ধি তখন লন্ডনে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় দফায় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। সাংবাদিক হেনরি নোয়েল ব্রেলসফোর্ডের মাধ্যমে লিটনের সঙ্গে পরিচয় হয় গান্ধির। কয়েকদিন বসে সরাসরি গান্ধির ছবি আঁকার সুযোগ পেয়েছিলেন লিটন—যা গান্ধি জীবদ্দশায় দ্বিতীয়বার করেছেন কি না জানা যায় না!

লিটনের আঁকা ছবিটি তখনই বেশ সাড়া ফেলেছিল। লন্ডনের স্যাকভিল স্ট্রিটের আলবেনি গ্যালারিতে প্রদর্শনী হয়। সেখানে বহু সাংসদ, শিল্পী, সাংবাদিক ভিড় করেছিলেন গান্ধির সরলতা আর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের পোর্ট্রেটটি দেখতে। গান্ধির সচিব মহাদেব দেশাই তখন লিটনকে চিঠি লিখে বলেন, ‘আপনি কয়েকদিন ধরে যেভাবে এই ছবি এঁকেছেন, তাতে গান্ধিজির রাগ করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। তিনি খুশিই হয়েছেন।’

১৯৩১ সালে আঁকা গান্ধির প্রতিকৃতি।

তারপর বহু বছর এই পোর্ট্রেটের কোনও খোঁজখবর ছিল না। ১৯৭৮ সালে বস্টন পাবলিক লাইব্রেরিতে আবার ছবিটি দেখা যায়। শোনা যায় ১৯৭৪ সালে এক ‘জাতীয়তাবাদী’ ব্যক্তি নাকি গান্ধির ছবিটি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও সেই ঘটনার লিপিবদ্ধ কোনও প্রমাণ কোথাও নেই। তবে তখনই যে লায়ম্যান অ্যালিন মিউজিয়ামে ছবিটি ‘মেরামত’ (রেস্টোরেশন) করা হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে।

শিল্পী ক্লেয়ার লিটন ১৯৮৯ সালে মারা যাওয়ার পর গান্ধির প্রতিকৃতিটি তাঁর পরিবারের কাছেই ছিল। এই প্রথমবার ছবিটি বনহামসের নিলামে উঠল। আর তার যা দাম উঠল, তা চমকে দিয়েছে নিলামঘরের খোদ মালিককেও!

আর হ্যাঁ, ওই একই নিলামে ১৯ শতকের ভারত, সিঙ্গাপুর আর থাইল্যান্ডের ৬১টি বিরল ছবি-সংবলিত আরেকটি সংগ্রহও বিক্রি হয়েছে মাত্র ১২ লক্ষ টাকায়।

## নাবালিকা ধর্ষণে ধৃত ৪

**লখনউ, ১৬ জুলাই :** চার ছাত্রের হাতে নিজের বাড়িতেই গণধর্ষিতা হল এক নাবালিকা। এমন অভিযোগই উঠল। নিগৃহীতা উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার কবি নগরের বাসিন্দা। সে নবম শ্রেণিতে পড়ে। অভিযুক্তদের দু’জন তার স্কুলেরই। একজন তার ক্লাসের সহপাঠী। অভিযুক্তদের একজনের বয়স ১৪। দু’জন এগারো ক্লাসে পড়ে। একজন দশম শ্রেণির। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে।

বুধবার এসিপি (কবিনগর) ভাস্কর ভার্মা জানিয়েছেন, নাবালিকার বাবা চারজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭০(২) গণধর্ষণ ও পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। নিগৃহীতার মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট এখনও মেলেনি।

## দৌড়বীরের মৃত্যু ধৃত অনাবাসী

**চণ্ডীগড়, ১৬ জুলাই :** বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা গাড়ির ধাক্কায় পঞ্জাবের দৌড়বীর ফৌজা সিংয়ের মৃত্যুতে এক অনাবাসীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম অমৃত সিং ধিলোঁ। বছর তিরিশের এই তরুণ কানাডায় থাকেন। সম্প্রতি ভারতে এসেছেন। বিয়ান পিন্ডের কাছে জলন্ধর-পাঠানকোট হাইওয়ে পার হওয়ার সময় তাঁর ফরচুন-এসইউভি ১১৪ বছর বয়সি ম্যারাথন রানার ফৌজা সিংকে ধাক্কা মেরেছিল।

# লক্ষ মৃতের আধার কার্ড সক্রিয়

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই :** ভারতে পরিচয়পত্র হিসাবে আধার কার্ডের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৪ বছর আগে। অথচ এখনও পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে মাত্র ১.১৫ কোটি আধার কার্ড। দেশে বাৎসরিক মৃত্যুর সংখ্যার চেয়ে যা অনেক কম। অর্থাৎ, মৃতদের সিংহভাগের আধার কার্ড এখনও সক্রিয় রয়েছে। আরটিআইয়ের মাধ্যমে করা একটি আবেদনের ভিত্তিতে যে তথ্য সামনে এসেছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। মৃতদের আধার কার্ড অপব্যবহারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা।

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (ইউআইডিএআই) তথ্য বলছে, ২০২৫-এর জুন পর্যন্ত দেশে আধার কার্ড ধারকের সংখ্যা ১৪২.৩৯ কোটি। রাষ্ট্রসংঘের হিসাবে, ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪৬.৩৯ কোটি। আবার ভারত সরকারের সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম অনুযায়ী ২০০৭-’১৯-এর মধ্যে ভারতে প্রতি বছর গড়ে ৮৩.৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে। গত কয়েক বছরে সংখ্যাটা আরও বাড়ার কথা। বিশেষ করে কোভিড সংক্রমণের বছরগুলিতে। কিন্তু ইউআইডিএআইয়ের তথ্য বলছে, আধার কার্ড চালু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১.১৫ কোটি আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। সিভিল রেজিস্ট্রেশনের হিসাবে কয়েক কোটি মানুষের মৃত্যু হলেও আধারের নিরিখে মৃতের সংখ্যা এক কোটির সামান্য বেশি। অর্থাৎ, মৃতদের ১০ শতাংশের কম জনের আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। ফলে ১৪ বছর আগে মারা গিয়েছেন এমন ব্যক্তিও আধার কর্তৃপক্ষের নথিতে ‘জীবিত’ রয়ে গিয়েছেন।

মৃতের সংখ্যার অনুপাতে আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করার হার এত কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছে ইউআইডিএআই। ভারত সরকারের অধীন সংস্থাটি জানিয়েছে, আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করার বিষয়টি একটু জটিল। এজন্য তাদের রাজ্য সরকারের জারি করা মৃত্যু শংসাপত্র, হাসপাতালের রেকর্ড এবং পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে আধার পোর্টালে আপলোড করা তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলে আধার কার্ড বাতিল করা যায় না।

উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরা মৃতদের আধার কার্ড অপব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। মৃতদের আধার কার্ড ব্যবহার করে সরকারি প্রকল্পগুলিতে বিশেষ করে ভরতুকি যুক্ত পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মৃত ব্যক্তির নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হতে পারে। সমস্যা হতে পারে জনগণনায়। এই সম্ভাবনা ঠেকাতে আধার ডেটাবেস ও মৃত্যুর রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন। রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে ইউআইডিএআইয়ের সমন্বয় বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

# রজঃচক্রের খুঁটিনাটি

শুভ্রা ব্যানার্জী, *শিক্ষক*
*বেলতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়*
*কলকাতা*

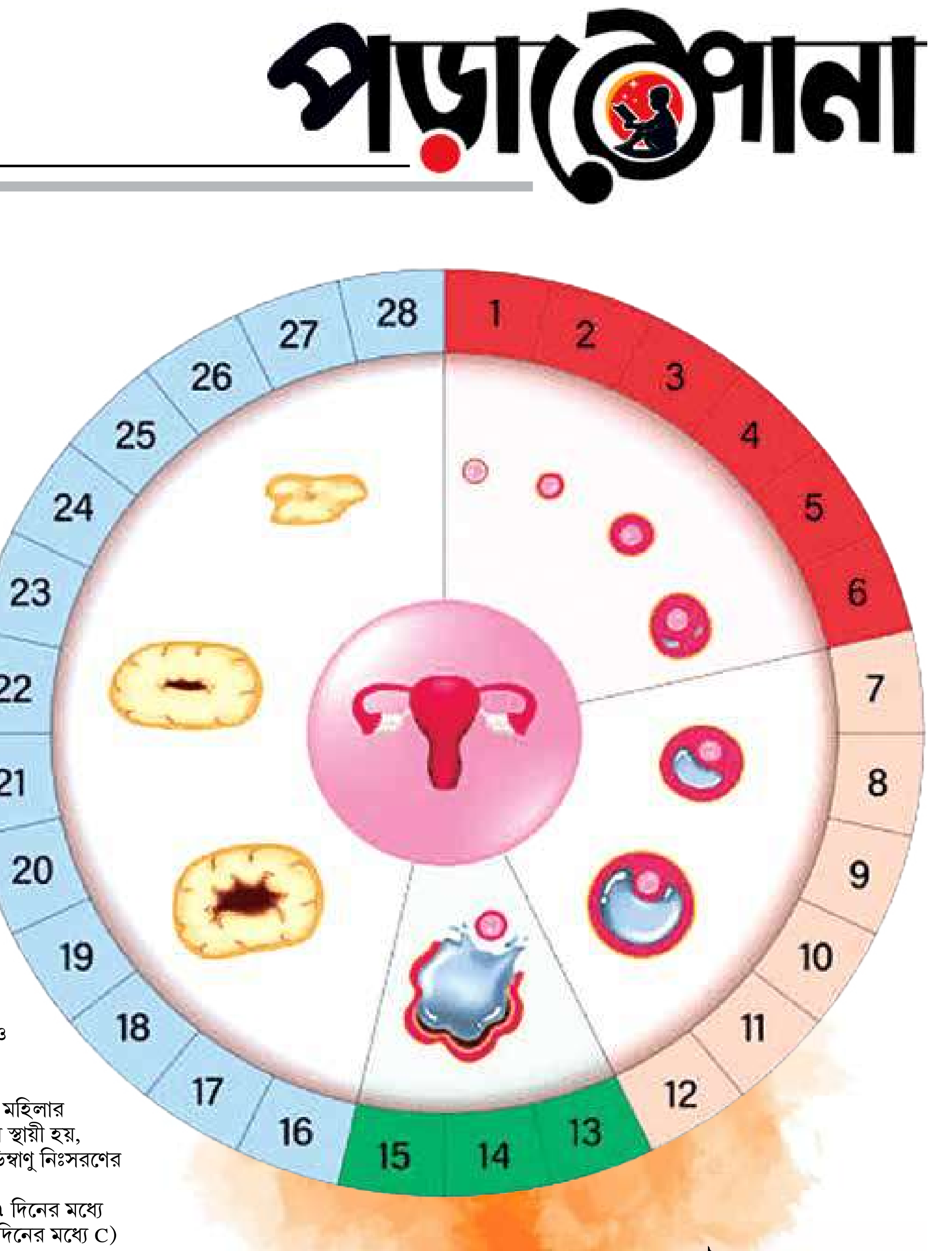


**উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা তৃতীয় সিমেস্টার**

1) কোন হরমোনের অভাবে প্রত্যক্ষভাবে রজঃচক্রের সূচনা হয়?
A) প্রোজেস্টেরন
B) ইস্ট্রোজেন
C) FSH
D) FSH-RH
উত্তর : A) প্রোজেস্টেরন

2) মানুষের স্বাভাবিক রজঃচক্রের কোন দিনে LH -এর ক্ষরণ সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়?
A) ১৪তম দিনে
B) ২০তম দিনে
C) পঞ্চম দিনে
D) ১১তম দিনে
উত্তর : A) ১৪তম দিনে

3) মানুষের রজঃচক্রের সিক্রেটারি ফেজ(Secretory phase) বলা হয়—
A) লুটিয়াল ফেজ এবং প্রায় 6 দিন স্থায়ী হয়
B) ফলিকিউলার ফেজ এবং প্রায় 6 দিন স্থায়ী হয়
C) লুটিয়াল ফেজ এবং প্রায় 13 দিন স্থায়ী হয়
D) ফলিকিউলার ফেজ এবং প্রায় 13 দিন স্থায়ী হয়
উত্তর : C) লুটিয়াল ফেজ এবং প্রায় 13 দিন স্থায়ী হয়

4) স্বাভাবিক ক্ষেত্রে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার দেহ থেকে বছরে ক'টি ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়?
A)6
B)8
C)1
D)12
উত্তর : D) 12

5) কোনও মহিলার যৌন জীবনকালে সাময়িকভাবে রজঃস্রাব বন্ধ হওয়াকে বলা হয়—
A) মেনোরিয়া
B) ডিসমেনোরিয়া
C) অ্যামেনোরিয়া
D) মেনোপজ
উত্তর : C) অ্যামেনোরিয়া

6) সাধারণত একজন মহিলার last menstrual period থেকে শিশুর জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়কাল ২৮০ দিন। এই ২৮০ দিন সময়কালকে কী বলা হয়?
A) জেশটেশন পিরিয়ড
B) টেরাটোজেনি পিরিয়ড
C) ওয়াটার ব্রেকিং পিরিয়ড
D) পারচুরিশন পিরিয়ড
উত্তর : A) জেশটেশন পিরিয়ড

7) post ovulatory phase -এ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হল-
A) FSH
B) HCG
C) ইস্ট্রোজেন
D) প্রোজেস্টেরন
উত্তর : D) প্রোজেস্টেরন

8) ডিসমেনোরিয়া হল —
A) মহিলার রজঃস্রাব শুরু হওয়া
B) মহিলার অসহ্য ও যন্ত্রণাদায়ক রজঃস্রাব
C) মহিলার রজঃস্রাব বন্ধ হওয়া
D) অধিক সময় ধরে মহিলার রজঃস্রাব
উত্তর : B) মহিলার অসহ্য ও যন্ত্রণাদায়ক রজঃস্রাব

9) ইস্ট্রাস চক্র ঘটে—
A) সব স্তন্যপায়ীদের B) প্রাইমেট ছাড়া সব স্ত্রী স্তন্যপায়ীদের
C) শুধুমাত্র স্তন্যপায়ী পুরুষদের
D) প্রাইমেটদের
উত্তর : B) প্রাইমেট ছাড়া সব স্ত্রী স্তন্যপায়ীদের

10) কোথায় 'রজঃস্রাবীয় তরল' উৎপন্ন হয়?
A) ফ্যালোপিয়ান নালি
B) জরায়ু গাত্র
C) টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া
D) ডিম্বাশয়ের প্রাচীর
উত্তর : B) জরায়ু গাত্র

11) রজঃচক্রের 'প্রোলিফারেটিভ দশা' (proliferative phase) নিয়ন্ত্রণ করে—
A) ইস্ট্রোজেন, FSH
B) ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন
C) ইস্ট্রোজেন LH
D) কেবলমাত্র প্রোজেস্টেরন
উত্তর : A) ইস্ট্রোজেন, FSH

12) সাধারণত মেয়েদের 10 থেকে 12 বছর বয়সে রজঃস্রাব শুরু হওয়াকে বলা হয়—
A) মেনার্কি
B) মেনোপজ
C) অ্যামেনোরিয়া
D) ডিসমেনোরিয়া
উত্তর : A) মেনার্কি

13) 40 থেকে 50 বছর বয়সে মহিলাদের রজঃস্রাব নিবৃত হওয়াকে বলা হয়—
A) মেনোপজ B) মেনার্কি
C) অ্যামেনোরিয়া D) ডিসমেনোরিয়া
উত্তর : A) মেনোপজ

14) Assertion (A) : প্রোজেস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেন অগ্র পিটুইটারি থেকে FSH এবং LH হরমোন নিঃসরণে বাধা দেয় Negative feedback পদ্ধতিতে
Reason (R) : লুটিয়াল দশায় LH কর্পাস লুটিয়ামকে উদ্দীপিত করে প্রোজেস্টেরন ক্ষরণে
সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :
A) A সঠিক কিন্তু R ভুল
B) A ভুল কিন্তু R সঠিক
C) A ও R উভয়ই সঠিক কিন্তু R, A -এর সঠিক ও যথাযথ ব্যাখ্যা নয়
D) A ও R উভয়ই সঠিক এবং R হল A -এর সঠিক ও যথাযথ ব্যাখ্যা
উত্তর : D

15) যদি কোনও মহিলার রজঃচক্র গড়ে ৩৫ দিন স্থায়ী হয়, সেক্ষেত্রে মহিলাটির ডিম্বাণু নিঃসরণের সময়কাল হবে—
A) ১৩ থেকে ১৭ দিনের মধ্যে
B) ৯ থেকে ১২ দিনের মধ্যে C) ২৭ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে
D) ২০ থেকে ২১ দিনের মধ্যে
উত্তর : D)

# ইংরেজিতে নম্বর তোলার কৌশল

প্রদ্যুৎ রাজগুরু, *শিক্ষক*
*সেন্ট ইগনাসিয়াস উচ্চবিদ্যালয়*
*মজলিশপুর, উত্তর দিনাজপুর*

**মাধ্যমিক প্রস্তুতি**

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সকলেই জানো seen অংশ থেকে ২০ নম্বরের প্রশ্ন থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য থাকবে সেই ২০ নম্বরই যাতে আমরা পেতে পারি। সেই নম্বর পেতে তোমাদের কী করতে হবে, সেই নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে আজ বিস্তারিত আলোচনা করছি।

প্রথমেই আমরা জানব ২০২৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন কোন গল্প ও কবিতা গুরুত্বপূর্ণ। গল্পের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল - The runway kite, Father's help and The passing away of Bapu. এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কবিতাগুলি হল- The snail, My Own True Family and Fable

এইবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য Our Runway kite গল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এখন তোমাদের কাছে আমি তুলে ধরব, এই গল্প থেকে কোন ধরনের প্রশ্ন হতে পারে তার একটি করে উদাহরণ।

**Our Runway Kite**

A) Tick the correct alternative:
1) they had to hurry to------
a) make a kite, b) bring the kite, c) mend the kite, d) write their names on the kite
Ans: c

B) complete the following sentence with information from the text :
1) when the narrator tripped and fell over the rocks----
Ans: his elbow went clear through the kite, making a big hole.

C) write 'T' for True and 'F' for False with supporting sentences
1) people of the mainland thought that they would be alone.
Ans: True
S.S. They said we must be lone some over there.

D) answer the following question:
1) 'we live on the Big Half Moon island'-----who are referred to as 'we' here?
Ans: Here the word 'we' referred to Father, Claude and narrator and Aunt Esther and Mimi and Dick.

ঠিক এই ভাবেই কবিতার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্নগুলি তোমাদের তৈরি করতে হবে।

**The Snail**

1) Tick the correct alternative:
A) the word 'imminent' means---
a) never to happen b) danger c) about to happen d) has already happened
Ans: C
B) with his private state of being the snail is----
a) dissatisfied b) restless c) joyous d) satisfied
Ans: d

2) answer the following question:
a) How does it react when he meets anyone at the banquet?
Ans: The snail feeds faster when he meets anyone at the banquet.

আমরা লক্ষ্য করেছি প্রশ্ন-উত্তর লেখার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ছাত্ররা প্রশ্নটি যে tense-এ আছে সেই tense-এ উত্তর না দিয়ে শুধুমাত্র seen অংশ থেকে বাক্য লিখে দেবার চেষ্টা করে। ভালো নম্বর তোলার জন্য এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। তাই পরীক্ষার্থীদের বলব, প্রশ্ন যদি past tense-এ করা হয় উত্তরটিও past tense-এ দেবার চেষ্টা করবে।

# রোমান্টিকতাবাদ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ

ডঃ তনুশ্রী সরকার, *সহকারী অধ্যাপক, এসআরএম ইউনিভার্সিটি, গ্যাংটক*

**একাদশ শ্রেণি ইংরেজি**

রোমান্টিসিজম বা রোমান্টিকতাবাদ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন যা সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, শিল্প, সমালোচনা এবং ইতিহাস লিখনের ক্ষেত্রে এক নবধারার সৃষ্টি করে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই আন্দোলন সক্রিয় ছিল।

রোমান্টিকতাবাদের মূল বিষয়বস্তু ছিল যুক্তিহীনতা, কল্পনা, স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং লৌকিকতা বহির্ভূত স্বজ্ঞা। রোমান্টিক সাহিত্যিকরা চেতন মনের তুলনায় অবচেতন মনকে প্রাধান্য দিতেন। রোমান্টিক যুগ(১৭৯০-১৮৩০) ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় যুগ। রোমান্টিকতাবাদ বলতে মূলত প্রেমের বিষয়বস্তু বোঝায় -এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। এই যুগের সাহিত্য শুধুমাত্র প্রেমকে কেন্দ্র করে নয় বরং তা বহুমাত্রিক। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের বহিঃপ্রকাশ, নৈসর্গিক রহস্যময় রূপবৈচিত্র্য, আধ্যাত্মিকতা, সুপার ন্যাচারালিজম বা অতিপ্রাকৃতিক বিষয়বস্তু ইত্যাদি রোমান্টিক যুগের সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ 'রিটার্ন টু নেচার' হিসেবেও পরিচিত। রোমান্টিক স্কুলের কবিরা হলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলেরিজ, বায়রন, শেলি, কিটস প্রমুখ প্রত্যেকেই প্রকৃতিকে তাঁদের কবিতা এবং সাহিত্যের উৎস হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন।

রোমান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ -
১. প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা।
২. নগর জীবনের প্রতি অনীহা।
৩. রহস্য এবং সুপার ন্যাচারালিজমের প্রতি আকর্ষণ।
৪. কবির স্বতঃস্ফূর্ত মনের সাবলীল প্রকাশ।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন একজন অন্যতম ইংরেজি রোমান্টিক কবি। মূলত ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক ধারা প্রবর্তক হলেও তিনি 'প্রকৃতির কবি' বা নেচার পোয়েট নামে সর্বাধিক পরিচিত। তিনি কবিতা লিখনের নতুন ধারার প্রচলন করেন যেখানে কবিতার বিষয়বস্তু 'Layman' বা 'সাধারণ মানুষ'। সৌন্দর্যের সাবলীল, সাধারণ অথচ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক রূপকে কবিতার ভাব ও শব্দের মাধ্যমে তিনি এক অনবদ্য অবয়ব দান করেন।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কিছু বিখ্যাত কবিতা হল : 'The Daffodils', 'Tintern Abbey', 'The Prelude', 'The World is too much with us' ইত্যাদি।

'Composed upon Westminster Bridge' হল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি পেট্রাকান সনেট যা ভোরে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে দেখা লন্ডন এবং টেমস নদীর বর্ণনা দেয়। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৭ সালে 'পোয়েমস' সংকলনে।

লন্ডন শহরজুড়ে ভোরের অচেনা সৌন্দর্য কবিকে ছুঁয়ে গিয়েছে। এই কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ দিনের হইচই ও ব্যস্ততা শুরু হওয়ার আগেই তাঁর শহরের বিশুদ্ধ ও সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। সকালের অতুলনীয় সৌন্দর্যে কবি অভিভূত হয়েছিলেন যা শহরকে প্রশান্তিতে মুড়ে দেয়। সকালবেলা লন্ডন শহরকে শান্ত ও নীরব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা দিনের অন্য সময় সাধারণত কোলাহলপূর্ণ থাকে। ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে দেখা লন্ডন শহরকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ একটি নির্মল ও সুন্দর স্থান হিসেবে উপলব্ধি করেছেন। শহরের অট্টালিকা, গির্জা এবং অন্যান্য স্থাপত্যকর্মকে তিনি সৌন্দর্যের অংশ হিসেবে দেখেছেন। কবিতায় কবি তাঁর বিশ্লেষণের দ্বারা শান্ত শহরের ভোরবেলার দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি এই মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে মন্তব্য করেছেন, এই দৃশ্য এতটাই নৈসর্গিক যে কোনও ব্যক্তিকে তাঁর অনুভূতি থেকে বিরত রাখতে পারে না এবং অনুভূতিহীন ব্যক্তি একমাত্র এই সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবেন না। সকালের সৌন্দর্য দেখে মনে হয় শহরটি প্রকৃতির চাদর জড়িয়ে রয়েছে। আশপাশের স্থাপত্যকলা, গম্বুজ, থিয়েটার, গির্জা এবং আকাশের সাথে মিশে যাওয়া কুয়াশাহীন মাঠগুলিকে শান্ত এবং নির্মল দেখায় এবং উজ্জ্বল করে তোলে।

কবি লক্ষ করেছেন যে, সূর্য এর আগে কখনও এত সুন্দর রশ্মি বিকিরণ করেনি, যা পাহাড় এবং উপত্যকাকে ঝিলমিলে আলোয় ভরিয়ে দেয়। এত শান্তি এর আগে কখনও অনুভব করেননি। টেমস নদী তার নিজের গতিতে বয়ে যায়। বাড়িগুলি এখনও শহরের মাঝে ঘুমিয়ে আছে বলে মনে হয়। এই কবিতাটি ঘুমিয়ে থাকা শহরের জেগে ওঠার প্রাকমুহূর্তের সৌন্দর্যকে বর্ণনা করে। এটি আমাদের চারপাশের প্রকৃতিকে একবার দিন শুরুর আগে রোমন্থন করে নিতে অনুপ্রাণিত করে।

এভাবেই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর অধিকাংশ কবিতার মাধ্যমে প্রকৃতি অর্থাৎ 'রিটার্ন টু নেচারকে' তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির মনমুগ্ধকর পর্যবেক্ষণ এবং আধ্যাত্মিকতা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের মেলবন্ধন তাঁর অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু।

# ভারতের নারী-ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন

মধুরূপা ব্যানার্জী
*শিক্ষক, স্প্রিংডেল হাইস্কুল*
*কল্যাণী, নদিয়া*

**মাধ্যমিক ইতিহাস**

*পূর্ব প্রকাশের পর*

২১. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান কয়টি ধারা ও কী কী?
উঃ তিনটি।
ক) বয়কট খ) স্বদেশি গ) জাতীয় শিক্ষা।

২২. বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর প্রধান নির্দেশক বা জিওসি (GOC) কে ছিলেন?
উঃ সুভাষচন্দ্র বসু।

২৩. বিশ শতকে ভারতের কোন কোন রাজ্যে বিপ্লবী আন্দোলন অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে?
উঃ বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাবে।

২৪. 'চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উঃ বিপ্লবী কল্পনা দত্ত।

২৫. বিভিন্ন জেলে বন্দি বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' দল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কী পদক্ষেপ নেয়?
উঃ 'অপারেশন ফ্রিডম'।

২৬. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়কার বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির নাম কী?
উঃ কলকাতা ও ঢাকার অনুশীলন সমিতি, কলকাতার যুগান্তর দল, ঢাকার মুক্তি সংঘ, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ইত্যাদি।

২৭. ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে নমশূদ্ররা কী নামে পরিচিত ছিল?
উঃ চণ্ডাল।

২৮. ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে কোন বিপ্লবী গুলি চালিয়েছিলেন?
উঃ বিপ্লবী বীণা দাস।

২৯. কার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের ঘটনা ঘটে?
উঃ বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

৩০. তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার কয়েকজন বিপ্লবী মহিলার নাম কী?
উঃ জলপাইগুড়ির বুড়িমা, দিনাজপুরের জয়মণি, মেদিনীপুরের বিমলা মণ্ডল কাকদ্বীপের উত্তমী প্রভৃতি।

৩১. 'ফেলে দাও রেশমি চুড়ি বঙ্গনারী' গানটি কে রচনা করেন?
উঃ মুকুন্দ দাস।

৩২. কবে রশিদ আলি দিবস পালিত হয়?
উঃ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি।

৩৩. প্রথম কোথায় নমশূদ্র আন্দোলন শুরু হয়?
উঃ বাংলার ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চলে।

৩৪. কার বিশ্বাসঘাতকতায় সূর্য সেন ধরা পড়েন?
উঃ নেত্র সেন।

৩৫. বাংলার নমশূদ্র আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা কে ছিলেন?
উঃ গুরুচাঁদ ঠাকুর।

৩৬. কে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ লালা হরদয়াল ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।

৩৭. ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রথম মহিলা শহিদ কে ছিলেন?
উঃ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

৩৮. কোন বিপ্লবী কলকাতা থেকে গোপনে বিস্ফোরক এনে তা দিয়ে গান কটন তৈরি করে বিস্ফোরণ ঘটান?
উঃ কল্পনা দত্ত।

# কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে বিষয় পরিচিতি

রিম্পা সরকার, *কেরিয়ার কাউন্সেলার*
*ইআইআইএলএম কলকাতা*
*জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস*

বর্তমানে প্রযুক্তির জগতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবোটিক্স এবং ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT)। শিল্প, চিকিৎসা, কৃষি, শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা- এই তিনটি প্রযুক্তির ছোঁয়ায় প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী AI ও IoT-নির্ভর স্মার্ট সিস্টেম ও অটোমেশন-নির্ভর প্রযুক্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে এর সঙ্গে সম্পর্কিত দক্ষ পেশাজীবীদের চাহিদাও বাড়ছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা গার্টনার ও ম্যাকিন্সি'র রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী ৫ বছরে এই ক্ষেত্রে লক্ষাধিক কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

একবিংশ শতকের প্রযুক্তি জগৎ যেন প্রতিদিনই নতুন চমক নিয়ে হাজির হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবোটিক্স এবং IoT (Internet of Things)-এর আবির্ভাব শুধু প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতাকেই অতিক্রম করেনি, আমাদের জীবনযাপন, স্বাস্থ্যসেবা, শিল্প উৎপাদন, কৃষিকাজ এমনকি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণেও বিপ্লব ঘটিয়েছে।

একসময় বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর অংশ বলে মনে হলেও, আজ AI ও রোবোটিক্স বাস্তব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেল্ফ ড্রাইভিং কার, স্মার্টহোম, চ্যাটবট, ড্রোন, অটোমেটেড মেশিন এবং স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের স্মার্ট ডিভাইস- এই সবকিছুর মূলে রয়েছে এই প্রযুক্তিগুলি।

ভারতবর্ষে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের চাহিদা বিগত কয়েক বছরে চারগুণ বেড়েছে। বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি সংস্থাগুলি যেমন-Google, Amazon, Microsoft, Tesla, Tata Elxsi, Infosys, Accenture, Bosch, Wipro এবং Mahindra Robotics প্রতিনিয়ত এই খাতে দক্ষ পেশাজীবী খুঁজছে।

**কোন কোর্স পড়বেন?**

নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020)-এর আওতায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এআই, রোবোটিক্স ও IoT সংক্রান্ত বিভিন্ন ধাপের কোর্স চালু করেছে :

**সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স :**
AI ও Machine Learning (৬ মাস-১ বছর),

> একসময় বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর অংশ বলে মনে হলেও, আজ AI ও রোবোটিক্স বাস্তব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

IoT Device Programming,
Embedded Systems Design

**ব্যাচেলর ডিগ্রি :**
Bachelors Of Computer Application (BCA),
BBA (H) IN IT & ITES,
B.Tech in Artificial Intelligence,
B.Tech in Robotics and Automation,
B.Sc in IoT and Smart Technology

**মাস্টার্স ও গবেষণা :**
M.Tech in AI & Data Science
M.Tech in Mechatronics
M.Sc in Applied AI

**পড়ার সময় কী কী শিখবেন?**

প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ (Python, C++, Java),
মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্নিং,
সেন্সর ও ডিভাইস ইন্টিগ্রেশন,
রোবোটিক কন্ট্রোল সিস্টেম,
ক্লাউড ও ব্লকচেন ভিত্তিক IoT সিস্টেম

**কোথায় চাকরি পাবেন?**

এই কোর্সগুলো শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা নীচের ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ পেতে পারেন :
AI ডেভেলপার/রিসার্চার,
রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ার,
IoT সলিউশন আর্কিটেক্ট,
স্মার্ট হোম ও স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট, স্বাস্থ্যসেবা, ডিফেন্স ও অটোমোবাইল সেক্টরে চাকরি।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের দুনিয়ায় প্রযুক্তির জ্ঞান থাকা মানেই নিজেকে চাকরির বাজারে আরও এগিয়ে রাখা।

একসময় বেকারি মানেই ছিল সাদামাঠা কাচের কাউন্টারে সাজানো বিস্কুট, প্লাস্টিক মোড়া খাস্তা বিস্কুট, পাউরুটি আর একঘেয়ে কিছু ক্রিম কেক। তাই বেকারির ধারণার ভোল বদল হয়েছে। নতুন প্রজন্মের পছন্দের গন্তব্য এখন ডেজার্ট পার্লার, কেক লাউঞ্জ, আলোকপাত করলেন পারমিতা রায়

# বেকারির বদলে পার্লার লাউঞ্জ

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** শিলিগুড়ির রসনাতৃপ্তির পরিবর্তন এখন স্পষ্ট। বেকারি শব্দটা পেয়েছে নতুন সংজ্ঞা। সেবক রোড থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন মলে একাধিক কেক পার্লার সেজে উঠেছে। এগুলিতে করা হয়েছে ফোটোজেনিক কর্নারও। কোনওটায় দেওয়া হয়েছে কোরিয়ান টাচ আবার কোথাও ইউরোপিয়ান স্টাইলে সেজে উঠেছে। চোখধাঁধানো ডিসপ্লে কাউন্টারে শোভা পাচ্ছে রকমারি কেক, পেস্ট্রি, মুজ, চিজকেক থেকে শুরু করে চকোলেট। আর বেকারি এখন আর শুধু বিস্কুট বা কেকে সীমাবদ্ধ নেই, তার মেনুতে যুক্ত হয়েছে অনেক নতুন পদ। এখন বেকারিতে নানান ধরনের কেক, পেস্ট্রি তো আছেই তার সঙ্গে রয়েছে রেড ভেলভেট পেস্ট্রি শেক, ব্রাউনি শেক থেকে শুরু করে আরও কত কী। এই যেমন শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি কেক পার্লারে ঢুকলেই দেখা যাবে সুন্দর পরিবেশ। চারদিকটা গোলাপি আর বেগুনি থিমে সাজানো রয়েছে। মেনুতে রয়েছে নানান বাহারি নাম যেমন- কোরিয়ান বোম্বলনি, জাপানিজ চিজ কেক, ব্লুবেরি মুজ থেকে শুরু করে আরও কত কী। দামও অনেকটাই বেশি। তবে চকচকে ছবি তোলা থেকে শুরু করে টেস্টি এই পেস্ট্রিগুলির স্বাদের টানেই অনেকে পৌঁছে যাচ্ছেন। এই দোকানের এক কর্মী নিশা ছেত্রী বলছিলেন, 'প্রতিদিন বহু মানুষ আসেন, বেশিরভাগ নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাই আসেন। আমাদের এখানে ব্লুবেরি চিজ কেক, চকোলেট বোম্বলনির চাহিদা বেশি।'

> শহরে অনেক ফ্যান্সি কেক পার্লার রয়েছে তবে কিছু মানুষ আছে যাঁরা আমাদের নিত্য গ্রাহক। তাঁরা আমাদের এখান থেকেই কেক, পাউরুটি কিনে থাকেন।
>
> **অনিল সাহা** *বেকারি মালিক*

শিলিগুড়ির এমনই একটি কেক শপে বন্ধুদের সঙ্গে এসেছিলেন এলিনা, মনীষা, পিয়ালীরা। যেমন চলছে কেক, পেস্ট্রি, শেক খাওয়া তেমনি চলছে ছবি তোলার বাহারও। এলিনা দত্ত বলছিলেন, 'বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম ভালো জায়গায় ডেজার্ট খেতে যাব। তাই এখানে এসেছি। এখন তো মিষ্টিমুখ করার ইচ্ছে হলেই শহরে এমন কিছু জায়গা তৈরি হয়েছে যেখানে গিয়ে খাওয়া যায়।'

শুধু বাহারি রেস্তোরাঁ ক্যাফেই নয়, বরং বাহারি বেকারিতেও ভরতে শুরু করেছে শহর শিলিগুড়ি। তবে এখনও কেউ কেউ আছে যাদের ভরসা সেই পুরোনো ধাঁচের বেকারিগুলিই। বাড়ির নিত্যদিনের বিস্কুট, কেক, পাউরুটির জন্য প্রায়ই বেকারিগুলিতে যান। বিধান মার্কেটের এক বেকারি মালিক অনিল সাহার কথায়, 'হ্যাঁ শহরে তো অনেক ফ্যান্সি কেক পার্লার রয়েছে তবে কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা আমাদের নিত্য গ্রাহক। তাঁরা আমাদের এখানের কেক, পাউরুটি কিনে থাকেন।' সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে যাচ্ছে শহরের হাওয়া। ট্রেন্ডি ফ্যাশন থেকে শুরু করে লাইফস্টাইলে আধুনিকতম হয়ে উঠছেন শহরবাসী।

### বিদেশি ছোঁয়া

- বাহারি রেস্তোরাঁ, ক্যাফেই নয়, বরং বাহারি বেকারিতেও ভরতে শুরু করেছে শহর
- ট্রেন্ডি ফ্যাশন থেকে শুরু করে লাইফস্টাইলে আধুনিক হয়ে উঠছেন শহরবাসী
- সেবক রোড সহ বিভিন্ন মলের একাধিক কেক পার্লার সেজে উঠেছে
- কোনওটায় কোরিয়ান টাচ আবার কোথাও ইউরোপিয়ান স্টাইলে সেজে উঠেছে

# অফিস উদ্বোধনে গিয়ে বিতর্কে মেয়র

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** কথিত আছে, ভারতে এসে বিস্মিত আলেকজান্ডার সেলুকাসকে বলেছিলেন, 'সত্যিই সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!' বর্তমানে শিলিগুড়ি পুর এলাকায় যা সব কাণ্ডকারখানা চলছে, তা দেখেও নিশ্চয়ই অবাক না হয়ে পারতেন না তিনি। কারণ হল, একদিকে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে শিলিগুড়িতে অভিযান চালাচ্ছে পুরনিগম। আর এদিকে বিতর্কিত জমিতে বেআইনিভাবে তৈরি করা অফিস ঘরের উদ্বোধনে হাজির খোদ মেয়র গৌতম দেব! ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক শুরু হয়েছে শহরে। মেয়রের অবশ্য সাফাই, 'ওখানে অনেকেই গিয়েছিলেন। আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তাই গিয়েছিলাম। জমির ব্যাপারে কিছু জানা নেই।'

চম্পাসারি মেইন রোড লাগোয়া বিতর্কিত জমিতে বিহারি কল্যাণ মঞ্চের তরফে একতলায় অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। যা অবৈধ বলে অভিযোগ। গত সপ্তাহে জাঁকজমক করে অফিসের উদ্বোধন করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র, এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার সহ অন্যরা। উদ্বোধনের দু'দিনের মধ্যে ওই অফিসের দখল নেয় উত্তর মাল্লাগুড়ি নাগরিক সেবা সমিতি। নিজেদের সংগঠনের ফ্লেক্স টাঙিয়ে দেয়।

সমিতির তরফে নাগেশ্বর প্রসাদের বক্তব্য, 'ওই জমি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সেটির মালিক সেবা কাজের জন্য তা আমাদের দান করেছিলেন। তবে জমির কোনও কাগজ আমাদের কাছে নেই।' তাঁর যুক্তি, 'আগে ওই জমিতে ছোট ঘর ছিল। বিহারি কল্যাণ মঞ্চ বলেছিল, দুইতলা নির্মাণ করে নীচের তলা আমাদের দেবে। আর উপরের তলা ওরা নেবে। কিন্তু একতলা নির্মাণ করেই ওরা সেটার উদ্বোধন করেছে। সেকারণে আমরা অফিস দখল করেছি।'

এদিকে, মঞ্চের ভাইস প্রেসিডেন্ট করমবীর সিং অবশ্য রফার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ওই জায়গায় অনেকদিন ধরেই উত্তর মাল্লাগুড়ি নাগরিক সেবা সমিতির অফিস রয়েছে। আমাদের একটা

*বিহারি কল্যাণ মঞ্চে অফিস উদ্বোধনে মেয়র গৌতম দেব।*

ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। সেটা মিটে গিয়েছে।' যদিও অবৈধ নির্মাণের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'ওটা ওরকম কোনও ব্যাপার নয়।'

এদিকে, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই মঞ্চের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন আইনজীবী তথা তৃণমূলের জেলা স্তরের নেতা অত্রি শর্মা। এমনকি সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন তিনি। অফিস উদ্বোধনের দিনও অত্রিকে দেখা যায়নি। তাঁর বক্তব্য, 'জমির মালিকানা সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্র মঞ্চের কাছে নেই। আমি ওই জমিতে অফিস নির্মাণে রাজি ছিলাম না। এব্যাপারে আমাকে জানানোও হয়নি। সেকারণে পদত্যাগ করেছি।'

সব ছাপিয়ে অবৈধভাবে নির্মিত অফিসের উদ্বোধনে মেয়রের উপস্থিতিই এখন চর্চায়। বিরোধীদের বক্তব্য, মেয়র সবসময় অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কথা বলছেন। বেআইনি নির্মাণ ভাঙছেন। আর এ বেলা? বিধায়ক শংকর ঘোষের কটাক্ষ, 'কোনও জায়গায় যাওয়ার আগে, মেয়রের উচিত সেই জায়গার ইতিহাস জেনে রাখা। নইলে এধরনের বিড়ম্বনায় পড়তে হবেই।'

এদিকে, আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপির দিকে ঝুঁকে থাকা অবাঙালি ভোটব্যাংক নিজেদের দিকে টানতেই কি অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে মঞ্চ আলোকিত করলেন গৌতম দেব, দিলীপ দুগারের মতো তৃণমূল নেতারা? এমন প্রশ্নও উঠছে। যদিও এসজেডিএ চেয়ারম্যানের সাফাই, 'বিহারি কল্যাণ সমিতি পুরোনো সংস্থা। সারাবছরই ওরা সেবামূলক কাজ করে থাকে। আমাকে ওরা আমন্ত্রণ করেছিল, তাই গিয়েছি। এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারব না।' তিনি এমন বললেও অবৈধ নির্মাণের বিষয়টি ঘুরিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন। ধোঁয়াশায় মোড়া তাঁর মন্তব্য, 'সমাজে এমন অনেক ঘটনাই হয়, যা দেখেও না দেখার ভান করতে হয়। সমাজের থেকে আমরা বড় নই।'

## স্মার্টক্লাস

**ইসলামপুর, ১৬ জুলাই :** বৃহস্পতিবার ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুলে স্মার্টক্লাসের উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভদীপ দাস, স্কুলের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৩ লক্ষ টাকা খরচে স্মার্টক্লাস তৈরি করা হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্মার্টক্লাসের উদ্বোধন হওয়ায় স্কুলের পড়ুয়ারা উপকৃত হবে।

## কর্মসূচি

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** রক্তদান ও চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করবে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই। ২০ জুলাই নির্মল সরকারের স্মরণে বাঘাযতীন পার্কে এই শিবির হবে। বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান শুভম ভট্টাচার্য।

## পোড়াঝাড়ে বৃক্ষরোপণ

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** 'অরণ্য সপ্তাহ' উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন এবং অম্বুজা নেওটিয়ার যৌথ উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলার পোড়াঝার গ্রামে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজিত হল বুধবার। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী বিশ্বধরানন্দজি মহারাজ, ডিএফও বিদিশা বসাক, অম্বুজা নেওটিয়ার পক্ষে অমিত শিকদার, পোড়াঝার গ্রামের তরফে রাজু মণ্ডল, শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র-ইন-কাউন্সিল মানিক দে সহ অন্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তারা পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দেন, গাছ লাগানোর গুরুত্ব তুলে ধরেন। সকলকে পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তাঁরা। ৮০০ গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল পোড়াঝার এলাকার 'বিবেক ভাস্কর' প্রকল্পের ছাত্রছাত্রীরা। তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

# বোটিং বন্ধ, চলছে না টয়ট্রেন

## মন খারাপের সূর্য সেন পার্কে, ভোগান্তি শিশুদের

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** শহরের মধ্যে বিনোদনের জায়গা বলতে সবার প্রথমে নাম আসে সূর্য সেন পার্কের। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য আদর্শ জায়গা বলে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ এখানে আসেন। তবে পুরনিগমের এই পার্কে এসেও হতাশ হতে হচ্ছে শহরবাসীকে। শিশুদের অনেক খেলার সামগ্রী নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। শহরের একমাত্র বোটিং লেকটিও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। পার্কে ঢোকার মুখে সৌন্দর্যায়নের জন্য লাগানো হয়েছে ফোয়ারা। তবে সেটাও নষ্ট হয়ে পড়েছে। পুরনিগমের আওতায় থাকা একমাত্র পার্কের এই বেহাল অবস্থা দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন। যদিও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের দাবি, 'বুধবার এব্যাপারে মিটিং হয়েছে। দ্রুত ফোয়ারার পাশাপাশি খেলনাগুলি ঠিক করা হবে।'

বুধবার বিকেলে সূর্য সেন পার্কে বান্ধবীদের সঙ্গে ঘুরতে এসেছিলেন শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্রী স্নেহা সরকার। বোটিং করার জন্য টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে শুনতে পান, 'বোটিং বন্ধ রয়েছে।' মন খারাপ করে স্নেহা বলেন, 'আগের সপ্তাহে এসে শুনেছিলাম টয়ট্রেন খারাপ। এখন বোটিং বন্ধ। বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে।' কবে ফের বোটিং চালু হতে পারে, প্রশ্নের কোনও জবাব পাওয়া যায়নি টিকিট কাউন্টার থেকে। ১৫ টাকার টিকিট কেটে বুধবার পার্কে ঘুরতে এসে প্রধাননগরের বাসিন্দা বীণা ধর আক্ষেপ করে বলেন, 'বাড়ির সামনে বলে মাঝেমধ্যেই ছেলেকে নিয়ে এই পার্কে ঘুরতে আসি। কিন্তু পার্কে অনেক খেলনা ভেঙে পড়ে থাকার পাশাপাশি বোটিংও বন্ধ রয়েছে। এত মানুষ প্রতিদিন পার্কে আসেন, তা সত্ত্বেও কেন পার্কটির দিকে পুরনিগম নজর দিচ্ছে না বুঝতে পারছি না।'

### খেলনা ভাঙা

- মার্চে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকায় পার্ককে সাজিয়ে তোলে পুরনিগম
- লেক সংস্কারের পরেও বন্ধ বোটিং, জলেই গিয়েছে সমস্ত অর্থ
- দীর্ঘদিন গড়াচ্ছে না টয়ট্রেনের চাকা, একাধিক খেলনা ভাঙা

শহরের মধ্যে থাকা সূর্য সেন পার্ককে আরও বেশি মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে একসময় পার্কটিকে সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের খেলনা রাখা, বোটিং লেক সংস্কার করা, বার্ড অ্যাভিয়ারি, মনীষীদের গ্যালারি, ফোয়ারা লাগানোর মতো উদ্যোগ নিয়েছিল পুরনিগমের পার্ক ও উদ্যান বিভাগ। মার্চ মাসে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করে পার্কটি সাজিয়ে তোলা হয়। কিন্তু কয়েক মাস না যেতেই এমন অবস্থা কেন, প্রশ্ন উঠেছে। পার্কের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে সারাবছর যাতে বোটিং হয়, সেদিকে নজর দিয়ে লেকটি সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও বোটিং বন্ধ। অর্থাৎ জলেই গিয়েছে সমস্ত টাকা। ডেপুটি মেয়রের যুক্তি, 'লেকটিতে সারাবছর বোটিং চালু রাখার ক্ষেত্রে কিছু টেকনিকাল সমস্যা রয়েছে।' এই সপ্তাহ থেকে পুনরায় টয়ট্রেন চালুর আশ্বাস দেন তিনি।

*পার্কে ফোয়ারা বোর্ড সহ ক্রীড়া সামগ্রীর বেহাল দশা। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর*

## প্রতারণার অভিযোগ

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** সিএসপি-কে হাতিয়ার করে গ্রাহকদের টাকা আত্মসাতের ঘটনায় অভিযুক্ত দীপা চৌধুরীর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগ জমা পড়েছে বলে প্রধাননগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে। সবমিলিয়ে অভিযোগ জমা পড়েছে ছয়টি। অভিযুক্ত দীপা বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছেন।

চলতি মাসের ১১ তারিখ ফণীন্দ্র দাস নামে এক গ্রাহকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১৩ তারিখ গ্রেপ্তার হন দীপা। ফণীন্দ্র দীপার বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ করেছিলেন। অভিযোগ ছিল, ওই টাকা জমা দেওয়ার পরেও সেটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পড়েনি। এরপর ১৪ তারিখ দীপাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে দু'দিনের পুলিশ হেপাজতে নেয় প্রধাননগর থানার পুলিশ। সেইসময়ের মধ্যে আরও পাঁচজন এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সবমিলিয়ে ছয়টি অভিযোগের ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত ৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার প্রতারণার ঘটনা ঘটিয়েছেন দীপা। গোটা প্রতারণায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়ায়, ব্যাংক ম্যানেজারকেও ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

# অধিকাংশ রাস্তার বাতি বিকল

**পারমিতা রায়**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** শহর ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন জায়গায় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) তরফে বসানো অধিকাংশ বাতি বিকল হয়ে পড়েছে। সেবক রোডের ডিভাইডার হোক বা দার্জিলিং মোড় থেকে শালবাড়ির রাস্তা, সর্বত্র এক ছবি। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিবছর বর্ষায় এই সমস্যা দেখা দিলেও আদতে সুষ্ঠু সমাধানের ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নেই। এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার অবশ্য বলেছেন, 'বাতিগুলি মেরামত করা হবে। যে বাতিগুলি এসজেডিএ-র আওতায় সেগুলি আলাদা করে চিহ্নিত করা হবে। আমরা এ ব্যাপারে মেয়রের সঙ্গেও আলোচনা করেছি।'

শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোর মধ্যে একটি সেবক রোড। অথচ পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে শুরু করে সেবক রোড বরাবর যেতেই নজরে পড়ল বাতিগুলোর অধিকাংশ অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। কোথাও কোথাও আবার বাতি জ্বলছে-নিভছে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে এই বাতিগুলোই দেখছিলেন শহরের বাসিন্দা অপূর্ব দাস। বাতি জ্বলতে-নিভতে দেখে তাঁর টিপ্পনী, 'লাইনে কোনও সমস্যা রয়েছে, সেকারণে এরকম ডিসকো লাইট জ্বলছে।' কিছু বাতি আবার দেখা গেল একেবারে নষ্ট। স্থানীয় ব্যবসায়ী অভিজিৎ দাসের কথায়, 'সামান্য বৃষ্টি হলেই ডিভাইডার বরাবর থাকা কিছু বাতি অকেজো হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে তার মেরামত করা হয় ঠিকই। বেশকিছু বাতি পালটেও ফেলা হয়েছে। যদিও সমস্যার পুরোপুরি সুরাহা হয়নি।'

> সামান্য বৃষ্টি হলেই ডিভাইডার বরাবর থাকা কিছু বাতি অকেজো হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে তার মেরামত করা হয় ঠিকই। যদিও সমস্যার পুরোপুরি সুরাহা হয়নি।
>
> **অভিজিৎ দাস** *স্থানীয় ব্যবসায়ী*

খানিকটা একই অবস্থা দার্জিলিং মোড় থেকে শালবাড়ি পর্যন্ত পথে থাকা পথবাতিগুলোরও। অনেক বাতি সারাবছর অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকে। বর্ষায় অকেজো বাতির সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছে। বান্দ্রিজোত এলাকার বাসিন্দা অমিত বর্মনের আক্ষেপ, 'সত্যি কথা বলতে এই পথবাতিগুলো কোনও কাজে লাগে না।' দ্রুত এবিষয়ে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। এসজেডিএ-র চেয়ারম্যানও আশ্বাস দিয়েছেন। এখন বাতিগুলো কবে মেরামত করা হয়, সেদিকে তাকিয়ে তাঁরা।

## সবুজায়নে

**ইসলামপুর, ১৬ জুলাই :** অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হাজি মুজফফর হুসেনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ হয়। এদিন স্টেডিয়ামের পাশের রাস্তায় বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। মুজফফর বলেছেন, 'রাজ্য সড়ক থেকে তিস্তা ক্যানাল পর্যন্ত রাস্তার প্রায় ১ কিলোমিটারজুড়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এদিন ৫০টি চারাগাছ লাগানো হয়েছে।' পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা যুব সভাপতি কৌশিক গুন সহ এলাকার বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন। এদিন শহরের কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরাও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছেন।

## গণস্বাক্ষর

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** বর্ধমান রোডের উড়ালপুলের কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করল সিপিএম। বুধবার সিপিএমের ২নং এরিয়া কমিটির তরফে এই কর্মসূচি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার। বৃহস্পতিবার এয়ারভিউ মোড়ের পিডব্লিউডি অফিসে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

# জাতীয় সড়কে ধাবা যেন মিনি পেট্রোল পাম্প

**সপ্তর্ষি সরকার**

**কাটা তেলের কারবার ১**

**ধূপগুড়ি, ১৬ জুলাই :** শহরের অলিগলিতে বোতলন্দি 'কাটা তেল' দেখে যাঁরা ভ্রূ কোচকান তাঁদের ভাবনার থেকে কয়েকশো গুণ বড় চোরাই তেলের কারবার চলে সবার চোখের সামনে। পাম্পের তুলনায় দামে সস্তা এবং অফুরান তেলের জোগানে রমরমা কারবার চলে ব্যস্ত হাইওয়ের ধারে। কোথাও ধাবা, হোটেল বা ছাপোষা চায়ের স্টলের আড়ালে দৈনিক কেনাবেচা হয় হাজার হাজার লিটার পেট্রোল-ডিজেল। পুরোপুরি অবৈধ এই কারবারে ভুটান থেকে যেমন তেলের জোগান আসে তেমনই পাম্পে পাঠানো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ট্যাংকার থেকেও বের করে নেওয়া হয় ডিজেল বা পেট্রোল। ভুটান সংলগ্ন জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলা হয়ে যাওয়া এশিয়ান হাইওয়ের দুই ধার বরাবর রমরমা এই কারবারের।

একটা সময় ছিল যখন প্রতিবেশী দেশ ভুটানের সঙ্গে এ রাজ্যে তেলের দামে খুব বেশি ফারাক ছিল না। পরবর্তীতে সেই ফারাক যত বেড়েছে ততই নানা কায়দায় ভুটান থেকে অবৈধভাবে পেট্রোল-ডিজেল নিয়ে আসার চেষ্টা বেড়েছে। এ কাজে সবথেকে বেশি কাজে লাগানো হয় ভুটানে রিভার বেড মেটিরিয়ালস আনতে যাওয়া ডাম্পার ও লরিগুলিকে। লরি বা ডাম্পারগুলির জ্বালানি ট্যাংকে ২২০ থেকে ২৮০ লিটার পর্যন্ত ডিজেল ভরা যায়। ভুটান থেকে বালি-পাথর লোডের অছিলায় সহজেই ট্যাংক ভর্তি করে এপারে নিয়ে এলেই মুনাফা অনেক। এই মুহূর্তে ভুটানে লিটার

প্রতি ডিজেল ও পেট্রোলের দাম ৫৭ এবং ৫৬ টাকার আশপাশে। ওপার থেকে ট্যাংকবোঝাই করে এপারের নির্দিষ্ট ঠিকানায় এক ট্রিপে গড়ে ২০০ লিটার ডিজেল পৌঁছে দেয় ডাম্পার ও লরিগুলো। লিটার প্রতি কমবেশি ৭০ টাকায় এপারের কারবারিরা সেই ডিজেল কিনে গড়ে ৮০ টাকা লিটার দরে বিক্রি করে।

এই মুহূর্তে এ রাজ্যে ডিজেলের দর দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, পঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলোর চাইতে অনেকটাই বেশি। ভিনরাজ্যের লরিচালকরা তাই এ রাজ্যে এলে সস্তায় জ্বালানি তেল খোঁজেন। সেই চাহিদা পূরণ করে ভিনদেশের জ্বালানি তেল।

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় শুধু এশিয়ান হাইওয়ের দু'ধারে এমন অন্তত সাত থেকে আটটি বড় মাপের ধাবা, রেস্তোরাঁ, হোটেল রয়েছে যাদের একেকটির আড়ালে দিনে গড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার লিটার ডিজেল কেনাবেচা হয়। লিটার প্রতি গড়ে ১০ টাকা মুনাফা করলেও মাসে ১২ থেকে ১৫ লাখ টাকা উপার্জন হয় এই কারবার থেকে। বড় কারবারিদের তুলনায় কম হলেও দৈনিক গড়ে হাজার লিটার ডিজেল বিক্রি করেন এমন কারবারি সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না এই তল্লাটে।

ধাবার পিছনে ডাম্পার থেকে ডিজেল নামানোর ব্যস্ত এই লাইনের দীর্ঘদিনের এক কারবারির কথায়, 'আমরা সরকারি দরের থেকে সস্তায় ডিজেল বিক্রি করি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা মানুষের সাহায্যই করছি। তাতে সামান্য মুনাফা হলে ক্ষতির কিছু নেই। তাছাড়া কাউকে না দিয়ে খাই না আমরা কেউই।'

যে পরিমাণ ডিজেল ভুটান থেকে ট্যাংকবোঝাই হয়ে আসে তার তুলনায় কিছুটা কম হলেও ডিপো থেকে পাম্পে যাওয়া তেলবোঝাই ট্যাংকার থেকে বিশেষ কায়দায় ডিজেল এবং পেট্রোল বের করে বিক্রি হয় কাটা তেল হিসাবে। সেই কাজে পাম্প ও ডিপোর কর্মীদের একাংশের সঙ্গে ট্যাংকারচালক এবং ধাবা বা রেস্তোরাঁ মালিকদের যৌথ সংগঠিত চক্র কাজ করে। সেই কাজের জন্যও বেছে নেওয়া হয় হাইওয়েকেই। রাতের অন্ধকার তো আছেই, দিনদুপুরেও বুক ফুলিয়ে চলে কোটি কোটি টাকার এই কারবার। (ক্রমশ)

## দুই দুষ্কৃতীর জেল হেপাজত

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** উত্তরকন্যার কাছে গত মাসে টোটো থেকে মহিলার মোবাইল ও ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত ওই দুই দুষ্কৃতীর নাম বাপ্পা রায় ও বিশ্বজিৎ রায়। ধৃতদের কাছ থেকে ছিনতাই করা মোবাইল ও নগদ অর্থও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ৩ জুন ওই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এরপর সিসিটিভি ফুটেজ মারফত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে মঙ্গলবার রাতে রানিডাঙ্গা এলাকা থেকে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মোবাইল ও নগদ অর্থও উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

## '২৬-এ বাংলা, তারপর দিল্লি'

*প্রথম পাতার পর*

করে দিনকয়েক আগে বিজেপির দেশজুড়ে সভা, সেমিনারকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'আপনারা জরুরি অবস্থার প্রতিবাদ করছেন, কিন্তু এটা তো আরও বড় জরুরি অবস্থা।'

তৃণমূল নেত্রী বারবারই প্রশ্ন করেন, 'বাংলাকে এত হিংসে কেন? এত বাংলা বিদ্বেষী কেন আপনারা?' বাঙালি আবেগ যে মমতার কত বড় অস্ত্র এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কীভাবে সেই অস্ত্র ব্যবহার করবেন, তাঁর স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায়। তিনি বলেন, 'যাঁরা দেশকে স্বাধীন করেছেন, তাঁদের ৭০ শতাংশ বাঙালি। দ্বিতীয় স্থানে পঞ্জাব। যাঁরা দেশ স্বাধীন করেছেন, যাঁরা জাতীয় সংগীত দিয়েছেন, যাঁরা জয়হিন্দ স্লোগান দিয়েছেন, আজ তাঁদের ওপর অত্যাচার! এনআরসি-র নামে তাঁদের বাদ দেওয়া হচ্ছে।'

এই অত্যাচার বরদাস্ত করা হবে না বলে বাঙালি আবেগে যেন শান দিলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ছত্তিশগড়ে আটক নদিয়ার বাংলাভাষীদের ছাড়াতে মহুয়া মৈত্র সেখানে গিয়েছিলেন। দিল্লিতে হেনস্তার শিকার বাঙালিদের নিয়ে ৪৮ ঘণ্টা ধর্না হয়েছে।' বুধবারের সমাবেশে মমতার পাশে অভিষেক ভাষণ দেননি। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও যথেষ্ট ভিড় হয়েছিল মিছিল ও সভায়। মাত্র পাঁচদিন পর শহিদ সমাবেশ থাকলেও কেন রাস্তাতে হল, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মমতা।

তিনি বলেন, 'পাঁচদিন পর আমাদের সভা আছে। কিন্তু অত্যাচার নিয়ে তো বসে থাকা যাবে না। লোহা গরম থাকতে থাকতে আঘাত করতে হয়।

ভারত সরকার লুকিয়ে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, যাতে যাঁকেই সন্দেহ হবে, বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাঁকে আটক করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবে বলা আছে।' তৃণমূল নেত্রী চ্যালেঞ্জ করেন, 'বাঙালির ওপর আপনারা অত্যাচার করবেন, আর আমরা চুপ করে বসে থাকব? পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতবর্ষের মধ্যে নয়? এই রাজ্যে দেড় কোটি ভিনরাজ্যের লোক আছেন। তাঁরা তো সসম্মানে আছেন। তাহলে বাঙালিরা অন্য রাজ্যে গেলে অত্যাচার হবে কেন?'

## মমতাই বিপদে ফেলছেন

*প্রথম পাতার পর*

পরিসংখ্যান দিয়ে তা তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। অর্থাৎ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উগ্র হিন্দুত্বের কথা যেমন বলবেন, তেমন শমীকের বিজেপি চেষ্টা করবে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটে ভাঙন ধরাতে।

শমীকের বক্তব্য, 'বিভিন্ন রাজ্যে এরাজ্যের থেকে যাওয়া অনুপ্রবেশকারীরা ধরা পড়েছে। বাদ যাচ্ছে না রোহিঙ্গারা। যা বিপদ ডেকে আনছে এরাজ্যের প্রকৃত বাসিন্দাদের। ভিনরাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত বাসিন্দাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এরাজ্যে জাল আধার, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট তৈরির কারবার বন্ধের প্রয়োজন।' বেআইনি এমন কাজের জন্য তিনি তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলছেন, 'নির্বাচন কমিশনকে ভুয়ো ১৭ লক্ষ ভোটারের কথা বলেছি। বিহারে সম্ভব হলে, এরাজ্যকেও অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গামুক্ত করা সম্ভব।'

মমতা বাঙালির ঐতিহ্য ধ্বংস করেছেন বলেও অভিযোগ শমীকের। তাঁর কথায়, 'বাঙালির গর্ব বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পালটা বোলপুরে বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছেন। গীতাঞ্জলির পরিবর্তে তাঁর কথাঞ্জলি। তাহলে কে বাঙালির আবেগকে ধ্বংস করেছেন?' উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার প্রতিবাদে ২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানে জনপ্লাবন দেখা দেবে বলেও দাবি করেছেন তিনি। উত্তরকন্যা অভিযানের নেতৃত্বে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থাকবেন বলে বিজেপি সূত্রে খবর।

# স্ত্রীর গলার নলি কেটে 'আত্মঘাতী'

**সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ১৬ জুলাই :** এ যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বুধবার সকালে বিছানায় শ্বাসনালি কাটা অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয় এক মহিলার। সেই ঘরেই ঝুলন্ত দেহ মেলে তাঁর স্বামীর। পুলিশ এবং পরিবারের প্রাথমিক অনুমান, সন্দেহের বশে স্ত্রীর শ্বাসনালি কেটে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী। গতমাসের শেষে অনেকটা একই ঘটনা ঘটেছিল জলপাইগুড়ি শহরে। এদিনের ঘটনাস্থল খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গদাধর কলোনি। মৃত দম্পতির নাম সন্তোষ বর্মন (৫৪) এবং নীলা বর্মন (৪৭)। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

সন্তোষ পেশায় একজন দিনমজুর। সেইসঙ্গে গাছ কাটার কাজ করতেন। মাসতিনেক আগে গাছ কাটতে গিয়ে পড়ে কোমর সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চোট লাগে। তারপর থেকে বাড়িতেই থাকতেন। বর্মন দম্পতির দুই ছেলে রাজমিস্ত্রি এবং একজন বেসরকারি সংস্থায় হোম ডেলিভারির কাজ করেন। বাড়ির উঠোনের অপর প্রান্তে একটি ঘরে থাকেন সন্তোষের বোন গীতা রায়।

**ঘটনাক্রম**

মঙ্গলবার অনেক রাত পর্যন্ত মা-বাবার কথা শুনতে পেয়েছিলেন ছেলেরা

বুধবার সকালে কাজে যাওয়ার আগে মাকে ডাকতে এসে সন্তোষের ঝুলন্ত দেহ দেখেন ছেলে

ওই ঘরেই শ্বাসনালি কাটা অবস্থায় বিছানায় পড়ে ছিলেন নীলা

*ঘটনার পর তদন্তে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।*

পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত সন্তোষ এবং নীলা জেগেছিলেন। পাশের ঘর থেকে বাবা-মায়ের কথা শুনতে পেয়ে তাঁদের ঘুমিয়ে পড়তে বলেছিলেন ছেলেরা। এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজে যাওয়ার আগে মাকে ডাকেন ছেলে বুদ্ধদেব বর্মন। কিন্তু মা-বাবার ঘর থেকে কোনও সাড়া না মেলায় দরজা ধাক্কা দিতেই সেটি খুলে যায়। ভেতরে ঢুকে বাবার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। অন্যদিকে, বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন মা। খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। কিন্তু এর নেপথ্যের কারণ কী? পরিবার সূত্রে খবর, সন্তোষ তাঁর স্ত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। যা নিয়ে মাঝেমধ্যেই দুজনের মধ্যে বিবাদ হত। গীতা বললেন, 'নীলার কোনও দোষ নেই। আমার ভাই-ই ওকে সন্দেহের চোখে দেখত। নীলাকে প্রতিবেশীদের সঙ্গেও মেলামেশা করতে দেওয়া হত না।'

একই কথা বললেন সন্তোষের তিন ছেলে। বুদ্ধদেব বলেন, 'আমার বাবা আগে এমনটা ছিলেন না। এই সন্দেহের কারণে উত্তরদিকে বাড়ির সীমানা বরাবর অনেকটা উঁচু করে টিনের বেড়াও দিয়েছিলেন বাবা।

খবর পেয়ে ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ। তিনি বলেন, 'সন্তোষ ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরিবারের মধ্যে কী সমস্যা ছিল সেটা আমরা জানতাম না। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।'

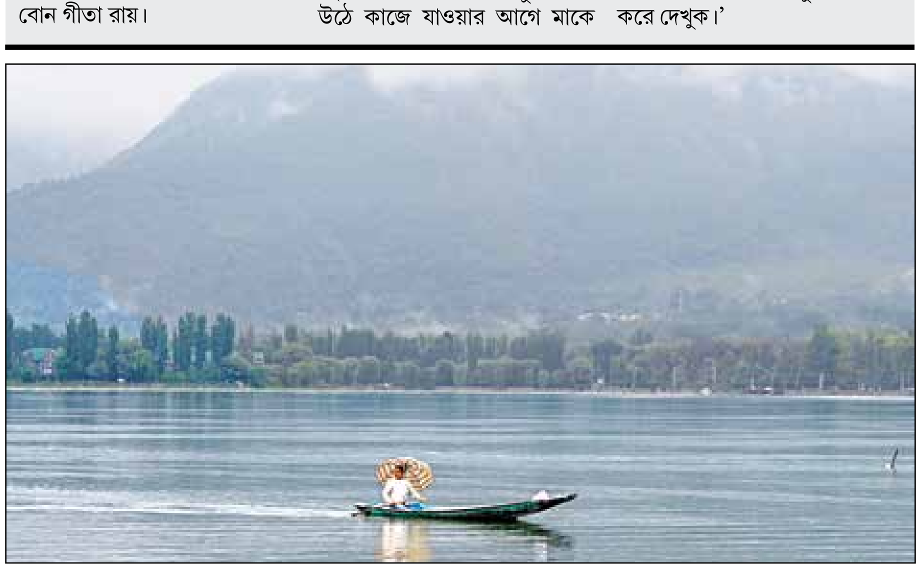

অপরূপ।। *বৃষ্টির সকালে শ্রীনগরের ডাল লেকে নৌকায় ছাতা হাতে। বুধবার। ছবি : এএফপি*

## অনুপ্রবেশের দুই নজির

# শিলিগুড়িতে ফের বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** শহর শিলিগুড়িতে অবাধেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। অনেকে আবার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও পরিচয় গোপন রেখে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় কাজ করছেন। গত কয়েক মাসে কয়েকজন বাংলাদেশি গ্রেপ্তারির ঘটনায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছিল। অনুপ্রবেশের দায়ে মঙ্গলবার আরও এক বাংলাদেশি গ্রেপ্তারের ঘটনায় সেই তালিকাটা বড় হল। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ধৃত রংপুরের গোপীনাথপুরের বাসিন্দা পরিতোষচন্দ্র রায় গত নভেম্বরে হিলি সীমান্ত দিয়ে উত্তরবঙ্গে আসেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে শহর শিলিগুড়িতে মাসতিনেকেরও বেশি সময় ধরে তিনি থাকতে শুরু করেছিলেন। দাগাপুরের একটি দোকানে কাঠমিস্ত্রির কাজও করছিলেন। এভাবে শহরে বাংলাদেশিদের কাজ জুটিয়ে নেওয়া অনেক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। পুলিশের কাছে অনেক ক্ষেত্রে কেন খবর দেরিতে পৌঁছাচ্ছে? তাহলে কি অভ্যন্তরীণ সোর্সে কোথাও খামতি থেকে যাচ্ছে? শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য বলছেন, 'আমাদের সোর্স অ্যাক্টিভ রয়েছে। সে কারণেই আমরা বাংলাদেশিদের ধরতে পারছি।'

এদিকে, গোটা বিষয়টা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তর্জা শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলছেন, 'অনুপ্রবেশের যে একটা সমস্যা রয়েছে, সেটা তো এই ঘটনাগুলো থেকেই পরিষ্কার। এই বাংলাদেশিরা শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় এসে নিশ্চয়ই কোথাও থাকছে, সেই খবর পুলিশ সহজে পাচ্ছে না কেন? অনেক ক্ষেত্রে তো দেখা যাচ্ছে, তৃণমূল নেতারাই এদের ভারতীয় কাগজপত্র বানিয়ে দিচ্ছে।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার আবার বলছেন, 'এটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের দেখার দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে না। সেখানে বাংলার পুলিশ কাজ করছে, এটাই তো প্রমাণিত হয়।'

প্রধাননগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, দাগাপুরের ওই দোকানে নাম-পরিচয় গোপন করে কাজ করতেন পরিতোষ। তাঁর কাছে কোনও ফোন এলেই তিনি লুকিয়ে কথা বলতেন। যা সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ওই দোকানদারের কাছে। মঙ্গলবার বিকেলে দাগাপুর মাঠের কাছে পরিতোষকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে

*ধৃত পরিতোষচন্দ্র রায়।*

পুলিশ জানতে পারে, এজেন্টের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন তিনি। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলছেন, 'দেবীডাঙ্গার এক জায়গায় ওই ব্যক্তি থাকত বলে আমরা জানতে পেরেছি। তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

## ৩৫ বছর ধরে ভারতে, জালে দম্পতি

**বিধান ঘোষ ও সুবীর মহন্ত**

**হিলি ও বালুরঘাট, ১৬ জুলাই :** চোরাপথে ভারত প্রবেশ করে কাটিয়েছেন ৩৫ বছর। আধার, ভোটার কার্ড থেকে শুরু করে পাসপোর্ট বানিয়েছিলেন সবই। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ছত্তিশগড় পুলিশের অবৈধ অভিবাসী শনাক্তকরণ অভিযান শুরু হতেই নিজের দেশে পালাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন বাংলাদেশি দম্পতি। ঘটনার তদন্তে বাংলাদেশি দম্পতিকে জেরা করে ধন্দে পড়েছে পুলিশ। বুধবার বাংলাদেশি দম্পতিকে বালুরঘাট আদালতে তুলে হেপাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুরে হিলি থানার চকগোপাল বিওপির উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন এক মহিলা। ঘটনাটি বিএসএফের ১২৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের নজরে আসতেই তাঁকে পাকড়াও করা হয়। বিএসএফের জিজ্ঞাসাবাদে ওই মহিলা বাংলাদেশের নাগরিক বলে স্বীকার করেন। অন্যদিকে, একই সময়ে পাসপোর্ট ও ভিসা দেখিয়ে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে বৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন ওই মহিলার স্বামী। ওই মহিলাকে দিয়ে কৌশলে স্বামীকেও আত্মসমর্পণ করায় বিএসএফ। তার পরেই বাংলাদেশি দম্পতিকে হিলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। ধৃত ব্যক্তির নাম শেখ ইমরান (৫৫) ও মহিলার নাম জাইনাব (৫০)। তাঁরা বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার বীরকুটসা গ্রামের বাসিন্দা।

জেরার মুখে ওই দম্পতি জানিয়েছেন, ১৯৯০ সালে তাঁরা চোরাপথে ভারতে আসেন। তারপর ছত্তিশগড়ের রাইপুর থানা এলাকায় বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে সেখানেই ছিলেন তাঁরা। ছত্তিশগড়ের দুজন দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশি পিতৃপরিচয়েই ভারতীয় আধার, ভোটার, প্যান কার্ড তৈরি করেছিলেন ওই দম্পতি। স্বামী ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি করলেও ওই মহিলা তিনবার আবেদন করেও পাসপোর্ট তৈরি করতে পারেননি। ওই মহিলা পাসপোর্টের জন্য তৃতীয়বার আবেদন করতেই ছত্তিশগড় পুলিশের নজরে চলে আসেন।

## আসছেন রয়্যাল ভুটান কনসুলেট জেনারেল

**কোচবিহার, ১৬ জুলাই :** বাণিজ্য বৈঠক করতে রয়্যাল ভুটান কনসুলেট জেনারেল নামগে থিনলে'র নেতৃত্বে বিশেষ প্রতিনিধিদল আসছে কোচবিহারে। আগামী ২৫ মার্চের মধ্যে তাঁরা কোচবিহারে আসবেন। তবে তাঁরা শুধু কোচবিহারেই নয়, এছাড়াও একই বিষয়ে ওই সময়ের মধ্যে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতেও যাবেন। এই তিন জেলা ছাড়াও শিলিগুড়ির কমিশনারেট অফ পুলিশের সঙ্গেও তাঁদের বৈঠক করার কথা রয়েছে। নবান্ন থেকে এ বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ এসেছে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কাছে।

জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা বলেন, 'আমরা নবান্ন থেকে এরকম চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে আমাদের তাঁদেরকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।'

সুত্রের খবর, ট্রেড সম্পর্কিত ভুটানের সঙ্গে কোচবিহারের যে সম্পর্ক রয়েছে তা হল মূলত কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ভুটানের ট্রাক বাংলাদেশে যায়। যদিও আগে দৈনিক গড়ে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে ৪০০-৫০০ ট্রাক গেলেও বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এখন এই সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। বর্তমানে চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে ভুটানের ট্রাক বাংলাদেশে প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০টি যায়। ফলে বৈঠকে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও রয়্যাল ভুটান কনসুলেট জেনারেল ইন কলকাতা এই পদটিতে নামগে থিনলে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন। ফলে বৈঠকের পাশাপাশি কীভাবে কী করতে হয়, এই সমস্ত বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়াও তাঁর এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে জানা গিয়েছে।

## ভুয়ো চাকরিপ্রার্থী গ্রেপ্তার

**কিশনগঞ্জ, ১৬ জুলাই :** কিশনগঞ্জে কেন্দ্রীয় সিপাহী চয়ন কমিশনের পুলিশ কনস্টেবলের চাকরির পরীক্ষায় বুধবার ধরা পড়ল দুই জাল চাকরিপ্রার্থী। দুজনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম গুড্ডু কুমার ও আদিত্য রাজ। গুড্ডু বিহারের সৌরা বাজারের ও আদিত্য সহরসা জেলার সিমরিবখতিয়ারপুরের বাসিন্দা। গুড্ডু তাঁর গ্রামের সোনু কুমার সেজে চাকলা জুনিয়ার হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। আদিত্য শত্রুঘ্ন কুমারের বদলে জেলা সদরের জগন্নাথ স্কুলের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। কিশনগঞ্জের পুলিশ সুপার সাগর কুমার জানিয়েছেন, ওই দুজন অন্যের বদলে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ৩ লক্ষ টাকা করে নিয়েছিল।

## ফের হোম থেকে চম্পট

**কিশনগঞ্জ, ১৬ জুলাই :** হোম থেকে নাবালক পালানোর আরও এক ঘটনা বিহারের কাটিহারে। চাইল্ড রেসকিউ সেন্টার থেকে মঙ্গলবার রাতে ৬ নাবালক জানলার গ্রিল কেটে পালিয়ে যায়। বুধবার পুলিশ ৩ জনকে উদ্ধার করেছে। বাকি তিনজনকে উদ্ধারের জন্য অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। কাটিহারের বিডিও দপ্তরের পেছনে ওই সেন্টার থেকে মঙ্গলবার রাতে খাওয়ার পর ছয় নাবালক পালিয়ে যায়। বুধবার দণ্ডখোরা থানা এলাকা থেকে পুলিশ তিনজনকে উদ্ধার করে। রেসকিউ সেন্টারটিতে নিরাপত্তারক্ষী এবং সিসিটিভি থাকলেও নাবালকরা পালানোয় প্রশ্ন উঠেছে।

## জাতীয় সড়কে

*প্রথম পাতার পর*

জমিদাতাদের আইনজীবী তথাগত বিশ্বাস বলেন, 'জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সমস্ত মামলা হেরে গিয়েছে। সেই কারণে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জমিদাতাদের সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেওয়া। জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের কাছে আমরা কথা দিয়েছি, সমস্ত টাকা পেয়ে গেলে রাস্তার কাজে কেউ বাধা দেবেন না।'

বিন্নাগুড়ির মৌজার চারটি শীট মিলিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রাস্তার দুই পাশ মিলিয়ে ৫৫ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। যেখানে প্রায় ৯০০ জন জমিদাতা রয়েছেন। জমি দিয়ে দাবিমতো টাকার অনেকটা পেয়ে গিয়ে বাসিন্দাদের অনেকে খুশি। ফুলবাড়ির জমিদাতা মুর্সেদ আলি খান বলেন, 'যাঁরা ক্ষতিপূরণের টাকা কিছুটা পেয়ে গিয়েছেন তাঁদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ক্ষতিপূরণ ও সুদের বাকি টাকা পাওনা রয়েছে। আশা করি, সেই টাকাও পেয়ে যাব।' ফুলবাড়ির বিন্নাগুড়ি মৌজার ১৯ নম্বর শীটের বাসিন্দা জয়নারায়ণ বৈরাগী নামে আর এক বাসিন্দার কথায়, 'কিছু টাকা পেয়েছি। সেই কারণে আমাদের বাড়ি সরাতে বলা হয়েছে।'

# মাস পিটিশন ফেরাল থানা

*প্রথম পাতার পর*

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, মেয়র গৌতম দেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ায় ধীমান রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এই এলাকাকে অশান্ত করছেন। ফুটপাথ দখল করে ছাতা টাঙিয়ে তার নীচে চেয়ার-টেবিল পেতে সমস্ত বহিরাগতকে নিয়ে দিনরাত আসর বসছে। শান্তিপূর্ণ সুভাষপিল্ল, কলেজপাড়ার মানুষ কিছুতেই এসব মেনে নিতে রাজি নন।

ধীমান এবং তাঁর সঙ্গীসাথিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে বুধবার সুভাষপিল্ল এবং কলেজপাড়ার কিছু বাসিন্দা শিলিগুড়ি থানায় গণস্বাক্ষর সংবলিত চিঠি বা মাস পিটিশন জমা দিতে যান। তাঁদের পক্ষে শ্যামল সরকার থানায় দাঁড়িয়ে বলেন, 'দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। প্রথমে ডিউটি অফিসার বললেন, বড়বাবু এলে কথা বলুন। বড়বাবু সমস্তটা শোনার পরে বললেন, আইসি সাহেব না এলে নিতে পারব না। অপেক্ষা করুন। দীর্ঘ অপেক্ষার পরেও আইসি আসেননি। তাই বাধ্য হয়ে থানা থেকে ফিরে এসে চিলড্রেন পার্কে ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের (পূর্ব) অফিসে সেই মাস পিটিশন জমা দিয়েছি।' রিচার কাকা সুবিমল ঘোষের বক্তব্য, 'গত তিন বছর ধরে অত্যাচার সহ্য করতে করতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। আমাদের শান্তিপূর্ণ এলাকাকে অশান্ত করে দিয়েছে। রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত ওই ছেলেগুলো এলাকায় আড্ডা মারছে, হইহট্টগোল করছে। কিন্তু কেউই কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'

১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা বলেন, 'শিক্ষিকার অভিযোগের পরে পুলিশ পদক্ষেপ করেনি। এবার গণস্বাক্ষর করা অভিযোগপত্র পুলিশের কাছে জমা পড়েছে। আশা করছি পুলিশ এবার পদক্ষেপ করবে।'

## মলে স্পা

*প্রথম পাতার পর*

মাটিগাড়া থানার পুলিশের উপস্থিতিতে যখন ক্রোক প্রক্রিয়া চলছে, তখন শপিং মলের নীচের তলায় একের পর এক স্পা-এর একেবারে অন্য পরিস্থিতি। দিনেরবেলাতেই দেখা গেল, প্রতিটি স্পা-এর সামনেই একজন করে মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই এলাকা পেরোনোর সময়, আওয়াজ এল, 'স্পা-এর ভেতরে চলে আসুন। সমস্ত কাজ হয়ে যাবে।'

মলে আসা অনিন্দিতা দাসের কথায়, 'ছেলেমেয়েদের অনেকসময় মলে ঘোরাতে নিয়ে আসি। স্পা-এর ওই চত্বরে যাওয়াই যায় না। ওখানে পরিবেশ আলাদা। একটা মলের একটা অংশে কেন এধরনের পরিস্থিতি থাকবে, সেটাই তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।' উত্তরায়ণের আবাসিকদের একাংশের কথায়, সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি খারাপ থাকে। মাঝেমধ্যে পুলিশ এসে অভিযান চালায়। মল কর্তৃপক্ষেরই বা নজরদারি কোথায়?' যদিও এব্যাপারে মল কর্তৃপক্ষের কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের অবশ্য বক্তব্য, 'আমাদের সাদা পোশাকের পুলিশ থেকে শুরু করে, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট সবাই সজাগ রয়েছে। ওই মলে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে।'

# ... এ তো ঠাকুরের প্রসাদ

*প্রথম পাতার পর*

একটা শিঙাড়া শেষ করে চপের জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন। স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ তুলতেই বললেন, 'এ তো ঠাকুরের প্রসাদ। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বরাহনগরের ফাগুলাল শাহের দোকানের তেলেভাজা খেতেন। আমি তো ঠাকুরেরই শিষ্য।' এটাই মধ্যবিত্ত বাঙালির মেজাজ। চপ, শিঙাড়া জিলিপির প্রশ্নে ঘটি, বাঙালের সুর যে এক, বুধবার সন্ধ্যার শিলিগুড়ির বাজার সেকথা স্পষ্ট করেছে।

অতিরিক্ত তৈলাক্ত ও চিনিযুক্ত খাবারে আসক্তি কমাতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক চপ, শিঙাড়া, জিলিপির দোকানে বিধিসম্মত সতর্কবার্তা বোর্ড ঝোলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেমনটা লেখা থাকে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে, ব্যাপারটা অনেকটা তেমন। সেই বোর্ডের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে, 'অয়েল অ্যান্ড সুগার বোর্ড'। মুখরোচক খাবারে চিনি, লবণ, ফ্যাটের উপস্থিতি কতটা আছে, রোজ কত পরিমাণ সেগুলো খাওয়া যেতে পারে সেসব উল্লেখ থাকবে বোর্ডে। তাঁরা যে সেসবের ধার ধারেন না, তা এদিন ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়ির চপশিল্পীরাও।

জংশনের চপ দোকানের মালিক সুব্রত দাসের কথা, 'ওসব লোকদেখানো। কেউ মানে না। সরকারের পয়সা খরচ করতে হয় তাই করবে।' চম্পাসারির শিঙাড়া বিক্রেতা আবদুল লতিফ হাসতে হাসতে বললেন, 'কিছুদিন আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের তিনজনের একটা দল এসেছিল। কী তেল ব্যবহার করছি সেটা দেখে সতর্ক করল। তারপর যাওয়ার আগে নিজেরাই একটা করে শিঙাড়া খেয়ে চলে গেল।'

চপ, শিঙাড়ার আলুর গরমে জিভ পোড়ানোর মধ্যেও সুখ খোঁজে বাঙালি। মুখ সুচালো করে মুখের ভেতরের গরম ভাব বের করতেও আনন্দ পায় তাঁরা। জিলিপির টপটপে রস নতুন জামায় পড়ে আঠালো হলেও এতটুকুও রাগ না করা বাঙালিকে 'ভয়' দেখানো যে চাট্টিখানি কথা নয় তা এই ক'দিনে বুঝে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কর্তারাও। বাঙালির চপ আবেগে আবার যুক্ত হয়েছে রাজনীতি। 'আমরা কি চা খাব না, খাব না আমরা চা?'- করোনাকালের জনপ্রিয় সেই চা খোর কাকুর ডায়ালগের আদলে সোশ্যাল মিডিয়াতে গত কয়েকদিনে ছড়িয়েছে আর একটি ডায়ালগ, 'আমরা কি চপ খাব না, খাব না আমরা শিঙাড়া?'

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন রান্নার বই 'কিতাব-উল-তাবিখ' লেখা হয়েছিল দশম শতকের শুরুতে। সেখানে পারস্যের মুহম্মদ বিন হাসান আল-বাগদাদী 'জুলবিয়া' নামে একটি বিশেষ পদের উল্লেখ করেন। প্রায় একই সময় সায়ার অল-ওয়ারাকের লেখা একটি আরবের রান্নার বইতেও সেই নামটি পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদরা বলছেন, জুলবিয়াই পরবর্তীকালে ভারতে এসে বদলে যায় 'জালেবি' বা বাংলায় 'জিলিপি'-তে। বিধান মার্কেটের জিলিপি-শিঙাড়ার কম্বো প্যাক বিক্রেতা বা ক্রেতারা হয়তো 'কিতাব-উল-তাবিখ'-এর কথা জানেন না। তাঁরা জানেন, রথের মেলা যেমন বাঙালির মননে মিশে গিয়েছে, ঠিক তেমনি জিলিপিও।

তেলেভাজার দোকানের লম্বা লাইনে কড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে শিঙাড়া খাওয়াদের দলে অফিসের বস, বেকার তরুণ, সদ্য প্রেম হওয়া কপোতী সবাই আছেন। তারই পাশে হয়তো আছে সদ্য ব্রেকআপ হওয়া কেউ, আছে রিকশাওয়ালা, দু'একটা ছিন্নমূল মানুষ ও আরও অনেকে। ধনী-গরিবের কোনও ভেদাভেদ এখানে নেই। সবাই একমনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে শিঙাড়া খায়। সেই তেলেভাজাকে 'বাদ' দিতে হলে হয়তো বাঙালি যুদ্ধও বাধাতে পারে।

## প্লিজ ফিরে এসো বিরাট, অনুরোধ মদন লালের

# কোহলিকে অনুসরণ করেই বিপদে গিল

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই :** মেঠো বিতর্ক, ধাক্কাধাক্কি, স্লেজিং, হাসি, কান্না।

দিনের শেষে ক্রিকেটীয় স্পিরিটের পরিচয়। বেন স্টোকস, জো রুটদের সান্ত্বনার হাত বাড়িয়ে দেওয়া বিধ্বস্ত মহম্মদ সিরাজ, রবীন্দ্র জাদেজাকে। রঙের অভাব হয়নি লর্ডস টেস্টে। ইংল্যান্ড জিতলেও দুই দলের বাইশ গজের যুদ্ধে মজেছিল ক্রিকেটমহলও।

সবকিছুর মধ্যেও একজনের অনুপস্থিতি দাগ কেটেছে অনেকের মনে। বিরাট 'কিং' কোহলি। কারও

> আমার মন বলছিল, তৃতীয় দিনের ঘটনা ইংল্যান্ডের সেরাটা বের করে আনবে। চতুর্থ দিনেও উত্তেজনা কাজ করছিল শুভমানের মধ্যে। যা প্রভাব ফেলেছে ব্যাটিংয়ে। অবশ্য নির্ণায়ক দিনে ভারতীয় দল কিন্তু প্রশংসনীয় লড়াই করেছে।
>
> **মাইকেল ভন**

মতে, বিরাট থাকলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত। ম্যাচের পারদ আরও চড়ত। পাশাপাশি অভিযোগ, মেঠো আগ্রাসনে বিরাটকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদেরই বিপদে ফেলেছেন শুভমান গিলরা। উলটে ইংল্যান্ডকে তাঁতিয়ে দিয়েছে।

এরমধ্যেই বিরাটের টেস্ট অবসরের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি উঠছে। তিরাশির বিশ্বজয়ী দলের সদস্য মদন লালের অনুরোধ, টেস্ট অবসর ভেঙে ফিরে আসুক। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গত সিরিজ খেলেই হঠাৎ অবসর নিয়েছেন।

লর্ডসে তৃতীয় টেস্টে শুভমান গিলের এই আগ্রাসন আখেরে টিম ইন্ডিয়ার ক্ষতি করেছে বলে মত প্রাক্তনদের।

প্রাক্তন পেসারের মতে, লাল বলের ফর্ম্যাটে এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে। বিরাটকেও প্রয়োজন ভারতীয় টেস্ট দলের।

মদন লাল বলেছেন, 'বিরাটের ক্রিকেট আবেগ বিরল। আমি চাই, টেস্টে ফিরে আসুক। অবসর ভেঙে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে ভুলের কিছু নেই। এই সিরিজে না হলে পরের সিরিজে ওকে দেখতে চাই। প্লিজ বিরাট ফিরে এসো। খুব বেশিদিন হয়নি অবসর নিয়েছে। এখনও সময় আছে।' প্রাক্তনের যুক্তি, আরও ১-২ বছর অনায়াসে খেলে দেবে। আর বিরাট থাকলে বিশাল অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারবে তরুণ সতীর্থদের সঙ্গে।

কোহলিকে মিস করেছেন অস্ট্রেলিয়া মহিলা দলের অধিনায়ক অ্যালিসা হিলিও। পডকাস্ট শোয়ে বলেছেন, 'দুই দল সারাক্ষণ যেভাবে টক্কর নিয়েছে, চোখ ঘোরাতে পারিনি লর্ডস টেস্ট থেকে। এরকম উত্তেজক ম্যাচ সবসময় উপভোগ করি। ক্রিকেটারদের মধ্যে বাদানুবাদ, নাছোড় মানসিকতা, ব্যাট-বলের লড়াই-বিনোদনের কোনও অভাব ছিল না। তবে আমি কোহলিকে মিস করেছি। মনে মনে ভাবছিলাম, ও থাকলে পারদ কোথায় চড়ত। এই ম্যাচ জেতার জন্য কীভাবে ঝাঁপাত। জাদেজা চেষ্টা করেছে। তবে বিরাটকে মিস করেছি।'

অনেকে শুভমানের নেতৃত্বের মধ্যেও ফাঁকফোকর দেখছেন। মাইকেল ভনের দাবি, তৃতীয় দিন শেষবেলায় অযথা মাথা গরম করে ইংল্যান্ডকে তাঁতানোর কাজটা করে দেয় শুভমানই। ম্যাচের ওই পরিস্থিতিতে অধিনায়ক হিসেবে বড় ভুল। ভনের কথায়, 'আমার মন বলছিল, তৃতীয় দিনের ঘটনা ইংল্যান্ডের সেরাটা বের করে আনবে। চতুর্থ দিনেও উত্তেজনা কাজ করছিল শুভমানের মধ্যে। যা প্রভাব ফেলেছে ব্যাটিংয়ে। অবশ্য নির্ণায়ক দিনে ভারতীয় দল কিন্তু প্রশংসনীয় লড়াই করেছে।'

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার আগ্রাসনে বিরাটকে অনুসরণ না করার পরামর্শ দিয়েছেন শুভমানকে। প্রাক্তন ব্যাটারের মতে, বিরাটের ক্ষেত্রে আগ্রাসনটা সহজাত। ফিল্ডিং হোক বা ব্যাটিং, চোখেমুখে তার ছাপ থাকত। উলটো দিকে ফিল্ডিংয়ের সময় যতটা আগ্রাসী, ব্যাটিংয়ের সময় শরীরী ভাষাতে তা দেখা যায় না শুভমানের মধ্যে। মঞ্জরেকারের যুক্তি, যা বুঝিয়ে দেয় আগ্রাসন শুভমানের সহজাত নয়। তাই বিরাটের পথে না হাঁটাই ভালো।

লর্ডসে দুই ইনিংস মিলিয়ে মাত্র ২২ রান করেছিলেন শুভমান গিল। যা তাঁকে ব্যাটারদের র‌্যাংকিংয়ে নয় নম্বরে নামিয়ে দিল।

# র‌্যাংকিংয়ে তিন ধাপ নামলেন শুভমান

## 'গৃহযুদ্ধে' ব্রুক হারলেন রুটের কাছে

**দুবাই, ১৬ জুলাই :** আইসিসি টেস্ট র‌্যাংকিংয়ে ফের বদল।

ইংল্যান্ড দলের দুই তারকার 'গৃহযুদ্ধে' লর্ডস টেস্টের পর প্রকাশিত র‌্যাংকিংয়ে সতীর্থ হ্যারি ব্রুককে পিছনে ফেলে দিলেন জো রুট। গত তালিকায় রুটকেই টপকে যান তরুণ ইংরেজ ব্যাটার। ক্রিকেট মক্কায় শতরান সহ গুরুত্বপূর্ণ জোড়া ইনিংসের হাত ধরে নিজের শীর্ষস্থান ফের দখলে নিলেন রুট।

উত্তেজক টক্কর শেষে ২২ রানে জেতে ইংল্যান্ড। লো স্কোরিং যে টেস্টে প্রথম ইনিংসে ১০৪ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও চাপের মুখে ৪০। ম্যাচের ফলাফলে যা ব্যবধান গড়ে দেয়। সাফল্যের সুবাদে ৮৮৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে হ্যারি ব্রুককে (৮৬২) পিছনে ফেলে দেন। এই নিয়ে অষ্টমবার শীর্ষস্থান দখলের নজির গড়লেন ইংরেজ তারকা।

২০১৪ সালে কুমার সাঙ্গাকারা ৩৭ বছর বয়সে টেস্ট ব্যাটিং র‌্যাংকিংয়ের মগডালে পৌঁছেছিলেন। তারপর বয়স্ক ব্যাটার হিসেবে কীর্তি রুটের (৩৪ বছর)। ব্রুক সেখানে দুই ধাপ পিছিয়ে এক থেকে তিনে। দুই ইংরেজ ব্যাটারের মাঝে ঢুকে পড়েছেন কেন উইলিয়ামসন (দ্বিতীয়, ৮৬৭ পয়েন্ট)। একধাপ এগিয়ে সেরা পাঁচে ঢুকে পড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথ (চতুর্থ)। জেমি স্মিথ রয়েছেন দশম স্থানে।

বার্মিংহাম টেস্টে মোট ৪৩০ রান করার সুবাদে কেরিয়ারের সর্বাধিক ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছিলেন শুভমান গিল। লর্ডস টেস্টে যদিও সেই ধারাবাহিকতা দেখা যায়নি। দুই ইনিংসে করেন ১৬ ও ৬। ফলস্বরূপ তিন ধাপ পিছিয়ে ছয় থেকে নয়ে শুভমান। সেরা পাঁচে থাকলেও এক ধাপ পিছিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল (৫)। পিছিয়ে ঋষভ পন্থ (আট) শুভমানের ঠিক এক ধাপ আগে।

এদিকে, আগামীকাল শুরু আইসিসি-র বার্ষিক সভা দ্বিস্তরীয় টেস্ট ফর্ম্যাট নিয়ে আলোচনায় উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা। পরবর্তী ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনার পাশাপাশি দ্বিস্তরীয় টেস্ট ফরম্যাট অ্যাজেন্ডায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে চলেছে। মত বিনিময় হবে সম্ভাব্য দ্বিস্তরীয় টেস্ট ফর্ম্যাটের প্রোমোশন, অবনমন পদ্ধতি সম্পর্কেও। তথ্যাভিজ্ঞ মহল অবশ্য মনে করছে, চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে এহেন পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। আইসিসি সভায় শেষপর্যন্ত জল কোন পথে গড়ায়, সেটাই দেখার।

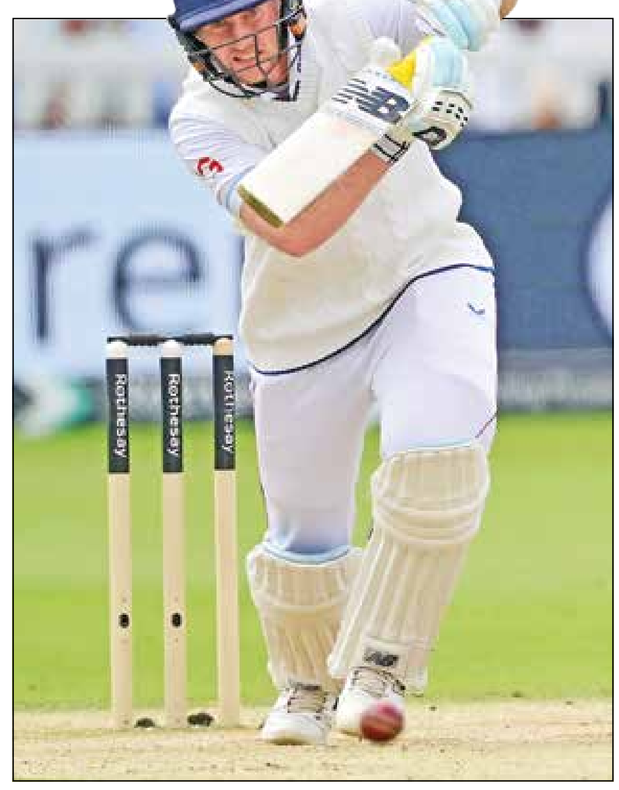

তৃতীয় টেস্টে শতরানের সুবাদে শীর্ষে উঠে এলেন জো রুট।

## বিদর্ভ ছেড়ে বরোদায় জিতেশ

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই :** সম্ভাবনার খবর আগেই হয়েছিল। আজ শেষপর্যন্ত সেই সম্ভাবনায় সরকারি সিলমোহর পড়ল। আসন্ন ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুমের লক্ষ্যে বিদর্ভ ছেড়ে বরোদায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত আজ চূড়ান্ত হল। আগামী মরশুমে জিতেশ শর্মাকে বরোদার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে দেখা যাবে। শেষ মরশুমে বিদর্ভের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে রনজি ট্রফি খেলার সুযোগই পাননি জিতেশ। যদিও সাদা বলের সৈয়দ মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেছিলেন তিনি। কিন্তু রনজিতে সুযোগ না পাওয়ার হতাশা থেকে আগেই বিদর্ভ ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন জিতেশ নিজেই। জানা গিয়েছে, বরোদার অধিনায়ক ক্রুণাল পান্ডিয়া জিতেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়েই আসন্ন মরশুমে এবার রাজ্য বদলের সিদ্ধান্ত নিলেন জিতেশ।

এদিকে, জিতেশ আপাতত লন্ডনে। বন্ধু দীনেশ কার্তিকের আহ্বানে জিতেশ অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফির সময় হাজির হয়েছিলেন লর্ডসে। টিম ইন্ডিয়ার খেলাও দেখেন তিনি। যদিও মাঠে প্রবেশের সময় সমস্যায় পড়েছিলেন জিতেশ। শেষপর্যন্ত ডিকের সাহায্যে জিতেশ মাঠে ঢোকেন। ধারাভাষ্যকারদের জন্য নির্দিষ্ট বক্সেও হাজির হয়েছিলেন জিতেশ।

# আজ বেকেনহামে অনুশীলনে রাহুলরা

**লন্ডন, ১৬ জুলাই :** কিছু ম্যাচ জয়, পরাজয়ের থেকেও বেশি কিছু দিয়ে যায়। ক্রিকেটীয় স্পিরিট, চারিত্রিক দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়। সেই শিক্ষা আগামীর লক্ষ্যে ক্রিকেটারদের আরও শক্তিশালী করে তোলে।

বক্তার নাম লোকেশ রাহুল। সমাজমাধ্যমে তাঁর মন্তব্যের এই পোস্ট ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। পরিস্থিতির বিচারে সেটাই হওয়ার কথাও। প্রথমে হেডিংলে ও পরে লর্ডসে টিম ইন্ডিয়ার 'জিতা হুয়া বাজি' হারার পর রাহুলের এমন মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যের। রাহুলের এমন মন্তব্য তাঁর সতীর্থদের উপর

লন্ডনে কফিশপে সময় কাটাচ্ছেন টিম ইন্ডিয়ার পেসার প্রসিধ কৃষ্ণা। বুধবার।

কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, সেটাই দেখার।

লর্ডস টেস্ট হারের পর কেটে গিয়েছে দুই দিন। ভারতীয় দল এখনও লন্ডনেই রয়েছে। গতকালের পর আজও পুরো দল ক্রিকেট থেকে দূরে বিশ্রামে ছিল। আগামীকাল লন্ডন থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বের বেকেনহামের ক্রিকেট মাঠে সিরিজের চতুর্থ টেস্টের লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে এখনও ভারতীয় ক্রিকেট দল লর্ডস টেস্ট হারের শোকে মুহ্যমান হয়ে রয়েছে। মহম্মদ সিরাজের দুর্ভাগ্যজনক বোল্ড হওয়ার ঘটনা পুরো দলকে নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। ২৩ জুলাই থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে সিরিজের চার নম্বর টেস্ট খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে শনিবার লন্ডন থেকে ম্যাঞ্চেস্টার যাওয়ার কথা শুভমান গিলদের।

ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছানোর আগে বৃহস্পতিবার বেকেনহামের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের দিকে নজর রয়েছে ক্রিকেটমহলের। যার মূল কারণ হিসেবে সামনে আসছে অনেকগুলি দিক। এক, জসপ্রীত বুমরাহ কি খেলবেন ম্যাঞ্চেস্টারে? লর্ডস টেস্ট হারের পর অধিনায়ক শুভমানকে বুমরাহ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়নি। দুই, টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ কি ফিট? লর্ডস টেস্টের দুই ইনিংসে তিনি ব্যাটিং করলেও কিপিং করেননি লম্বা সময়। ঋষভ ম্যাঞ্চেস্টারে খেলতে না পারলে কি ধ্রুব জুরেলকে খেলানোর কথা ভাববে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট? তিন, তিনটি টেস্টে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর করুণ নায়ারকে কি দেখা যাবে ম্যাঞ্চেস্টারে? নাকি বিসাই সুদর্শনকে প্রথম একাদশে ফেরানো হবে? কোনও প্রশ্নেরই স্পষ্ট জবাব আপাতত নেই। হয়তো আগামীকাল বেকেনহামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে এমন প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে। শুভমান-গৌতম গম্ভীররা শেষপর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে রদবদলের পথে যাবেন কি না, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে এখনও লর্ডস বিপর্যয় নিয়ে উত্তাল হয়ে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ।

### লর্ডস ব্যর্থতার ময়নাতদন্তে শাস্ত্রী

টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী আজ আইসিসির পডকাস্টে লর্ডসে শুভমানদের বিপর্যয়ের ময়নাতদন্ত করেছেন। যেখানে শাস্ত্রী জানিয়েছেন, লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে পন্থের রানআউট ও দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটারদের চাপ সামলাতে না পারাই টিম ইন্ডিয়ার ব্যর্থতার মূল কারণ। শাস্ত্রীর বিশ্লেষণে, 'লর্ডসের পিচে কোনও জুজু ছিল না। একটু মন্থর ও অসমান বাইশ গজ হলেও ব্যাটিংয়ের জন্য তা ছিল আদর্শ। এমন পিচে প্রথম ইনিংসে ঋষভের রানআউট ও দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটারদের পরিস্থিতির চাপ সামলাতে না পারার জন্যই লর্ডসে হারতে হয়েছে।' লর্ডসে টিম ইন্ডিয়ার ২২ রানে হারের নেপথ্য কারণ হিসেবে আরও একটি দিকও তুলে ধরেছেন শাস্ত্রী। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচের মনে হচ্ছে, দ্বিতীয় ইনিংসে ব্রাইডন কার্সের বলে জাজমেন্ট দিয়ে বোল্ড হয়েছিলেন নায়ার। আচমকা ভিতরে ঢুকে আসা ডেলিভারির লেংথ বুঝতে পারেননি তিনি। করুণের এমন আউট ভারতীয় সাজঘরে চাপ তৈরি করেছিল বলেও মনে করছেন শাস্ত্রী।

# কোপ আইসিসি-র, তিনে নামল ইংল্যান্ড

**দুবাই, ১৬ জুলাই :** লর্ডস টেস্টে দুরন্ত জয়।

সিরিজে ২-১ এগিয়ে যাওয়া। যদিও খুশির মধ্যেও অন্য চিন্তা ইংল্যান্ড শিবিরে। মন্থর ওভার রেটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ডব্লিউটিসি পয়েন্ট কাটা গিয়েছে। যার ধাক্কায় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় থেকে তিন নম্বরে নেমে গেল বেন স্টোকস ব্রিগেড।

চলতি চ্যাম্পিয়নশিপে তিন ম্যাচ খেলে দুইটিতে জয়। তার সুবাদে ৩৬-এর মধ্যে ২৪ পয়েন্ট পেয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু ২ পয়েন্ট কাটায় যা এখন ২২। শতকরা জয়ের হার ৬৬.৬৭ থেকে কমে ৬১.১১ শতাংশ। ফলস্বরূপ পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছে ইংল্যান্ড। দুই নম্বরে উঠে এসেছে শ্রীলঙ্কা (৬৬.৬৭)। জয়ের হ্যাটট্রিকে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া (১০০ শতাংশ)। ভারত (৩৩.৩৩) রয়েছে চতুর্থ স্থানে।

গত তিন চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আয়োজন করলেও খেতাবি যুদ্ধের টিকিট পায়নি ইংল্যান্ড। চলতি ভারত সিরিজে ভালো শুরুতে আক্ষেপ মোছার হাতছানি। সেক্ষেত্রে জোড়া পয়েন্ট কাটা যাওয়া কতটা ধাক্কা দেবে ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের দলকে, তা সময়ই বলবে। পয়েন্টের পাশাপাশি ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ জরিমানা করেন ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন।

২০১৯-২০২১ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে একই কারণে ৪ পয়েন্ট খুইয়ে ফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারতের মুখোমুখি হয় নিউজিল্যান্ড। রবি শাস্ত্রী সেকথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন থ্রি লায়ন্সকে। শাস্ত্রী বলেছেন, 'প্রথম টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্ট কাটা যাওয়া ধাক্কা দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। ভারতের বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্টে (২০২০) মন্থর ওভার রেটের কারণে ৪ পয়েন্ট হারাতে হয়। শেষপর্যন্ত অজিদের টপকে ফাইনালে যায় নিউজিল্যান্ড। ইংল্যান্ডকে এই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। তবে মন্থর ওভার রেট নয়, পাখির চোখ হওয়া উচিত ম্যাচ জেতাতে। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

### দ্বিচারিতার অভিযোগ ভনের

মাইকেল ভন আবার মন্থর রেট নিয়ে দ্বিচারিতার অভিযোগ করেছেন জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি-র বিরুদ্ধে। যুক্তি, ইংল্যান্ডের মতো ভারতের ওভার রেটও ভালো নয় লর্ডসে। অথচ, শাস্তির খাঁড়া শুধু ইংল্যান্ডের ওপর। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'সত্যি কথা বলতে, লর্ডস টেস্টে দুই দলের ওভার রেট সত্যিই খুব খারাপ। তাহলে কেন একটা দলই শাস্তি পাবে।'

মন্থর ওভার রেটের জন্য দুই ডব্লিউটিসি পয়েন্ট কাটা গেল বেন স্টোকস ব্রিগেডের।

## বিদায় সিন্ধুর

**টোকিও, ১৬ জুলাই :** জাপান ওপেন ব্যাডমিন্টনের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধু। বুধবার তিনি ১৫-২১, ১৪-২১ পয়েন্টে হেরেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সিম ইয়ু জিনের কাছে। চলতি মরশুমে এই নিয়ে ৫ বার প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন সিন্ধু। পুরুষদের ডাবলসে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি ২১-১০, ২১-১৮ পয়েন্টে হারিয়েছেন কোরিয়ার জুটিকে। পুরুষদের সিঙ্গলসে লক্ষ্য সেনও দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। তিনি ২১-১১, ২১-১৮ পয়েন্টে হারান ওয়াং জেন জিঙ্গকে।

# 'তিন ছক্কায় লর্ডসে জেতাবে সিরাজই!'

## বলেছিলেন অশ্বীনের বাবা

**চেন্নাই, ১৬ জুলাই :** ৩০ বল খেলে চার রান। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে শেষ উইকেট জুটিতে ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকলেও হতাশা নিয়ে ফিরেছেন মহম্মদ সিরাজ। যদিও জাদেজা-সিরাজ যখন খেলছেন, তখনও ম্যাচ জেতা নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বাবা। বিশ্বাস ছিল, সিরাজই গোটা তিনেক ছক্কা হাঁকিয়ে বৈতরণি পার করে দেবেন!

এমনই গল্প শুনিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীনই। বাবার সঙ্গে খেলা দেখছিলেন। তখনই সিনিয়ার অশ্বীন সিরাজের ওপর আস্থা দেখান। বলেছেন, 'বেন স্টোকস অবিশ্বাস্য স্পেল করছিল। বাবার সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বাবা বলে, গোটা তিনেক ছয়ে সিরাজ ম্যাচ শেষ করে ফিরবে। বাবাকে বলি, তুমি কি মজা করছো? স্টোকসকে দেখ। দুর্দান্ত বোলিং করছে। পরপর দুই স্পেলে ৯.২ ও ১০ ওভার টানা বল করে গেল ১৩২-১৪০ কিলোমিটার গতিতে।'

প্রাক্তন স্পিন সঙ্গী জাদেজাকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। অশ্বীনের কথায়, জাদেজা দুর্গের মতো দাঁড়িয়েছিল। একদিক ধরে রেখে ভারতকে শেষপর্যন্ত লড়াইয়ে রাখে। উলটো দিকে স্টোকসের নাছোর মানসিকতা, মরিয়া প্রয়াস। সবমিলিয়ে অবিশ্বাস্য ম্যাচ। নিজেদের ক্ষমতার শেষবিন্দু পর্যন্ত গিয়ে পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া। শেষে বিধ্বস্ত সিরাজকে জ্যাক ক্রলি, জো রুটের সান্ত্বনা। নাটকীয় পরিসমাপ্তি দুর্দান্ত এক ম্যাচের।

দুর্ভাগ্যজনক বোল্ডে শেষ হয় মহম্মদ সিরাজের লড়াই।

# ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে দোষারোপ লারার

**জামাইকা, ১৬ জুলাই :** প্রথমবার ঘরের মাঠে ৩ বা তার বেশি ম্যাচের সিরিজে চুনকাম। ব্যাটিং বিপর্যয়ে তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অল আউট ২৭ রানে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাটারদের রোগ সারাতে কিংবদন্তিদের শরণাপন্ন হল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। আপৎকালীন বৈঠকে ডাক পড়ল ক্লাইভ লয়েড, স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস ও ব্রায়ান লারার।

নিজের দেশের এই বিপর্যয়ের জন্য বিশ্বজুড়ে টি২০ ক্রিকেটের রমরমাকেই দায়ী করছেন লারা। এক পডকাস্টে তিনি বলেছেন, 'জাতীয় দলে সুযোগ পেতে হলে আমাদের সময় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পারফর্ম করতে হত। এমনকি অনেকে কাউন্টিও খেলেও দলে ঢুকতো। কিন্তু এখন জাতীয় দলকে দেখা হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের লোভনীয় চুক্তি পাওয়ার মঞ্চ হিসেবে।'

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ওয়েস্ট

### বৈঠকে ডাক পড়ল ভিভ-লয়েডদের

ইন্ডিজ বোর্ডের প্রধান কিশোর স্যালো বলেছেন, 'ওই কিংবদন্তিরা আমাদের ক্রিকেট ইতিহাসের সোনালি সময়ে খেলেছেন। তাঁদের নিয়ে বৈঠক শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক হবে না। আগামীদিনে ক্রিকেটের উন্নতিতে ওঁদের মতামত অসম্ভব মূল্যবান হতে চলেছে। এই জমায়েতের উদ্দেশ্য, বাস্তবোচিত এবং কার্যকারী পরিকল্পনা তৈরি করা।'

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে একমাত্র অর্ধশতরান এসেছে ব্র্যান্ডন কিংয়ের ব্যাট থেকে। ৩ ম্যাচে গোটা দলের ব্যাটিং গড় মাত্র ১৪.১৩। মাত্র একবার ২০০ রানের গণ্ডি পার করতে পেরেছে ক্যারিবিয়ানরা। এমন হতশ্রী পারফরমেন্সের জন্য 'বেশ কয়েকটি রাত চোখে ঘুম আসবে না ক্রিকেটার সহ সমর্থকদের', মানছেন কিশোর।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

বেদত্রয়ী ধর, শুভ ২য় জন্মদিন, আমাদের আদরের তোমার জীবন হোক স্নেহ আর আশীর্বাদে ভরা, - বিভাস ধর - পাপা, পয়স্বিনী দে - মা, প্রশান্ত কুমার ধর - ঠাকুরদা, তপতী ধর - ঠাম্মি, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

## নতুন রোডম্যাপে অবনমন চায় এআইএফএফ

# ভবিষ্যতের চিন্তায় মুখ খুললেন সুনীল-প্রীতমরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** 'এই কঠিন সময়ে মাথা ঠান্ডা রাখুন।' এদেশে ফুটবলকে জড়িয়ে যাঁদের দিন গুজরান হয়, তাঁদের প্রতি বার্তা সুনীল ছেত্রীর।

১২ জুলাই হঠাৎই অনির্দিষ্টকালের জন্য ইন্ডিয়ান সুপার লিগ স্থগিত করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে এফএসডিএল। তারপর থেকেই আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন ফুটবলার থেকে কিটম্যান কী মেডিকাল টিম থেকে প্রোডাকশনস ক্রু, সকলেই। যাঁদের সংসার চলে এই ফুটবলকে জড়িয়ে, তাঁদের এমনটা হওয়াই যে স্বাভাবিক, এদিন এই বক্তব্য নিজের সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেছেন সুনীল। প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি সামান্য দেরিতে শুরু হবে, ক্লাবের এই বার্তা তাঁর মুখে হাসি ফুটিয়েছিল। কারণ ছুটি কাটানোর সামান্য বেশি সময় তাতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুনীল লিখেছেন, 'ওই সপ্তাহখানেকটাই যখন 'অনির্দিষ্ট' সময়ে বদলে গেল তখন মুখ থেকে হাসি উধাও। এখন বিষয়টা দুশ্চিন্তায় পরিণত হচ্ছে ক্রমশ। যা পরিস্থিতি তাতে ফুটবল নিয়ে চিন্তা বাড়ছে।' তিনি আশাপ্রকাশ করেন, 'আমি জানি থিংকট্যাংক এবং যাঁরা ফুটবলটা চালাচ্ছেন তাঁরা একসঙ্গে ফের ফুটবল মরশুম শুরু করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। দ্রুতই তাঁরা সব সমস্যার সমাধান করবেন দেরি না করে।' ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের কাছে তাঁর আবেদন, 'যাঁরা এদেশের ফুটবলের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁরা তো বটেই, বিশেষ করে ম্যাসিওর, কিটম্যান, সাপোর্ট স্টাফ, মেডিকেল টিম, প্রোডাকশন টিম, অপারেশনসের লোকজন এবং ফুটবলাররা দয়া করে মাথা ঠান্ডা রাখুন। আমরা একসঙ্গে যখন ঝড়ের মধ্যে পড়েছি তখন একসঙ্গেই কাটিয়ে উঠব। প্রত্যেকে নিজেকে প্রস্তুত রাখুন। দ্রুত আমরা নিজেদের জায়গায় আবার ফিরব।'

সুনীলের মতোই আশাবাদী প্রীতম কোটালও। তবে তিনি চিন্তিত ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়ে। বলছিলেন, 'ফুটবলারদের ফিটনেস সমস্যাটাই সবথেকে বড় সমস্যা। আমরা অফ সিজনে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেরা অনুশীলন করে ফিট থাকি। তারপর ক্লাবে গিয়ে ফিটনেস ট্রেনারের অধীনে কাটাই। তার ওপরে কোচের অধীনে বল নিয়ে অনুশীলন করে ম্যাচ খেলতে নামি। কিন্তু এটা যত দেরি হবে, ফুটবলারদের ফিটনেস সমস্যা বাড়বে। কারণ বিশেষ একটা সময়ের পর ম্যাচে না ফিরতে পারলে ফিটনেস ধরে রাখা যায় না। এটাই চিন্তার। আশা করি, সবাই বুঝবে এই সমস্যাগুলো। তাছাড়া আমরা শুধু ফুটবলাররাই তো নয়, এর সঙ্গে আরও বহু মানুষের রুটিরুজি জড়িয়ে আছে। মরশুম শুরু হতে যত দেরি হবে ততই আর্থিক সমস্যা বাড়বে। আশা করছি দ্রুত সব সমস্যা মিটে গিয়ে আবার সবাই খেলার মাঠে ফিরতে পারব।' তাঁদের আশা হয়তো বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এফএসডিএল ও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সম্ভবত চুক্তি নিয়ে একটি ঐক্যমতে আসতে চলেছে। নতুন চুক্তিতে ২০২৬ থেকে ২০৩৫ পর্যন্ত একটি রোডম্যাপ থাকছে। কিন্তু সেখানে ফেডারেশন প্রোমোশন ও অবনমন নিয়ে আলোচনা চেয়েছে বলে খবর।

*এই ছবি পোস্ট করেই আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করলেন সুনীল ছেত্রী।*

> আমরা একসঙ্গে যখন ঝড়ের মধ্যে পড়েছি তখন একসঙ্গেই কাটিয়ে উঠব। প্রত্যেকে নিজেকে প্রস্তুত রাখুন। দ্রুত আমরা নিজেদের জায়গায় আবার ফিরব।
>
> **সুনীল ছেত্রী**
> (আইএসএলের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে)

২০২৯ সাল থেকে আইএসএল প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের মর্যাদা পায়। এএফসি-র দেওয়া রোডম্যাপ অনুযায়ী, ২০২২-'২৩ মরশুম থেকে প্রোমোশন চালু হওয়ায় পরপর দুই মরশুমে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন পাঞ্জাব এফসি ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব উঠে আসে। কিন্তু অবনমন এখনও চালু করা যায়নি এফএসডিএলের আপত্তিতে। শুধু অবনমনই নয়, ক্যালেন্ডার নিয়েও একটা স্বচ্ছতা চাইছে ফেডারেশন। তাছাড়া সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন নয়, আগের মতোই আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের পাশাপাশি আই লিগ চ্যাম্পিয়নও এএফসির টুর্নামেন্ট খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে, এই প্রস্তাব দিতে চলেছে এআইএফএফ। তাছাড়া আগের মতোই বছরে ৫০ কোটি টাকাই চাওয়া হচ্ছে এফএসডিএলের কাছে। যা খবর তাতে ফেডারেশন আশাবাদী দ্রুত সমস্যা মিটে গিয়ে নতুন চুক্তি হওয়ার বিষয়ে।

# জিতেও স্বস্তি নেই বাগানে

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২ (পাসাং, করণ)**
**কালীঘাট মিলন সংঘ-১ (সুরজিৎ)**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুলাই :** ডার্বির মহড়ায় জয়ে ফিরল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কিন্তু স্বস্তি ফিরল কি?

কলকাতা ফুটবল লিগে প্রিমিয়ারের ম্যাচে কালীঘাট মিলন সংঘকে ২-১ গোলে হারাল মোহনবাগান। ৩ পয়েন্ট এল ঠিকই। তবে এই জয় কষ্টার্জিত বললেও বোধহয় ভুল হবে না। ডার্বির আগের ম্যাচেই প্রথম একাদশে তিন নতুন মুখ আনা বাগান কোচের সাহসী সিদ্ধান্ত বলতেই হয়। ম্যাচের শুরুটা ভালোই করেছিল মোহনবাগান। ৪ মিনিটে সবুজ-মেরুন অধিনায়ক সন্দীপ মালিকের মাপা ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে গোল শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাংয়ের। তারপর থেকেই মোহনবাগানকে চেপে ধরে কালীঘাট। মহম্মদ বিলালের পাশে আদিত্য মণ্ডলকে শুরু থেকেই নড়বড়ে লাগছিল। দলের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব স্পষ্ট। মার্শাল কিস্কু, থংজাম রোশন সিংও বারবার ভুল করছিলেন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই ১৮ মিনিটে সমতা ফেরায় কালীঘাট। রোশনের মিস পাস দেবনাথ এস হয়ে পান সুরজিৎ হালদার। তাঁর শট বিলালের মাথায় লেগে গোলে ঢুকে যায়। সেখানে শুরুর গোল ছাড়া প্রথম ৪৫ মিনিটে মোহনবাগানের অনুকূলে সুযোগ একটাই।

*মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে এগিয়ে দিয়ে উল্লাস শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাংয়ের।*

তবে দ্বিতীয়ার্ধে সবুজ-মেরুন যেভাবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করল তা কাজে লাগাতে পারলে জয়টা আরও সহজ হত। ৫২ মিনিটে গোগোচার ক্রস থেকে পাসাংয়ের হেড রুখে দেন কালীঘাট গোলরক্ষক। ৫৫ মিনিটে বিলালের বাড়ানো লম্বা বল ধরে ঢুকে পড়েছিলেন থুমসল টংসিন। তবে তাঁর শট কালীঘাট ফুটবলারের শরীরে প্রতিহত হয়। পাশে থাকা অরক্ষিত করণ রাইকে কেন যে বলটা বাড়ালেন না তিনি, সেটাই প্রশ্ন। অবশেষে ৬৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আসে টংসিনের পাস থেকে। দুরূহ কোণ থেকে করণের শট কালীঘাট গোলরক্ষকের ভুলে গোলে ঢুকে যায়। এর পরও ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু হলে কী হবে, ৭৪ মিনিটে বক্সের মধ্যে গোলরক্ষককে একা পেয়েও জালে বল ঠেলতে ব্যর্থ টংসিন। উলটোদিকে ৭০ মিনিটে কালীঘাটের রাজেন ওরাওঁয়ের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ডার্বির আগে পা হড়কেছে ইস্টবেঙ্গলের। ৪ ম্যাচে তাদের ঝুলিতে ৫ পয়েন্ট। সেখানে এক ম্যাচ বেশি খেলে মোহনবাগানের অর্জন ১০ পয়েন্ট।

এদিকে, এদিন আরও একবার হাস্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল কলকাতা লিগ। মোহনবাগান-কালীঘাট ম্যাচে নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষে চতুর্থ রেফারি ৫ মিনিট অতিরিক্ত সময় ধার্য করেন। অথচ ৯৪ মিনিট ১৭ সেকেন্ডে শেষ বাঁশি বাজিয়ে দেন মাঠে থাকা রেফারি শুভজিৎ প্রামাণিক। কালীঘাট আপত্তি জানানোয় ফের খেলা শুরু করেন তিনি। কালীঘাট মিলন সংঘ আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। সেই কারণেই কি শেষ বাঁশি বেজে যাওয়ার পরও সিদ্ধান্ত বদলাল? প্রশ্ন উঠছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ম্যাচের শেষ দিকে রেফারির ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জেরেই এই বিপত্তি।

**মোহনবাগান : দ্বীপ্রভাত, মার্শাল, আদিত্য, বিলাল, রোশন, সন্দীপ, মিংমা (গুণরাজ), টংসিন (পাংগামবাম), পাসাং (পীযূষ), গোগোচা (শিবম) ও করণ (নিশার)।**

## কল্যাণীতে ডার্বি আয়োজন প্রশ্নের মুখে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুলাই :** সকাল থেকে সাজোসাজো রব। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতেই বিষাদের সুর। কল্যাণী স্টেডিয়ামে ডার্বি আয়োজন ঘিরে অনিশ্চয়তা। বুধবার থেকেই ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বড় ম্যাচ আয়োজনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে কল্যাণীতে। এদিন সকালে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয় আইএফএ ও স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের।

লিগের ডার্বিকে কেন্দ্র করে একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে আয়োজকদের। স্টেডিয়াম চত্বরে দুই দলের ফ্যান পার্ক, খাবার স্টল সহ বেশ কিছু অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। আইএসএলে অনলাইনে টিকিট কাটা গেলেও ম্যাচের আগে আলাদা করে বক্স অফিস থেকে তা সংগ্রহ করতে হয়। সমর্থকদের সুবিধার্থে এই ডার্বিতে সম্পূর্ণ অনলাইন টিকিট রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর এর সবটাই কল্যাণী স্টেডিয়ামের চেয়ারম্যান নীলিমেশ রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে। তবে বুধবার রাতে অনলাইনে টিকিট ছাড়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। আসলে কল্যাণীতে ডার্বি আয়োজনই এখন বিশবাঁও জলে।

এদিন বিকেলে আচমকাই কল্যাণী পুলিশ আইএফএ-কে জানায়, ওখানে ডার্বি আয়োজনে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাথমিকভাবে বড় ম্যাচে ১৩ হাজার টিকিট বিক্রির ভাবনা ছিল। তাতেই নাকি আপত্তি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কল্যাণী পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ডার্বির উত্তেজনা সামাল দেওয়ার পরিকাঠামো এখানে নেই। এরপরই দফায় দফায় আলোচনা চলছে আয়োজকদের মধ্যে। বুধবার রাতের খবর, কল্যাণীতেই ডার্বি করার চেষ্টা চলছে। ডার্বি আয়োজনের ব্যাপারে এখনও আশাবাদী স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষও। শোনা যাচ্ছে মুখ রাখতে দর্শকের সংখ্যা আরও কমিয়ে নতুন করে ম্যাচ আয়োজনের আবেদন জানানো হয়েছে। বুধবার রাতে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'এখনও কল্যাণীতেই ডার্বি আয়োজনের চেষ্টা চলছে। একান্তই যদি অনুমতি না মেলে সেক্ষেত্রে ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া পথ নেই। রাতারাতি অন্য কোনও মাঠে ডার্বির মতো ম্যাচ আয়োজন সম্ভব নয়।' যদিও সেক্ষেত্রে বিকল্প কী হতে পারে, তা স্পষ্ট নয়।

এদিকে, কল্যাণীর মাঠ নিয়ে এদিন ম্যাচ শেষেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন মোহনবাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো। তিনি বলেছেন, 'বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা ভালো নয়। অসমান বাউন্স।' ওই মাঠ ডার্বির মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনের যোগ্য কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ডেগি।

## যোগ দিলেন আনোয়ার

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** বুধবার থেকে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়ার দলের অনুশীলনে যোগ দিলেন ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি। এদিন কোচ বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে তিনি অনুশীলন করেন। আনোয়ার ছাড়াও গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিল ও অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার শহরে আসার কথা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ও মহম্মদ রশিদ। শুক্রবার নন্দকুমার শেখর আসবেন। ১৯ তারিখ আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিলের সঙ্গে কোচ অস্কার ব্রুজোঁ কলকাতায় আসছেন। ব্রাজিলিয়ান মিডিও মিগুয়েল আসবেন ২০ তারিখ।

## সেরা দল নামানোর অনুরোধ ক্রীড়ামন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুলাই :** ডুরান্ড কাপ একটি ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট। তাই সেখানে যেন কলকাতার চার ক্লাবই নিজেদের সেরা দল নামায়, এমন অনুরোধ রাখলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এদিন নব মহাকরণে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কর্তাদের সঙ্গে আসন্ন ডুরান্ড নিয়ে আলোচনায় বসেন ক্রীড়ামন্ত্রী। ক্লাব কর্তাদের ডাকলেও কোনও ক্লাবেরই বিনিয়োগকারীদের তরফে কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না। অথচ ফুটবল দলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীরাই নেন। যা খবর তাতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলে সিনিয়ারদের খেলাবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে অনুশীলনে নামবে সিনিয়ার দল। ইস্টবেঙ্গল অবশ্য শুরু থেকেই সেরা দল নামানোর চিন্তা করছে। বিদেশিরা সবাই আসেননি বলে ডায়মন্ড হারবার নাম নথিভুক্ত করার সময়সীমা বাড়াতে অনুরোধ করেছে।

## ভারতের জয় আনলেন দীপ্তি

**সাদাম্পটন, ১৬ জুলাই :** ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথমবার টি২০ সিরিজ জিতে ইতিহাস গড়েছিল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। বুধবার পাঁচ ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথমটিতে ইংল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারাল হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ক্রান্তি গৌড়ের (৫৫/২) ওপেনিং স্পেলে শুরুটা ভালো হয়নি ইংল্যান্ডের। স্নেহ রানা (৩১/২) গৌড়কে সংগত করায় ইংল্যান্ড ৯৭/৪ হয়ে যায়। এখান থেকে খেলা ধরেন সোফিয়া ডাঙ্কলে (৮৩) ও অ্যালিস ডাভিডসন-রিচার্ডস (৫৩)। তাদের ১০৬ রানের জুটি ইংল্যান্ডকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেয়। ইংল্যান্ড থামে ২৫৮/৬ স্কোরে। রানতাড়ায় নেমে প্রতীকা রাওয়াল (৩৬), স্মৃতি মান্ধানা (২৮), হার্লিন দেওল (২৭), হরমনপ্রীতরা (১৭) বড় রান না পাওয়ায় ভারত চাপে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১২৪/৪ হয়ে যাওয়ার পর ভারতকে টানে দীপ্তি শর্মা (অপরাজিত ৬২) ও জেমিমা রডরিগেজের (৪৮) ৯০ রানের জুটি। রিচা ঘোষ (১০) ব্যর্থ হলেও ম্যাচ শেষ করে আসেন দীপ্তি। ভারত ৪৮.২ ওভারে ৬ উইকেটে ২৬২ রান তুলে নেয়।

*ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পথে দীপ্তি শর্মা। বুধবার।*

*আসন্ন মরশুমে বার্সেলোনার ১০ নম্বর জার্সি পরবেন লামিনে ইয়ামাল।*

## লামিনের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

**বার্সেলোনা, ১৬ জুলাই :** জন্মদিনের পার্টিতে বামন বিতর্ক। তদন্তের মুখে বার্সেলোনার তারকা লামিনে ইয়ামাল।

বার্সার তারকার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, নিজের ১৮তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মনোরঞ্জনের জন্য একদল বামনকে নিয়ে এসেছিলেন। স্পেনের বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে কাজ করা একটি সংগঠন এই নিয়ে আইনি অভিযোগ করেছে। বামনদের মনোরঞ্জনের কাজে ব্যবহার করাটা স্পেনে আইন বিরোধী বিষয়। যার ফলে স্পেনের সামাজিক অধিকার মন্ত্রণালয় লামিনের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আসা এক বামন সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'লামিনের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কেউ আমাদের অপমান করেনি। আমরা সাধারণ মানুষ। বিনোদনকর্মী হিসেবে কাজ করে উপার্জন করি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের শারীরিক অক্ষমতার জন্যই কি কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না? আমরা নিজেদের সীমা সম্পর্কে জানি। ওই অনুষ্ঠানে নাচ, ম্যাজিক দেখিয়ে সবাইকে আনন্দ দিয়েছি।'

## লাস ভেগাসে খেলবেন না গুকেশ

**লাস ভেগাস, ১৬ জুলাই :** লাস ভেগাস ফ্রিস্টাইল দাবায় খেলছেন না বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। বুধবার থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় অবশ্য রয়েছেন ম্যাগনাস কার্লসেন। ভারতীয় তারকা গুকেশ এক মাস পর গ্র্যান্ড মাস্টার ট্যুরের মূলপর্বে খেলবেন। তাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেননি।

১৬ জনের এই প্রতিযোগিতায় দুটি গ্রুপ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে আটজন করে প্রতিযোগী রয়েছেন। ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দর সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছেন ম্যাগনাস কার্লসেন। ভারতের অপর দুই তারকা অর্জুন এরিগাইসি ও ভিদিত গুজরাটি অন্য গ্রুপে রয়েছেন।

প্রতিটি গ্রুপের সেরা চার দাবাড়ু পরের রাউন্ডে খেলবেন। এই প্রতিযোগিতায় মোট প্রাইজমানি রাখা হয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ মার্কিন ডলার। যেখানে প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন পাবে দুই লক্ষ মার্কিন ডলার। প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে ম্যাগনাস কার্লসেনের প্রতিপক্ষ ভিনসেন্ট কেইমার। প্রথম রাউন্ডে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তানের নাদিরবেক আব্দুসাত্তারভ।

# ঘরের মাঠে অবসরের সিদ্ধান্ত রাসেলের

**জামাইকা, ১৬ জুলাই :** আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের সিরিজের প্রথম দুইটি ম্যাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলবে জামাইকার সাবাইনা পার্কে। যা রাসেলের ঘরের মাঠ। এই দুই ম্যাচ খেলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে পাকাপাকিভাবে বিদায় জানাবেন ৩৭ বছরের এই তারকা অলরাউন্ডার।

রাসেলকে রেখেই বুধবার অজিদের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। রাসেল বলেছেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে খেলা আমার জীবনের স্মরণীয়তম মুহূর্ত। ঘরের মাঠে খেলতে সবসময় ভালোবাসি। তাই সেখানেই কেরিয়ারের শেষটা করব।' দুইটি টি২০ বিশ্বকাপজয়ী রাসেল ২০১৯ থেকেই শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটেই খেলছেন। আগামী বছর ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি২০ বিশ্বকাপ। রাসেলের শূন্যতা ক্যারিবিয়ানরা কীভাবে পূরণ করে সেটাই দেখার।

**ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল**

**শাই হোপ, জেসন হোল্ডার, রোভমান পাওয়েল, জিওয়েল অ্যান্ড্রু, আকিল হোসেন, আন্দ্রে রাসেল, জেডিয়াহ ব্লেডস, আলজারি জোসেফ, শেরফানে রাদারফোর্ড, রোস্টন চেজ, ব্র্যান্ডন কিং, রোমারিও শেফার্ড, ম্যাথু ফোর্ড, এভিন লুইস, শিমরন হেটমেয়ার ও গুডাকেশ মোতি।**

## সেপ্টেম্বরে ভারতে আসছেন বোল্ট

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই :** অলিম্পিকে আটটি সোনার মালিক তারকা স্প্রিন্টার উসেইন বোল্ট ভারতে আসছেন চলতি বছরে সেপ্টেম্বরে। নয়াদিল্লি এবং মুম্বইয়ে তিনি থাকবেন ২৬-২৮ সেপ্টেম্বর। এটা বোল্টের দ্বিতীয় ভারত সফর হতে চলেছে। তার আগে ভারতীয় সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'আরও একবার ভারতে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি। খেলাধুলার প্রতি ভারতীয়দের আবেগ সত্যিই অনন্য। ভারতে আমার অসংখ্য ভক্ত রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে মুখিয়ে আছি।'

শেষবার ২০১৪ সালে ভারতে এসে একাধিক অনুষ্ঠানে ভক্তদের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল বোল্টের। সেবার যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এমনকি যুবরাজের সঙ্গে ১০০ মিটার দৌড়েও অংশ নিয়েছিলেন বোল্ট। এবারও তেমনই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের আশায় রয়েছেন বোল্ট ভক্তরা।

*বিশ্বের দ্রুততমানব হওয়ার জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের স্মারক হাতে উসেইন বোল্ট।*

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা চন্ডি হাজরা - কে 25.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94J 43203 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কি অসাধারণ অনুভূতি! এই জয়ের অর্থ হলো একটি উজ্জ্বল আগামীকাল - শুধু আমার জন্য নয়, আমার পুরো পরিবারের জন্য। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই এটি সম্ভব করার জন্য। আমি এই মুহূর্তকে উপভোগ করবো এবং এটিকে একটি সুন্দর জীবন গড়ার জন্য ব্যবহার করবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

*ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন নিশান্ত ছেত্রী। বুধবার।*

## ৪ গোল মিলনপল্লি স্পোর্টিংয়ের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার গ্রুপ 'বি'-তে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ৪-০ গোলে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অভিষেক রাউত, অনিরুদ্ধ ছেত্রী, মণীশ ছেত্রী ও ম্যাচের সেরা নিশান্ত ছেত্রী গোল করেন। বৃহস্পতিবার গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ও নবীন সংঘ।

## অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলা দলে শিলিগুড়ির ২

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** আসন্ন বিসি রায় ট্রফি ফুটবলের জন্য অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলা দলে সুযোগ পেল শিলিগুড়ির হামিদুল আলি ও রাহুল সিং। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ জানিয়েছেন, হামিদুল ও রাহুল বর্তমানে কলকাতায় বাংলা দলের শিবিরে অনুশীলন করছে।

উত্তরের খেলা

## ফাইনালে বয়েজ, মার্গারেট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** পুরনিগমের মেয়র'স কাপ টেবিল টেনিসে বুধবার ছেলেদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে ফাইনালে উঠেছে শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুল ও মার্গারেট স্কুল। প্রথম সেমিফাইনালে বয়েজ ৩-০ ব্যবধানে দার্জিলিং পাবলিক স্কুলকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মার্গারেট ৩-২ ব্যবধানে মোদি পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিভাগে ফাইনালে খেলবে সিরাজবর্ধন সিং ও বিশাল মণ্ডল (ছেলেদের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি), শ্রেয়া ধর ও বিদিষ্ণা সাহা (মেয়েদের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি), প্রতীতি পাল ও সায়ন্তনী দাসগুপ্ত (মেয়েদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)।

## ফাইনালে গুলমা

**নকশালবাড়ি, ১৬ জুলাই :** জাবরা চা বাগানে আয়োজিত নকআউট ফুটবলে ফাইনালে উঠল গুলমা। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৩-০ গোলে কাদোপানিকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন গুলমার বিভাস সাউরিয়া। তাদের অন্য গোলটি ম্যাচের সেরা আয়ুষ ছেত্রীর। *ছবি : মহম্মদ হাসিম*

*ম্যাচের সেরা হয়ে আয়ুষ ছেত্রী।*